এজেকিয়েল

প্রভুর রথের দর্শন

১ ত্রিংশ বর্ষের চতুর্থ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি কেবার নদীর ধারে নির্বাসিত লোকদের
মধ্যে ছিলাম, এমন সময় স্বর্গ খুলে গেল, আর আমি ঐশ্বরিক নানা দর্শন পেলাম। ২ যেহোইয়াকিন
রাজার নির্বাসনকালের পঞ্চম বর্ষের সেই মাসের পঞ্চম দিনে, কাল্দীয়দের দেশে কেবার নদীর
ধারে, ৩ প্রভুর বাণী বুজির সন্তান যাজক এজেকিয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল; আর তখন, সেই
জায়গায়, প্রভুর হাত হঠাৎ তাঁর উপর নেমে এল।
৪ আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, উত্তরদিক থেকে ঝড়ো বাতাস বয়ে আসছে—এমন বিশাল
মেঘ এগিয়ে আসছে, যার চারদিকে ঝলসে উঠছে আগুন ও উজ্জ্বলতম আলো; আর তার মাঝখানে,
একেবারে আগুনেরই অন্তঃস্থলে, পিতলের মত কোন কিছুর প্রভা জ্বলজ্বল করছে; ৫ তার মাঝখানে
কেমন যেন চার প্রাণী বিরাজমান যাদের আকৃতি মানুষেরই মত—৬ প্রত্যেকেরই ছিল চারটে করে
মুখ ও চারটে করে ডানা; ৭ তাদের পা সোজা, তাদের পদতল বাছুরের পদতলের মত; তা স্বচ্ছ
ব্রঞ্জের মতই জ্যোতির্ময়। ৮ তাদের চারপাশে, ডানার নিচে, ছিল মানুষের হাতের মত হাত; চারটে
প্রাণী প্রত্যেকেরই নিজ নিজ মুখমণ্ডল ও ডানা ছিল; ৯ তাদের ডানা পরস্পর-স্পর্শী। এগিয়ে যেতে
যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না, প্রত্যেকে সোজা সামনের দিকেই যেত। ১০ দেখতে তাদের
মুখ এরূপ: তাদের মানুষের মত একটা মুখ ছিল; তাছাড়া ডান দিকে সিংহের মুখ ও বাঁ দিকে
বৃষের মুখ, এবং প্রত্যেকের ঈগলের মুখও ছিল। ১১ তাদের ডানা বিস্তৃত ছিল ঊর্ধ্বের দিকে;
প্রত্যেকের দু'টো করে ডানা ছিল যা পার্শ্ববর্তী প্রাণীর ডানা স্পর্শ করত, আর দু'টো করে ডানা ছিল
যা তাদের পা ঢেকে রাখত। ১২ তারা প্রত্যেকে সামনের দিকে এগিয়ে যেত, সেই দিকেই যেত যে
দিকে আত্মা তাদের চালিত করত; যেতে যেতে তারা পিছনের দিকে ফিরত না। ১৩ সেই প্রাণীদের
মধ্যে ছিল কেমন যেন মশালের মত দেখতে জ্বলন্ত অঙ্গার, যা তাদের মধ্যে চলমান ছিল; আগুন
উজ্জ্বলতম ছিল, ও সেই আগুন থেকে নানা ঝলক নির্গত হচ্ছিল। ১৪ সেই প্রাণীরা বিদ্যুতের মত
চলাচল করছিল।
১৫ আমি ওই প্রাণীদের দিকে চেয়ে আছি, এমন সময় দেখ, মাটির উপরে চারমুখী ওই প্রাণীদের
পাশে এক একটার জন্য একটা করে চাকা ছিল। ১৬ চার চাকার গঠন বৈদূর্যের প্রভার মত দেখতে;
চারটের রূপ একই, এবং দেখতে তাদের গঠন ছিল কেমন যেন একটা চাকার মত যা আর একটা
চাকার মধ্যে অবস্থিত। ১৭ চলাকালে ওই চার চাকা চারদিকে চলতে পারত, চলতে চলতে পিছন
দিকে ফেরা তাদের পক্ষে দরকার ছিল না। ১৮ তাদের বেড় ছিল উঁচু ও ভয়ঙ্কর, এবং সেই চারটে
বেড়ের চারদিক চোখে পরিপূর্ণ ছিল। ১৯ প্রাণীদের চলাকালে তাদের পাশে পাশে ওই চাকাগুলিও
চলত; এবং প্রাণীরা যখন মাটি থেকে উঠত, চাকাগুলিও তখন উঠত। ২০ যেইদিকে আত্মা ওদের
চালিত করত, চাকাগুলি সেইদিকে যেত, আবার ওদের সঙ্গে সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা
ওই চাকাগুলোতে ছিল। ২১ প্রাণীরা যখন চলত, চাকাগুলিও তখন চলত; আর প্রাণীরা যখন দাঁড়াত,
চাকাগুলিও তখন দাঁড়াত; আবার, প্রাণীরা যখন মাটি থেকে উঠত, চাকাগুলিও তখন তাদের সঙ্গে

সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা চাকাগুলোতে ছিল।
২২ সেই প্রাণীদের মাথার উপরে এক প্রকার বিতান ছিল; তা উজ্জ্বলতম স্ফটিকের মত তাদের
মাথার উপরে বিস্তৃত ছিল, ২৩ আর সেই বিতানের নিচে ছিল তাদের বিস্তৃত ডানা, এক একটা
পরস্পরমুখী; প্রত্যেক প্রাণীর দু'টো করে ডানা ছিল, যা তাদের দেহ ঢেকে রাখত। ২৪ তারা যখন
চলছিল, আমি তখন তাদের ডানার ধ্বনিও শুনতে পেলাম; এমন ধ্বনি যা মহাজলরাশির তর্জনের
মত, সর্বশক্তিমানের বজ্রনাদের মত, ঝঞ্ঝার গর্জনের মত, সৈন্য-শিবিরের তুমুল ধ্বনির মত। আর
যখন তারা দাঁড়াত, তখন ডানা নামিয়ে দিত। ২৫ তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে
একটা শব্দও হল।
২৬ তাদের মাথার উপরের সেই বিতানের ঊর্ধ্বে কোন একটা কিছু দেখা দিল, যা নীলকান্তমণির
মত—সিংহাসনের আকারেই এক নীলকান্তমণির মত; আর সেই প্রকার সিংহাসনের উপরে,
একেবারে ঊর্ধ্বেই, এমন এক আকৃতি ছিল, যার চেহারা মানুষের মত। ২৭ আমি লক্ষ করলাম যে,
দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের উপর পর্যন্ত তা দীপ্তিময় পিতলের
মত ছিল, কেমন যেন আগুনেই পরিপূর্ণ; এবং দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা
থেকে নিচ পর্যন্ত আমি আগুনের মত কিছু দেখলাম, যা চারদিকে উজ্জ্বলতম আলো বিকিরণ করত।
২৮ বৃষ্টির দিনে মেঘপুঞ্জের মধ্যে রঙধনুর যেমন বিভা, চারদিকের সেই জ্যোতির বিভা ঠিক সেইরূপ
ছিল। এ ছিল প্রভুর গৌরবের সাদৃশ্যের রূপ। তা দেখামাত্র আমি মাটিতে উপুড় হয়ে পড়লাম ও
কার্ যেন কণ্ঠস্বর কথা বলতে শুনতে পেলাম।

বিশেষ কাজের জন্য নিযুক্ত এজেকিয়েল

২ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, পায়ে ভর করে দাঁড়াও; তোমার কাছে কথা বলব।' ২ তিনি
একথা বলতে না বলতেই আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এমনটি করল যেন আমি পায়ে ভর করে
দাঁড়াই; তখন যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, আমি তাঁকে শুনলাম। ৩ তিনি আমাকে বললেন,
'আদমসন্তান, আমি ইস্রায়েল সন্তানদের কাছে, সেই বিদ্রোহী জাতির মানুষদের কাছে তোমাকে
প্রেরণ করতে যাচ্ছি, যারা আমার প্রতি বিদ্রোহী হয়েছে। তারা ও তাদের পিতৃপুরুষেরা আমার
বিরুদ্ধে অবাধ্যতা দেখিয়ে আসছে, আজ পর্যন্তও দেখাচ্ছে। ৪ যাদের কাছে আমি তোমাকে প্রেরণ
করতে যাচ্ছি, সেই সন্তানেরা জেদি ও তাদের হৃদয় কঠিন। তাদের তুমি বলবে: প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন। ৫ তারা শুনুক বা না শুনুক—তারা তো বিদ্রোহী বংশ!—তবু কমপক্ষে এ জানতে
পারবে যে, তাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে। ৬ কিন্তু তুমি, হে আদমসন্তান, তাদের ভয় পেয়ো না,
তাদের কথায়ও ভীত হয়ো না; তোমার চারদিকে শেয়ালকাঁটা ও কাঁটাগাছ বটে, এবং তুমি
বিছেদের মধ্যে বাস করবে; কিন্তু তুমি তাদের কথায় ভয় পেয়ো না, তাদের মুখ দেখে উদ্বিগ্ন হয়ো
না: তারা তো বিদ্রোহী বংশ। ৭ তুমি তাদের কাছে আমার বাণী জানিয়ে দেবে, তারা শুনুক বা না
শুনুক; কেননা তারা নিতান্ত বিদ্রোহী বংশ।
৮ আর তুমি, হে আদমসন্তান, তোমাকে আমি যা বলি, তা শোন, এবং এই বিদ্রোহী বংশের
মানুষদের মত বিদ্রোহী হয়ো না; তাই এখন মুখ খোল, আমি তোমাকে যা দিতে যাচ্ছি, তা খাও।'
৯ আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, আমার প্রতি বাড়ানো একটা হাত; আর দেখ, সেই হাতে রয়েছে

একটা পাকানো পুঁথি। ১০ তিনি আমার সামনে তা খুলে ধরলেন; পুঁথিটা ভিতরে বাইরে দু'দিকেই
লেখা—হাহাকার, বিলাপ, শোকের উক্তিই সেই লেখা!
৩ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তোমার সামনে যা রয়েছে, তা খাও, পাকানো পুঁথিটা খাও,
পরে গিয়ে ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল।' ২ আমি মুখ খুললাম, আর তিনি আমাকে সেই পুঁথি
খেতে দিলেন; ৩ আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে এই যে পুঁথি দিচ্ছি, তা খেয়ে
তোমার উদর পুষ্ট কর ও তোমার অন্ত্ররাজি ভরিয়ে তোল।' আমি তা খেলাম, আমার মুখে তা মধুর
মত মিষ্টি লাগল।
৪ পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এখন তুমি যাও, ইস্রায়েলকুলের কাছে গিয়ে আমার
এই সব কথা জানাও, ৫ কারণ তুমি অদ্ভুত বা ভিন্ন ভাষার কোন জাতির কাছে নয়, ইস্রায়েলকুলের
কাছেই প্রেরিত হচ্ছ; ৬ এমন অদ্ভুত ও ভিন্ন ভাষার বহুজাতির কাছেও তুমি প্রেরিত নও, যাদের কথা
তোমার পক্ষে বোঝার অতীত; তাদেরই কাছে আমি যদি তোমাকে পাঠাতাম, তবে তারা তোমার
কথায় অবশ্য কান দিত; ৭ কিন্তু ইস্রায়েলকুল তোমার কথা শুনতে চাইবে না, কারণ তারা আমার
কথা শুনতে চায় না; গোটা ইস্রায়েলকুল-ই শক্তমনা ও কঠিন হৃদয়ের এক কুল। ৮ দেখ, আমি
তোমার মুখ তাদের মুখের মত কঠোর করলাম, তোমাকে তাদের মত শক্তমনা করে তুললাম; ৯ যে
হীরক চকমকি পাথরের চেয়েও শক্ত, তারই মত আমি তোমাকে শক্তমনা করলাম। তাই তুমি তাদের
ভয় পেয়ো না, তাদের সামনে অভিভূত হয়ো না; তারা তো বিদ্রোহী বংশের মানুষ!'
১০ পরে তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা কিছু বলি, সেই সমস্ত বাণী তুমি
হৃদয়ে গ্রহণ কর, সেই সমস্ত বাণী কান পেতে শোন, ১১ পরে যাও, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে,
তোমার আপন জাতির মানুষদের কাছে গিয়ে তাদের কাছে কথা বল। তারা শুনুক বা না শুনুক, তুমি
তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন।'
১২ তখন আত্মা আমাকে তুলে নিল, এবং আমি আমার পিছনে মহাকল্লোলের একটা শব্দ শুনতে
পেলাম: 'তাঁর বাসস্থান থেকে, ধন্য প্রভুর গৌরব!' ১৩ তা ছিল ওই প্রাণীদের ডানার শব্দ যা
পরস্পরের গায়ে আঘাত করছিল, সেইসঙ্গে তা ছিল ওই চাকাগুলোর শব্দ ও মহাকল্লোলের শব্দ। ১৪
আত্মা আমাকে তুলে নিয়ে গেলে আমি মনস্তাপে দুঃখার্ত হয়ে চলে গেলাম; প্রভুর হাত আমার
উপরে ভারী ছিল। ১৫ আমি টেল-আবিবে এসে গেলাম, সেই নির্বাসিত লোকদের কাছে, যারা কেবার
নদীর ধারে বসতি করেছিল; আর তারা যেখানে বাস করছিল, সেখানে আমি স্তব্ধ অবস্থায় তাদের
মাঝে সাত দিন থাকলাম।

প্রহরীরূপে নবী

১৬ এই সাত দিন শেষে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৭ 'আদমসন্তান, আমি
তোমাকে ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলেই তুমি
আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক করবে। ১৮ যখন আমি দুর্জনকে বলি, তুমি মরবেই মরবে, তখন
তুমি যদি এই বিষয়ে তাকে সতর্ক না কর; এবং সেই দুর্জন যেন তার কুপথ ছেড়ে নিজের প্রাণ
বাঁচায় তুমি যদি সাবধান বাণীর মত তাকে কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন তার নিজের অপরাধের
কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! ১৯ তবু তুমি দুর্জনকে

সতর্ক করলে সে যদি নিজের দুষ্কর্ম ও কুপথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের
কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।
[২০] আবার, কোন ধার্মিক মানুষ যদি তার নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, আমি তার
জন্য বিঘ্ন ঘটাব আর সে মরবে; তুমি তাকে সতর্ক না করার ফলে সে তার নিজের পাপের কারণে
মরবে, ও তার সাধিত শুভকর্মের কিছুই স্মরণে থাকবে না; কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের
কৈফিয়ত চাইব! [২১] তবু তুমি ধার্মিক মানুষকে পাপ না করতে সতর্ক করলে সে যদি পাপ না করে,
তবে তাকে সতর্ক করা হয়েছে বলে সে অবশ্য বাঁচবে আর তুমিও নিজের প্রাণ বাঁচাবে।'

ইস্রায়েলকুলের জন্য নানা চিহ্ন

[২২] সেই জায়গায়ও প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল, আর তিনি আমাকে বললেন, 'ওঠ,
উপত্যকায় যাও; সেখানে তোমার কাছে কথা বলব।' [২৩] আমি উঠে সেই উপত্যকায় গেলাম; আর
দেখ, প্রভুর গৌরব সেই জায়গায় উপস্থিত; কেবার নদীর ধারে যে গৌরব দেখেছিলাম, ঠিক তারই
মত দেখতে; আর আমি উপুড় হয়ে পড়লাম। [২৪] তখন আত্মা আমার মধ্যে প্রবেশ করে এমনটি
করল যেন আমি পায়ে ভর করে দাঁড়াই; আর তিনি আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, 'যাও, তোমার
ঘরের দরজা বন্ধ করে ভিতরে থাক। [২৫] কিন্তু, হে আদমসন্তান, দেখ, তোমার গায়ে দড়ি দেওয়া
হবে, তোমাকে বেঁধে দেওয়া হবে, তখন তুমি বাইরে তাদের মধ্যে যেতে পারবে না। [২৬] আমি
এমনটি করব, যেন তোমার জিহ্বা মুখের তালুতে লেগে থাকে, তখন তুমি বোবা হবে; এইভাবে
তাদের কাছে তুমি ভর্ৎসনাকারী হবে না, কেননা তারা বিদ্রোহী বংশ। [২৭] কিন্তু যখন আমি তোমার
কাছে কথা বলব, তখন তোমার মুখ খুলে দেব আর তুমি তাদের উদ্দেশ করে বলবে: প্রভু
পরমেশ্বর একথা বলছেন; যে শুনতে চায়, সে শুনুক, যে শুনতে চায় না, সে না শুনুক; কেননা
তারা বিদ্রোহী বংশ।'
৪ 'আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি একটা মাটি-ফলক নিয়ে তা তোমার সামনে রাখ, ও তার
উপরে এক নগরীর, যেরুসালেমেরই ছবি আঁক। [২] তা অবরোধ কর: তার গায়ে গড় গাঁথ, জাঙ্গাল
বাঁধ, জায়গায় জায়গায় শিবির স্থাপন কর ও তার চারদিকে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বসাও। [৩] পরে
একখানা লোহার তাওয়া নিয়ে তোমার ও নগরীর মাঝখানে লৌহ প্রাচীর হিসাবে তা বসাও, এবং
তোমার মুখ তার দিকে নিবদ্ধ রাখ, তাতে তা অবরুদ্ধ হবে, এমনকি, তুমিই তা অবরোধ করে
থাকবে! ইস্রায়েলকুলের জন্য এ চিহ্নস্বরূপ হবে।
[৪] পরে তুমি বাঁ পাশ হয়ে শুয়ে নিজের উপরে ইস্রায়েলকুলের অপরাধ বহন কর। যতদিন তুমি
সেই পাশ হয়ে শুয়ে থাকবে, ততদিন তাদের অপরাধ বহন করবে। [৫] আমি তাদের অপরাধ-বর্ষের
সংখ্যা অনুসারে দিনের সংখ্যা তোমার জন্য স্থির করলাম: তা তিনশ' নব্বই দিন; তুমি
ইস্রায়েলকুলের অপরাধ বহন করবে। [৬] সেই দিনগুলি শেষে তুমি তোমার ডান পাশ ফিরে শুয়ে
থাকবে, এবং যুদাকুলের অপরাধ বহন করবে; আমি চল্লিশ দিন, এক এক বছরের জন্য এক এক
দিন, তোমার জন্য স্থির করলাম। [৭] তুমি তোমার মুখ যেরুসালেমের অবরোধের দিকে নিবদ্ধ
রাখবে, বাহু প্রসারিত রাখবে, ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দেবে। [৮] দেখ, আমি তোমাকে কতগুলো
দড়িতে বেঁধে দিলাম, তাতে তুমি এক পাশ থেকে অন্য পাশে ফিরতে পারবে না, যতদিন না

তোমার অবরোধের দিনগুলি শেষ কর।
৯ এর মধ্যে তুমি গম, যব, ডাল, মসুরি, জোয়ার ও সূক্ষ্ম গম সংগ্রহ করে সবই এক পাত্রে রাখ,
এবং তা দিয়ে রুটি তৈরি কর: যতদিন পাশ হয়ে শুয়ে থাকবে, ততদিন, অর্থাৎ তিনশ' নব্বই দিন
ধরে তা খেয়ে থাকবে। ১০ তোমার দৈনিক খাদ্য-পরিমাণ হবে কুড়ি তোলা: তা দিনের বিশেষ
বিশেষ সময়ে খাবে। ১১ যে জল পান করবে, তাও পরিমিত হবে: হিনের ষষ্ঠাংশ করে পান করবে;
তা দিনের বিশেষ বিশেষ সময়ে পান করবে। ১২ এই খাদ্য তুমি যবের পিঠার মত করে খাবে, এবং
তাদের চোখের সামনে মানুষের মলের আগুনেই তা পাক করবে। ১৩ এইভাবেই—প্রভু আমাকে
বললেন—ইস্রায়েল সন্তানেরা তাদের অশুচি রুটি খাবে সেই বিজাতীয়দের মাঝে, যেখানে আমি
তাদের বিক্ষিপ্ত করব।'
১৪ তখন আমি বলে উঠলাম: 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর, দেখ, আমি কখনও নিজেকে অশুচি করিনি!
ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত আমি কখনও স্বয়ংমৃত বা পশু দ্বারা বিদীর্ণ কিছুই খাইনি, অশুচি
মাংসও আমার মুখে কখনও ঢোকেনি।' ১৫ উত্তরে তিনি আমাকে বললেন: 'আচ্ছা, মানুষের মলের
বদলে গোবরের আগুনেই আমি তোমার রুটি তোমাকে পাক করতে দিচ্ছি।' ১৬ তিনি বলে চললেন,
'আদমসন্তান, দেখ, আমি যেরুসালেমে রুটিভাণ্ডার ভেঙে দিতে যাচ্ছি, তখন তারা পরিমিত মাত্রায়
রুটি খাবে, পরিমিত মাত্রায় আশঙ্কার মধ্যে জল পান করবে; ১৭ এভাবে রুটি ও জলের অভাবে
তারা সবাই মিলে আতঙ্কিত হবে, নিজ নিজ অপরাধের ভারে ক্ষীণ হবে।'
৫ 'আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি একটা ধারালো খড়্গ নিয়ে তা নাপিতের ক্ষুরের মত ব্যবহার
করে তোমার মাথা ও দাড়ি খেউরি কর; পরে নিক্তি নিয়ে সেই কাটা চুল ভাগ ভাগ কর। ২ তার তিন
ভাগের এক ভাগ তুমি নগরীর অবরোধের শেষ কালে নগরীর মাঝখানে আগুনে পুড়িয়ে দেবে, আর
এক ভাগ নিয়ে নগরীর চারদিকে খড়্গ দ্বারা কুটিকুটি করবে, আর বাকি ভাগটা বাতাসে উড়িয়ে
দেবে, তখন আমি তাদের পিছু পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব। ৩ আবার তুমি তার স্বল্পসংখ্যক চুল
নিয়ে তোমার চাদরের অঞ্চলে তা বেঁধে রাখবে, ৪ এবং তার আর একটুকু নিয়ে আগুনে ফেলে
পুড়িয়ে দেবে। তা থেকে এমন আগুন নির্গত হবে, যা সমগ্র ইস্রায়েলকুলের উপরে নেমে পড়বে।
৫ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এ-ই সেই যেরুসালেম, যাকে আমি বিজাতীয়দের মাঝে স্থাপন
করেছি, ও যার চারদিকে নানা দেশ রেখেছি; ৬ কিন্তু সেই বিজাতীয়দের চেয়ে সে আরও ধূর্ততার
সঙ্গে আমার বিধিনিয়মের প্রতি, ও তার চারদিকের দেশগুলোর চেয়ে আমার নিয়মনীতির প্রতি
আরও বিদ্রোহী হয়েছে; হ্যাঁ, তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছে ও আমার বিধিপথে চলেনি।
৭ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমরা চারদিকের জাতিগুলির চেয়ে বেশি
গোলযোগ করেছ, আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, এমনকি তোমাদের
চারদিকের জাতিগুলির নিয়মনীতি অনুসারেও চলনি, ৮ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
দেখ, আমিও এখন তোমার বিপক্ষে! আমি জাতিসকলের চোখের সামনে তোমার উপর বিচার
সাধন করব। ৯ তোমার জঘন্য কাজের জন্য আমি তোমার মধ্যে এমন কিছু ঘটাব, যা কখনও
ঘটাইনি আর কখনও ঘটাব না। ১০ ফলে তোমার মধ্যে পিতারা সন্তানদের খেয়ে ফেলবে, ও
সন্তানেরা নিজ নিজ পিতাদের খেয়ে ফেলবে। আমি তোমার উপর বিচার সাধন করব, ও তোমার
যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবই বাতাসে ছড়িয়ে দেব।

১১ আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যখন তুমি তোমার ঘৃণ্য কর্ম ও সমস্ত
জঘন্য বস্তু দ্বারা আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছ, তখন আমিও সবকিছু খেউরি করব, আমার
চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না। ১২ তোমার লোকদের তিন ভাগের এক ভাগ
মহামারীতে মরবে কিংবা তোমার মধ্যে ক্ষুধায় নিঃশেষিত হবে; আর এক ভাগ তোমার চারদিকে
খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; এবং শেষ ভাগকে আমি চারদিকে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়ে তাদের পিছু
পিছু খড়্গ নিষ্কোষিত করব।
১৩ প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত আমি আমার ক্রোধ ঝেড়ে যাব, ও তাদের উপর আমার রোষ বহাল
রাখব; আর যখন আমার রোষ পরিতৃপ্ত হবে, তখন তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভু উত্তপ্ত
প্রেমের জ্বালায়ই কথা বলেছি।
১৪ আমি চারদিকের জাতিগুলির মধ্যে, সকল পথিকের চোখের সামনে তোমাকে মরুপ্রান্তর ও
বিতৃষ্ণার বস্তু করব। ১৫ তুমি তোমার চারদিকের জাতিগুলির কাছে বিতৃষ্ণা ও টিটকারি, দৃষ্টান্ত ও
বিভীষিকার বিষয় হবে, কারণ আমি ক্রোধ, রোষ ও ভয়ঙ্কর শাস্তি দিয়ে তোমার উপর বিচার সাধন
করব—আমিই, প্রভু, একথা বললাম! ১৬ তাদের উপরে আমি দুর্ভিক্ষের মারাত্মক তীর ছুড়ব,
সেগুলো তোমাদের বিনাশ করবে, কেননা আমি তোমাদের বিনাশের জন্যই সেগুলোকে প্রেরণ
করব; তখন আমি তোমাদের উপরে দুর্ভিক্ষের চাপ আরও ভারী করব, ও তোমাদের অন্নভাণ্ডার
উচ্ছেদ করব। ১৭ আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দুর্ভিক্ষ ও বন্যজন্তু পাঠাব; সেগুলো তোমাকে নিঃসন্তান
করবে; মহামারী ও হত্যাকাণ্ড তোমার মধ্য দিয়ে যাবে, আর সেইসঙ্গে আমি তোমার উপরে খড়্গ
ডেকে আনব। আমিই, প্রভু, একথা বললাম।’

ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে বাণী

৬ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের
দিকে মুখ ফিরে তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; ৩ বল: হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, প্রভু
পরমেশ্বরের বাণী শোন! প্রভু পরমেশ্বর পর্বত, উপপর্বত, খাদনদী ও উপত্যকা সকলকেই একথা
বলছেন: দেখ, আমি, আমিই তোমাদের বিরুদ্ধে এক খড়্গ প্রেরণ করতে যাচ্ছি, ও তোমাদের
উচ্চস্থানগুলি নিশ্চিহ্ন করতে যাচ্ছি। ৪ তোমাদের যত যজ্ঞবেদি ধ্বংস করা হবে, ও তোমাদের যত
ধূপবেদি ভেঙে ফেলা হবে; আমি তোমাদের নিহত লোকদের তোমাদের পুতুলগুলোর সামনে ফেলে
দেব, ৫ ইস্রায়েল সন্তানদের মৃতদেহ তাদের পুতুলগুলোর সামনে রাখব, ও তোমাদের
যজ্ঞবেদিগুলির চারদিকে তোমাদের হাড় ছড়াব। ৬ তোমরা যেইখানে বাস কর না কেন, সেখানকার
শহরগুলিকে উৎসন্ন করা হবে ও উচ্চস্থানগুলিকে ধ্বংস করা হবে, এভাবে তোমাদের যজ্ঞবেদিগুলি
উৎসন্ন ও বিনষ্ট হয়ে পড়বে, এবং তোমাদের পুতুলগুলো ভেঙে ফেলা হবে, সেগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে
যাবে, তোমাদের ধূপবেদিগুলি উচ্ছিন্ন হবে, তোমাদের যত তৈরী বস্তু বিলুপ্ত হবে। ৭ তোমাদের
লোকেরা তোমাদের মধ্যে বিদ্ধ হয়ে মারা পড়বে, তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।
৮ তথাপি জাতিগুলির মাঝে যখন কেবল খড়্গ থেকে রেহাই পাওয়া লোকেরাই তোমাদের মধ্যে
থাকবে, যখন তোমরা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হবে, তখন আমি একটা অবশিষ্টাংশ রাখব। ৯ তোমাদের
সেই রেহাই পাওয়া লোকদের যাদের কাছে বন্দি অবস্থায় আনা হবে, সেই জাতিগুলির মধ্যে তারা

আমাকে স্মরণ করবে; কেননা তাদের যে ব্যভিচারী হৃদয় আমাকে ত্যাগ করে দূরে চলে গেছে, ও তাদের যে চোখ তাদের পুতুলগুলোর অনুগমনে ব্যভিচার করেছে, তা আমি ভেঙে ফেলব; তারা তাদের সাধিত অপকর্মের জন্য ও তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের জন্য নিজেরা নিজেদের ঘৃণা করবে।
১০ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু; আমি তাদের প্রতি এই অমঙ্গল ঘটাবার কথা বৃথা বলিনি।

১১ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি হাততালি দাও, পা দিয়ে মাটি মাড়াও, এবং বল: আচ্ছা!
তাদের সমস্ত জঘন্য অপকর্মের জন্য ইস্রায়েলকুল খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে মারা পড়বে! ১২
দূরবর্তী মানুষ মহামারীতে মরবে, নিকটবর্তী মানুষ খড়্গোর আঘাতে মারা পড়বে, আর যে কেউ অবশিষ্ট থাকবে বা উদ্ধার পাবে সে দুর্ভিক্ষে মরবে: এইভাবে আমি তাদের উপরে আমার রোষ
নিঃশেষে ঝেড়ে যাব। ১৩ তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন সমস্ত উঁচু উপপর্বতে, সমস্ত পর্বতচূড়ায়, তাদের যজ্ঞবেদির চারদিকে, পুতুলগুলোর মধ্যে তাদের নিহত লোকেরা পড়ে থাকবে, হ্যাঁ, সেই সমস্ত সবুজ গাছ ও পাতাবহুল ওক্ গাছের তলায় পড়ে থাকবে, যেখানে তারা নিজ নিজ
পুতুলগুলোর উদ্দেশে সুরভিত নৈবেদ্য উৎসর্গ করত। ১৪ আমি তাদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব, এবং মরুপ্রান্তর থেকে রিব্লা পর্যন্ত—তারা যেইখানে বাস করুক না কেন—দেশ উৎসন্ন ও শুষ্ক করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

শেষ পরিণাম আসন্ন

৭ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর ইস্রায়েল-দেশভূমিকে একথা বলছেন: শেষ পরিণাম! দেশের চার কোণের জন্য শেষ পরিণাম
আসছে। ৩ এখন তোমার উপরেও শেষ পরিণাম উপস্থিত; আমি তোমার উপরে আমার ক্রোধ ছুড়ব, তোমার আচরণ অনুসারে তোমাকে বিচার করব, তোমার জঘন্য কর্মের ফল তোমার উপর নামিয়ে
আনব। ৪ তোমার প্রতি আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না; না! তোমার আচরণ অনুযায়ী ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব ও তোমার যত জঘন্য কর্ম তোমারই মধ্যে থাকবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

৫ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: অমঙ্গল! অচিন্তনীয় অমঙ্গল আসছে। ৬ শেষ পরিণাম আসছে,
তোমার উপরে শেষ পরিণাম আসছে; শেষ পরিণাম এখনই আসছে। ৭ হে দেশনিবাসী মানুষ,
তোমার পালা আসছে, কাল আসছে, দিনটি সন্নিকট: তা কোলাহলের দিন, পাহাড়পর্বতের উপরে
ফুর্তির দিন নয়। ৮ আমি এখন, কিছুকালের মধ্যে, আমার রোষ তোমার উপরে ঢেলে দেব, আমার ক্রোধ তোমার বিরুদ্ধে নিঃশেষে ঝেড়ে যাব; তোমার আচরণ অনুসারে তোমাকে বিচার করব, তোমার সমস্ত জঘন্য কর্মের ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব। ৯ আমার চোখ মমতা দেখাবে না,
আমিও করুণা দেখাব না; তোমার আচরণ অনুযায়ী ফল তোমার উপরে নামিয়ে আনব ও তোমার যত জঘন্য কর্ম তোমারই মধ্যে থাকবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমি, সেই প্রভু, আমিই আঘাত করি।

১০ ওই দেখ, সেই দিন! দেখ, তা আসছে; তোমার পালা উপস্থিত, হিংসা প্রস্ফুটিত, দম্ভ
বিকশিত। ১১ আর শঠতার দণ্ড যে অত্যাচার, তা উন্নীত হচ্ছে। তাদের কিছুই আর থাকছে না,
তাদের কোলাহলের ও তাদের গর্জনধ্বনিরও কিছুই থাকছে না। ১২ কাল আসছে, দিনটি সন্নিকট;

ক্রেতা আনন্দ না করুক, বিক্রেতা শোক না করুক, কেননা রোষ সকলেরই উপরে উপস্থিত। ১৩
বস্তুত তারা দু'জনে জীবিত থাকলেও বিক্রেতা বিক্রীত জমির অধিকার আর ফিরে পাবে না, কেননা
তাদের শোভার বিরুদ্ধে যে দণ্ডাদেশ, তা ফেরানো হবে না। প্রত্যেকে তার নিজের অপরাধে
জীবনযাপন করবে; কেউই আর বল ফিরে পাবে না। ১৪ তুরি বাজছে, সবই প্রস্তুত, অথচ কেউই
যুদ্ধে নামে না, কেননা সেই সমস্ত লোকের ভিড়ের উপরে আমার রোষ উপস্থিত। ১৫ বাইরে খড়্গ,
ভিতরে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ: যে মাঠে থাকবে, সে খড়্গে মরবে; যে শহরে থাকবে, দুর্ভিক্ষ ও
মহামারী তাকে গ্রাস করবে; ১৬ আর তাদের মধ্যে যারা রেহাই পেয়ে নিজেদের বাঁচাবে, তারা
পাহাড়পর্বতের উপরে থেকে উপত্যকার ঘুঘুর মত বিলাপ করবে—প্রত্যেকে নিজ নিজ শঠতার
জন্য।

১৭ সকলের হাত দুর্বল হবে, সকলের হাঁটু জলের মত গলে যাবে। ১৮ তারা কোমরে চটের কাপড়
পরবে, আতঙ্কে আচ্ছন্ন হবে। সকলের মুখে কালি পড়বে, সকলের মাথায় ক্ষুর পড়বে। ১৯ তারা
পথে পথে রুপো ফেলে দেবে, তাদের সোনা অশুচি বস্তু হবে, প্রভুর রোষের দিনে তাদের সেই
রুপো ও সোনা তাদের বাঁচাতে পারবে না; তা তাদের ক্ষুধা মেটাবে না, তা তাদের পেট ভরাতে
পারবে না, কেননা সেই সোনা-রুপোই তাদের অপরাধের কারণ। ২০ তারা নিজেদের হারের শোভায়
গর্ব করত, তা দিয়েই তাদের সেই জঘন্য প্রতিমাগুলো ও ঘৃণ্য বস্তুগুলো গড়ত: এই কারণে আমি
সেইসব কিছু তাদের পক্ষে অশুচি বস্তু করব; ২১ সেই সমস্ত কিছু আমি শিকারের বস্তুরূপে
বিদেশীদের হাতে তুলে দেব, দেশের নিচ লোকদের হাতে লুটের বস্তুরূপে সঁপে দেব, আর তারা তা
অপবিত্র করবে। ২২ আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ ফেরাব, তখন আমার ধনভাণ্ডার
অপবিত্রীকৃত হবে: দস্যুরা তার মধ্যে ঢুকে তা অপবিত্র করবে।

২৩ তুমি একটা শেকল প্রস্তুত কর, কেননা দেশ রক্তপাতের অপরাধে, ও নগরী অত্যাচারে
পরিপূর্ণ। ২৪ আমি জাতিসকলের মধ্যে সবচেয়ে ধূর্ত জাতিগুলিকে আনব, তারা ওদের যত ঘর দখল
করবে; আমি শক্তিশালী লোকদের গর্ব খর্ব করব, আর তাদের পবিত্রধাম অপবিত্রীকৃত হবে। ২৫
আশঙ্কা আসবে: তারা শান্তির অন্বেষণ করবে, কিন্তু শান্তি মিলবে না। ২৬ দুর্দশার উপরে দুর্দশা
ঘটবে, জনরবের উপরে জনরব হবে; নবীদের কাছে তারা দৈবদর্শন চাইবে, কিন্তু যাজকদের
নির্দেশবাণী ও প্রবীণদের সুমন্ত্রণা লোপ পাবে। ২৭ রাজা শোকপালন করবে, অমাত্য উৎসন্নতায়
পরিবৃত হবে, দেশের জনগণের হাত কম্পিত হবে। আমি তাদের ব্যবহার অনুসারে তাদের প্রতি
ব্যবহার করব, তাদের বিচারমান অনুসারে তাদের বিচার করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই
প্রভু।'

যেরুসালেমে সাধিত পাপের দর্শন

৮ ষষ্ঠ বর্ষের ষষ্ঠ মাসে, সেই মাসের পঞ্চম দিনে, আমি ঘরে বসে ছিলাম ও যুদার প্রবীণেরা আমার
সামনে বসে ছিলেন, এমন সময় সেখানে প্রভু পরমেশ্বরের হাত হঠাৎ আমার উপর নেমে এল। ২
তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেখানে মানুষের মত দেখতে কোন একটা কিছু ছিল;
দেহের যে অংশ কোমরের মত মনে হচ্ছিল, তা থেকে দেহের নিচ পর্যন্ত আগুন ছিল; এবং কোমর
থেকে উপর পর্যন্ত দীপ্তিময় পিতলের মত জ্যোতির্ময় ছিল। ৩ হাতের মত কোন একটা কিছু বাড়ানো

হল, আর তা আমার মাথার চুল ধরল; এবং আত্মা আমাকে পৃথিবী ও আকাশের মাঝখান পথে
তুলে ঐশ্বরিক দর্শনযোগে যেরুসালেমে, উত্তরমুখী ভিতর-প্রাঙ্গণের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেল, যেখানে
সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, যা উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা উত্তেজিত করে। ৪ আর দেখ, সেখানে
ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব উপস্থিত; উপত্যকায় যা দেখেছিলাম, এ দেখতে তার মত ছিল। ৫
তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, চোখ তুলে উত্তরদিকে তাকাও।' আমি উত্তরদিকে চোখ
তুললাম, আর দেখ, যজ্ঞবেদি-দ্বারের উত্তরে, ঠিক প্রবেশস্থানেই, সেই অন্তর্জ্বালার মূর্তি উপস্থিত। ৬
তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এরা কী করছে, তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? আমার পবিত্রধাম
থেকে আমাকে সরিয়ে দেবার জন্য ইস্রায়েলকুল এখানে কেমন অধিক জঘন্য কর্ম করছে! অথচ
তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

৭ তিনি আমাকে প্রাঙ্গণের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেলেন; তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ,
দেওয়ালে এক ছিদ্র। ৮ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই দেওয়াল নামিয়ে দাও।' আমি
দেওয়ালটা নামিয়ে দিলাম, আর দেখ, একটা দরজা। ৯ তিনি আমাকে বললেন, 'ভিতরে গিয়ে দেখ,
তারা এখানে কিনা জঘন্য কাজ সাধন করছে।' ১০ আমি ভিতরে গিয়ে চেয়ে দেখলাম, আর দেখ,
সবরকম সরিসৃপ ও জঘন্য পশুর দৃশ্য, এবং ইস্রায়েলকুলের সমস্ত পুতুল চারদিকে দেওয়ালের
গায়ে আঁকা; ১১ তাদের সামনে ইস্রায়েলকুলের প্রবীণবর্গের সত্তরজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে, এবং
তাদের মাঝখানে শাফানের সন্তান যায়াজানিয়া দাঁড়িয়ে আছে, আর প্রত্যেকের হাতে একটা করে
ধুনুচি; আর ধূপ-মেঘের সৌরভ ঊর্ধ্বে উঠছে। ১২ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান,
ইস্রায়েলকুলের প্রবীণবর্গ অন্ধকারে, প্রত্যেকে যে যার ঠাকুরঘরে, কি কি কাজ সাধন করে, তা কি
তুমি দেখতে পেলে? তারা নাকি বলে: প্রভু আমাদের দেখতে পাচ্ছেন না, প্রভু দেশ পরিত্যাগ
করেছেন!' ১৩ তিনি আমাকে বললেন, 'অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

১৪ পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেখানে
নানা স্ত্রীলোক বসে তাম্মুজ দেবের জন্য কাঁদছে। ১৫ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ
কি দেখতে পেলে? অথচ তুমি এর চেয়ে আরও বেশি জঘন্য কিছু দেখবে!'

১৬ পরে তিনি আমাকে প্রভুর গৃহের ভিতর-প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, প্রভুর মন্দিরের
প্রবেশস্থানে, বারান্দা ও যজ্ঞবেদির মাঝখান জায়গায়, প্রায় পঁচিশজন পুরুষ রয়েছে; তারা প্রভুর
মন্দিরের দিকে পিঠ ও পুবদিকে মুখ ফিরিয়ে পুবদিকে সূর্যের উদ্দেশে প্রণিপাত করছে। ১৭ তিনি
আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি এ কি দেখতে পেলে? এখানে যুদাকুল যে জঘন্য কর্ম সাধন
করছে, তাদের পক্ষে কি তা এতই সামান্য ব্যাপার যে, আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য দেশকেও
উৎপীড়নে পরিপূর্ণ করছে? দেখ, তারা নিজ নিজ নাকে সেই পবিত্র পল্লব দিচ্ছে! ১৮ তাই আমিও
রোষভরে ব্যবহার করব। আমার চোখ মমতা দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তারা আমার
কানে তীব্র চিৎকার শোনাতে থাকুক, কিন্তু আমি তাদের কথা শুনব না।'

শাস্তি

৯ তখন এক উদাত্ত কণ্ঠ আমার কানে চিৎকার করে বলল: 'তোমরা যারা নগরীকে শাস্তি দিতে
নিযুক্ত, এগিয়ে এসো, প্রত্যেকে নিজ নিজ সর্বনাশা অস্ত্র হাতে করে এসো।' ২ আর দেখ, উত্তরমুখী

উপরের তোরণদ্বার থেকে ছ'জন পুরুষ এগিয়ে এল, তাদের প্রত্যেকের হাতে সর্বনাশা অস্ত্র ছিল;
তাদের মাঝখানে ক্ষোমের পোশাক পরা আর একজন পুরুষ ছিল, তার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি
ছিল। তারা ভিতরে এসে ব্রঞ্জের যজ্ঞবেদির পাশে দাঁড়াল।
৩ তখন ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব যে খেরুবদের উপরে ছিল, তা থেকে উঠে গৃহের
প্রবেশদ্বারের দিকে গেল। তিনি ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষকে ডাকলেন যার কোমরে শাস্ত্রীর
লেখার থলি ছিল। ৪ প্রভু তাকে বললেন: 'নগরীর মধ্য দিয়ে, এই যেরুসালেমের মধ্য দিয়ে যাও,
এবং তার মধ্যে যত জঘন্য কর্ম সাধিত হয়, তার জন্য যে সকল মানুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলে ও কাঁদে,
তাদের প্রত্যেকের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত কর।' ৫ পরে আমি শুনলাম, তিনি অন্যান্যদের
বলছিলেন, 'তোমরা নগরীর মধ্য দিয়ে এর পিছু পিছু যাও, আঘাত কর! তোমাদের চোখ যেন দয়া
না দেখায়, করুণা দেখিয়ো না। ৬ বৃদ্ধ, যুবক, কুমারী, শিশু, স্ত্রীলোক—সকলকেই নিঃশেষে বধ
কর; কিন্তু যাদের কপাল ক্রুশ চিহ্নে চিহ্নিত, তাদের কাউকেই স্পর্শ করো না। আমার এই
পবিত্রধাম থেকেই শুরু কর!' গৃহের সামনে যত প্রবীণেরা ছিল, তাদের নিয়েই তারা শুরু করল। ৭
তিনি তাদের আরও বললেন, 'গৃহ কলুষিত কর, সমস্ত প্রাঙ্গণ মৃতদেহগুলিতে ভরিয়ে তোল; এবার
বেরিয়ে পড়!' তাই তারা বেরিয়ে পড়ে নগরীর মধ্যে আঘাত হানতে লাগল।
৮ তারা আঘাত হানবার সময়ে আমি একা হয়ে রইলাম; তখন মাটিতে উপুড় হয়ে আমি কেঁদে
কেঁদে বলে উঠলাম: 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর! যেরুসালেমের উপরে তোমার রোষ বর্ষণ করে তুমি
কি ইস্রায়েলের অবশিষ্ট অংশটুকুও বিনাশ করবে?' ৯ তিনি উত্তরে আমাকে বললেন, 'ইস্রায়েল ও
যুদাকুলের শঠতা অপরিসীম; দেশ রক্তপাতে ভরা, ও নগরী উৎপীড়নে পরিপূর্ণ; কেননা তারা
বলে: প্রভু দেশ পরিত্যাগ করেছেন, প্রভু দেখতে পাচ্ছেন না! ১০ সুতরাং আমার চোখও মমতা
দেখাবে না, আমিও করুণা দেখাব না: তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে পড়বে।' ১১ তখন
ক্ষোমের পোশাক পরা মানুষটি যার কোমরে শাস্ত্রীর লেখার থলি ছিল, সে ফিরে এসে এই সংবাদ
জানাল: 'আমি আপনার আজ্ঞামত কাজ করেছি।'
১০ আমি চেয়ে দেখছিলাম, আর দেখ, খেরুবদের মাথার উপরে যে বিতান, তাতে নীলকান্তমণির
মত একটা কিছু বিরাজ করছিল, তাদের উপরে সিংহাসনের মত দেখতে কেমন যেন কিছু ছিল। ২
তিনি ক্ষোমের পোশাক পরা পুরুষকে বললেন, 'তুমি চাকাগুলোর মাঝখানে খেরুবের নিচে প্রবেশ
কর, এবং খেরুবদের মধ্য থেকে এক অঞ্জলি জ্বলন্ত কয়লা নিয়ে নগরীর উপরে ছড়াও।' আর আমি
দেখতে দেখতে পুরুষটি সেখানে গেল।
৩ যখন সেই পুরুষ প্রবেশ করল, তখন খেরুবেরা গৃহের ডান পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং ভিতরের
প্রাঙ্গণ মেঘে পরিপূর্ণ ছিল। ৪ প্রভুর গৌরব খেরুবের উপর থেকে উঠে গৃহের চৌকাটের উপরে
দাঁড়াল, এবং গৃহ মেঘটিতে, ও প্রাঙ্গণ প্রভুর গৌরবের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ হল। ৫ খেরুবদের ডানার
মহাশব্দ বাইরের প্রাঙ্গণ পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল, তা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সেই কণ্ঠস্বরের মত যখন
তিনি কথা বলেন। ৬ তিনি যখন ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষকে এই আজ্ঞা দিলেন, 'তুমি
চাকাগুলোর মধ্য থেকে, খেরুবদের মধ্য থেকে আগুন নাও,' তখন সে প্রবেশ করে এক চাকার
পাশে দাঁড়াল। ৭ এক খেরুব খেরুবদের মাঝখানে থাকা আগুন পর্যন্ত হাত বাড়িয়ে তার কিছুটা নিয়ে
ক্ষোমের পোশাক পরা সেই পুরুষের অঞ্জলিতে দিল, আর সে তা গ্রহণ করে বের হল। ৮ খেরুবদের

ডানাগুলির নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু দেখা যাচ্ছিল।
৯ আমি আবার চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, এক খেরুবের পাশে এক চাকা, অন্য খেরুবের পাশে
অন্য চাকা, এইভাবে চার খেরুবের পাশে চার চাকা; সেই চাকাগুলোর গঠন বৈদূর্যের প্রভার মত
দেখতে; ১০ মনে হচ্ছিল, চার চাকার রূপ একই, কেমন যেন একটা চাকার মধ্যে আর একটা চাকা
রয়েছে; ১১ চলাকালে ওই চার চাকা চারদিকে চলতে পারত, চলতে চলতে পিছন দিকে ফেরা
তাদের দরকার ছিল না, কেননা যে স্থান মুখের সম্মুখ, সেই স্থানের দিকেই তারা যেত, আর যেতে
যেতে ফিরত না। ১২ তাদের সর্বাঙ্গ, অর্থাৎ তাদের পিঠ, হাত ও ডানা এবং চাকাগুলি চারদিকে
চোখে পরিপূর্ণ ছিল, চারটে চাকায়ও চোখ ছিল। ১৩ আমি শুনতে পেলাম, সেই চাকাগুলোকে 'ঘূর্ণি'
নাম রাখা হল। ১৪ প্রতিটি খেরুবের চার মুখ: প্রথম মুখ খেরুবের মুখ, দ্বিতীয় মুখ মানুষের মুখ,
তৃতীয় মুখ সিংহের মুখ ও চতুর্থ মুখ ঈগলের মুখ।
১৫ সেই খেরুবেরা ঊর্ধ্বে উঠল। এরা ছিল সেই প্রাণী যাদের আমি কেবার নদীর কাছে
দেখেছিলাম। ১৬ খেরুবদের চলাকালে তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও চলত; এবং খেরুবেরা যখন
মাটি থেকে উঠত, তখন নিজ নিজ ডানা ওঠাত, চাকাগুলিও তখন তাদের পাশে পাশে উঠত। ১৭
তারা যখন দাঁড়াত, চাকাগুলিও তখন দাঁড়াত; তারা যখন উঠত, চাকাগুলিও তখন তাদের সঙ্গে
সঙ্গে উঠত, কেননা সেই প্রাণীর আত্মা চাকাগুলোতে ছিল।

প্রভুর গৌরব গৃহকে ত্যাগ করে

১৮ প্রভুর গৌরব গৃহের প্রবেশদ্বারের উপর থেকে চলে গিয়ে খেরুবদের উপরে দাঁড়াল। ১৯ তখন
এরা ডানা বাড়াল ও আমার চোখের সামনে মাটি থেকে ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; তাদের পাশে পাশে
চাকাগুলিও ঊর্ধ্বে যেতে লাগল; খেরুবেরা প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের প্রবেশস্থানে দাঁড়াল, এবং
সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব, ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে ছিল।
২০ তারা ছিল সেই একই প্রাণী যাদের আমি কেবার নদীর ধারে দেখেছিলাম; তখন জানতে
পারলাম, এরা খেরুব। ২১ প্রতিটি প্রাণীর চার চারটে মুখ ও চার চারটে ডানা, এবং তাদের ডানার
নিচে মানুষের হাতের মত কোন কিছু ছিল। ২২ আমি কেবার নদীর ধারে যে যে চেহারা দেখেছিলাম,
এদের চেহারা ঠিক সেই চেহারার মত। প্রত্যেক প্রাণী সোজা সামনের দিকেই যেত।

যেরুসালেমে সাধিত পাপ

১১ পরে আত্মা আমাকে তুলে প্রভুর গৃহের পুবদ্বারের কাছে নিয়ে গেল; আর দেখ, সেই দ্বারের
প্রবেশস্থানে পাঁচজন পুরুষ উপস্থিত; এবং তাদের মধ্যে আমি আজ্জুরের সন্তান যায়াজানিয়া ও
বেনাইয়ার সন্তান পেলাটিয়া, এই দু'জন সমাজনেতাকে দেখলাম। ২ তখন প্রভু আমাকে বললেন,
'আদমসন্তান, এই নগরীর মধ্যে এরাই অধর্ম আঁটে ও কুপরামর্শ দেয়; ৩ এরাই বলে: ঘরগুলো
গাঁথার সময় এখনও কিছু দেরি আছে; নগরীটি হল হাঁড়ি, আর আমরা মাংস। ৪ তাই তুমি এদের
বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও।'
৫ প্রভুর আত্মা আমার উপরে নেমে এল, আর তিনি আমাকে বললেন, 'বল, প্রভু একথা বলছেন:
হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা তেমনই কথা বলছ, কিন্তু তোমাদের মনে যা কিছু উঠেছে, সেই সমস্ত কিছু
আমি জানি। ৬ তোমরা এই নগরীতে নিহত লোকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছ, তার সমস্ত রাস্তা নিহত

লোকে ভরিয়ে তুলেছ। ৭ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যাদের তোমরা নগরীর মধ্যে ফেলে
দিয়েছ, তোমাদের হাতে নিহত সেই লোকেরাই মাংস, এবং নগরীটি হাঁড়ি। কিন্তু আমি তোমাদের
বের করে আনব। ৮ তোমরা খড়্গ ভয় পাচ্ছ, আর আমি তোমাদের বিরুদ্ধে খড়্গই আনব—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি। ৯ আমি নগরীর মধ্য থেকে তোমাদের বের করে এনে বিদেশীদের হাতে তুলে
দেব, এবং তোমাদের উপর বিচার সাধন করব। ১০ তোমরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; আমি
ইস্রায়েলের এলাকায় তোমাদের বিচার করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। ১১ এই নগরী
তোমাদের পক্ষে হাঁড়ি হবে না, এবং তোমরা এর মধ্যে থাকা মাংস হবে না! আমি ইস্রায়েলের
এলাকায় তোমাদের বিচার করব; ১২ তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু; কেননা তোমরা
আমার বিধিপথে চলনি, আমার নিয়মনীতি পালন করনি, বরং তোমাদের চারদিকের জাতিগুলির
নিয়মনীতিমতই কাজ করেছ।'

১৩ আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতেই বেনাইয়ার সন্তান পেলাটিয়া মারা পড়ল। আমি উপুড় হয়ে
জোর গলায় চিৎকার করে বললাম, 'হায়, প্রভু পরমেশ্বর! তুমি কি ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশকে
নিঃশেষে সংহার করবে?'

নবায়িত জনগণের প্রত্যাগমন

১৪ তখন প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৫ 'আদমসন্তান, তোমার ভাইদের
কাছে, তাদের সকলেরই কাছে, তোমার গোত্রের সকলের কাছে ও গোটা ইস্রায়েলকুলের কাছে
যেরুসালেম-অধিবাসীরা নাকি বলে থাকে: প্রভু থেকে বেশ দূরেই থাক; এই দেশের অধিকার
আমাদেরই হাতে হস্তান্তরিত হয়েছে! ১৬ তাই তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হ্যাঁ,
আমিই জাতিসকলের মাঝে তাদের দূর করে দিয়েছি, আমিই দেশ-বিদেশে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছি,
তবু তারা যে সকল দেশে গিয়েছে, সেখানে আমি নিজে কিছুকালের মত তাদের পবিত্রধাম হয়েছি!
১৭ তাই তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের সংগ্রহ
করব, তোমরা যে সকল দেশে বিক্ষিপ্ত হয়েছ, সেখান থেকে তোমাদের জড় করব, এবং
ইস্রায়েল-দেশভূমি তোমাদেরই দেব। ১৮ তারা ফিরে আসবে, ও সেখানকার যত ঘৃণ্য মূর্তি ও জঘন্য
বস্তু সেখান থেকে দূর করে দেবে। ১৯ আমি তাদের অখণ্ড এক হৃদয় দেব, তাদের অন্তরে রাখব এক
নতুন আত্মা, তাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তাদের
দেব, ২০ যেন তারা আমার বিধিপথে চলে ও আমার নিয়মনীতি পালনে নিষ্ঠাবান থাকে; তারা হবে
আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর। ২১ কিন্তু যাদের হৃদয় তাদের ঘৃণ্য
মূর্তিগুলির পিছনে ও তাদের জঘন্য বস্তুর পিছনে যায়, আমি তাদের কর্মফল তাদের মাথার উপরে
নামিয়ে দেব। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

প্রভুর গৌরব যেরুসালেম ত্যাগ করে

২২ তখন খেরুবেরা ডানা ওঠাতে লাগল; তাদের পাশে পাশে চাকাগুলিও উঠতে লাগল; আর
সেসময়ে ইস্রায়েলের পরমেশ্বরের গৌরব ঊর্ধ্বে, তাদের উপরে, ছিল। ২৩ পরে প্রভুর গৌরব নগরীর
মধ্যস্থান থেকে ঊর্ধ্বে গিয়ে নগরীর পুবমুখী পর্বতের উপরে দাঁড়াল। ২৪ তখন এক আত্মা আমাকে
তুলে দর্শনযোগে, পরমেশ্বরের আত্মায়, কাল্দীয়দের দেশে নির্বাসিত লোকদের কাছে নিয়ে গেল;

আর আমি যে দর্শন পেয়েছিলাম, তা আমার সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। ২৫ তখন, প্রভু আমাকে যা
কিছু দেখিয়েছিলেন, আমি নির্বাসিত লোকদের কাছে তা বর্ণনা করলাম।

জনপ্রধান ও জনগণের জন্য এক চিহ্ন

১২ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, তুমি বিদ্রোহী বংশের
মানুষদের মধ্যে বাস করছ; দেখবার চোখ থাকলেও তারা দেখে না, শুনবার কান থাকলেও তারা
শোনে না, কারণ তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। ৩ তাই, হে আদমসন্তান, তুমি তোমার নির্বাসিত
মানুষের জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও, এবং দিনের বেলায় তাদের চোখের সামনে অন্য দেশে চলে যেতে
প্রস্তুত হও; তুমি যেখানে থাক, সেখান থেকে তাদের চোখের সামনে অন্য জায়গায় চলে যাও; কি
জানি, তারা বুঝতে পারবে যে, তারা বিদ্রোহী বংশের মানুষ। ৪ তুমি দিনের বেলায় তাদের চোখের
সামনে তোমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নাও; কিন্তু সূর্যাস্তের
সময়েই তাদের চোখের সামনে এমনভাবেই বাইরে যাবে, ঠিক যেন নির্বাসিত এক মানুষ চলে যায়।
৫ তুমি তাদের উপস্থিতিতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে তা দিয়ে বাইরে চলে যাও। ৬ তাদের
উপস্থিতিতে তোমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বাইরে চলে যাও। নিজের মুখ
ঢেকে রাখবে, যেন দেশ দেখতে না পাও; কেননা আমি তোমাকে ইস্রায়েলকুলের জন্য লক্ষণস্বরূপ
করেছি।' ৭ আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম: দিনের বেলায় আমার জিনিসপত্র নির্বাসিত মানুষের
জিনিসপত্রের মত গুছিয়ে নিলাম, এবং সূর্যাস্তের দিকে নিজেরই হাতে প্রাচীরে একটা গর্ত করে
অন্ধকারের মধ্যে বাইরে গিয়ে তাদের চোখের সামনে আমার জিনিসপত্র কাঁধে তুলে নিলাম।
৮ পরদিন সকালে প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৯ 'আদমসন্তান,
ইস্রায়েলকুল—সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষেরা—কি তোমাকে জিজ্ঞাসা করেনি, তুমি কী করছ? ১০
তাদের তুমি এই উত্তর দাও: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এই বাণী যেরুসালেমের জনপ্রধানকে
ও নগরবাসী সমগ্র ইস্রায়েলকুলকে লক্ষ করে। ১১ তুমি বল: আমি তোমাদের পক্ষে লক্ষণস্বরূপ;
কেননা আমি যেমন তোমার প্রতি করলাম, সেইমত তাদের প্রতি করতে যাচ্ছি; হ্যাঁ, তাদের
দেশছাড়া করে নির্বাসন-দেশে নিয়ে যাওয়া হবে। ১২ তাদের মধ্যে যে জনপ্রধান আছে, সে অন্ধকার
সময়ে নিজের বোঝা কাঁধে তুলে নেবে; এবং তার চলে যাওয়ার জন্য প্রাচীরে যে গর্ত করা হবে,
সে সেই গর্তের মধ্য দিয়ে বাইরে চলে যাবে। সে মুখ ঢেকে রাখবে, যেন চোখে দেশ না দেখতে
পায়। ১৩ কিন্তু আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, তখন সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি
কাল্দীয়দের দেশে, সেই বাবিলনে, তাকে নিয়ে যাব; তবু সে তা দেখতে পাবে না, আর সেখানে
মরবে। ১৪ তার পরিচর্যায় নিযুক্ত সকল লোক, তার প্রহরী দল, তার সমস্ত সৈন্যদল—তাদের
সকলকেই আমি বাতাসে ছড়িয়ে দেব, ও তাদের পিছু পিছু খড়্গা নিষ্কোষিত করব। ১৫ আর তারা
জানবে যে, আমিই প্রভু—যখন আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব ও নানা দেশে
তাদের ছড়িয়ে দেব। ১৬ তবু তাদের একটা অংশ আমি খড়্গা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে অবশিষ্ট
রাখব, তারা যে সকল জাতির মাঝে যাবে, তাদের কাছে যেন তাদের সমস্ত জঘন্য কর্মের কথা
বর্ণনা করে; তারাও যেন জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।'
১৭ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৮ 'আদমসন্তান, ভয়ের মধ্যে রুটি খাও,

ও উদ্বেগ ও আশঙ্কার মধ্যে জল পান কর। ১৯ দেশের জনগণকে একথা বল: ইস্রায়েল-দেশভূমির,
যেরুসালেম-অধিবাসীদের বিষয়ে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তারা আশঙ্কার মধ্যে রুটি খাবে,
আতঙ্কের মধ্যে জল পান করবে; কেননা তার নিবাসী লোকদের অধর্মের কারণে তাদের দেশের
মধ্যে যা কিছু আছে, দেশ থেকে তা কেড়ে নেওয়া হবে। ২০ জনবহুল শহরগুলি ধ্বংসিত হবে ও দেশ
উৎসন্নস্থান হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

নানা উক্তি

২১ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২২ 'আদমসন্তান, ইস্রায়েল-দেশভূমির
বিষয়ে কেন এই প্রবাদ প্রচলিত যে, দিনগুলি কেটে যাচ্ছে আর সমস্ত দৈবদর্শন লোপ পাচ্ছে? ২৩
অতএব, তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি এই প্রবাদকেই বিলুপ্ত করব;
ইস্রায়েলের বিষয়ে এই প্রবাদ আর চলবে না; এমনকি, তাদের বল: এমন দিনগুলি এগিয়েই
আসছে, যখন সমস্ত দৈবদর্শন সিদ্ধিলাভ করবে। ২৪ কারণ মায়া-দর্শন বা মিথ্যা মন্ত্র ইস্রায়েলকুলের
মধ্যে আর থাকবে না। ২৫ কেননা আমি, প্রভু, আমিই কথা বলব; আর আমি যে বাণী উচ্চারণ করব,
তা দেরি না করে অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করবে। এমনকি, হে বিদ্রোহী বংশ যে তোমরা, তোমাদের
জীবনকালেই আমি কথা বলব ও সেই কথার সিদ্ধি ঘটাব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'
২৬ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৭ 'আদমসন্তান, দেখ, ইস্রায়েলকুল নাকি
বলে, এই লোক যে দর্শন পায়, তা বহুদিন পরের জন্য; লোকটা দূরবর্তী কালের বিষয়েই
ভবিষ্যদ্বাণী দিচ্ছে। ২৮ এজন্য তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার সমস্ত কথা
সিদ্ধিলাভ করতে আর দেরি হবে না; আমি যে বাণী উচ্চারণ করব, তার সিদ্ধি ঘটাব—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি।'

নকল নবীদের বিরুদ্ধে বাণী

১৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলের যে নবীরা
ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তুমি তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; যারা নিজেদের মনোমত ভবিষ্যদ্বাণী দেয়,
তাদের তুমি বল: তোমরা প্রভুর বাণী শোন! ৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই নির্বোধ
নবীদের, যারা কোন দর্শন না পেয়ে নিজ নিজ আত্মা অনুসারে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়। ৪ হে ইস্রায়েল,
ধ্বংসস্তূপের মধ্যে শিয়ালদের মতই তোমার নবীরা! ৫ তোমরা প্রাচীরের ফাটলগুলির মধ্যে কখনও
যাওনি, এবং ইস্রায়েলকুল যেন প্রভুর দিনে সংগ্রামে দাঁড়াতে পারে, এর জন্যও তোমরা তাদের
রক্ষায় কোন প্রাকারও তৈরি করনি। ৬ যারা বলে: "প্রভুর উক্তি!" অথচ যাদের প্রভু পাঠাননি, সেই
নবীরা মায়া-দর্শন পেয়েছে, মিথ্যা মন্ত্রও পড়েছে। আর এখন নাকি তারা আশা রাখছে যে, তাদের
ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধিলাভ করবে! ৭ যখন তোমরা বল: "প্রভুর উক্তি!" অথচ আমি তোমাদের পাঠাইনি,
তখন কি তোমরা যে দর্শন পেয়েছ, তা কি মায়া নয়? আর তোমরা যে মন্ত্র পড়েছ, তাও কি মিথ্যা
নয়? ৮ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা মিথ্যাকথা বলেছ ও মায়া-দর্শন পেয়েছ
বিধায়, দেখ, আমি এখন তোমাদের বিপক্ষে!—প্রভুর উক্তি। ৯ সত্যিই আমার হাত সেই নবীদের
বিরুদ্ধ হবে, যারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; তারা আমার জনগণের সভায় স্থান পাবে না,
তাদের নাম ইস্রায়েলের বংশাবলি-পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত হবে না, এবং ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ

করবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর; ১০ কেননা শান্তি না থাকলেও তারা
“শান্তি” বলে আমার জনগণকে ভোলায়; এবং কেউ দেওয়াল সংস্কার করলে, দেখ, তারা চুনবালির
লেপন দেয়। ১১ তাই এরা যারা চুনবালির লেপন দেয়, তাদের তুমি বল: তা পড়ে যাবেই!
মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, তখন শিলাবৃষ্টির কচি যে তোমরা, তোমরাই পড়বে; প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস
বইবে, ১২ আর দেওয়ালটা হঠাৎ পড়ে গেল! তখন লোকে কি তোমাদের জিজ্ঞাসা করবে না:
তোমাদের সেই চুনবালির লেপন কোথায়? ১৩ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমিই আমার
রোষে প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস ডেকে আনব, আমার ক্রোধে মুষলধারে বৃষ্টি আসবে, আমার বিনাশী
আক্রোশে বিশাল পাথরের মত শিলাবৃষ্টি হবে; ১৪ তোমরা যে দেওয়ালে চুনবালির লেপন দিয়েছ,
তা আমি ভেঙে ফেলব, তা ভূমিসাৎ করব, তখন তার ভিত্তিমূল অনাবৃত হবে; সেই দেওয়াল
পড়বেই, আর তার মধ্যে তোমাদেরও বিনাশ হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু! ১৫ আর
সেই দেওয়ালের বিরুদ্ধে, ও যারা তাতে চুনবালির লেপন দিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আমার রোষ
নিঃশেষে ঝেড়ে যাওয়ার পর আমি তোমাদের বলব: দেওয়ালও গেল, আর যারা চুনবালির লেপন
দিয়েছিল, তারাও গেল, ১৬ অর্থাৎ যারা যেরুসালেমের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয় ও শান্তি না থাকলেও
তার জন্য শান্তির দর্শন পায়, সেই নবীরাও গেল! প্রভুর উক্তি।

১৭ এখন, তুমি, হে আদমসন্তান, তোমার জাতির যে কন্যারা নিজ নিজ মন অনুসারেই ভবিষ্যদ্বাণী
দেয়, তাদের উদ্দেশ করে কথা বলে তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ১৮ তুমি তাদের বলবে: প্রভু
পরমেশ্বর একথা বলছেন: ধিক্ সেই স্ত্রীলোকদের, যারা লোকদের শিকার করার জন্য সমস্ত
কবজিতে জাদু-তাবিজ সেলাই করে ও মানুষের মাথার সব আকৃতির জন্য টুপি তৈরি করে। তোমরা
কি আমার জনগণের প্রাণ শিকার করবে ও নিজেদের প্রাণ বাঁচাবে? ১৯ তোমরা তো দু’ এক মুঠো
যব বা দু’ এক টুকরো রুটির জন্য আমার জনগণের মধ্যে আমাকে সম্মানচ্যুত করেছ; হ্যাঁ, যে
মৃত্যুর যোগ্য নয়, তার মৃত্যু ঘটিয়ে, ও যে বাঁচবার যোগ্য নয়, তাকে বাঁচিয়ে তোমরা আমার এই
জনগণকে ভুলিয়েছ যারা মিথ্যাকথা বিশ্বাস করে থাকে। ২০ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
দেখ, তোমাদের যে যে তাবিজ দ্বারা তোমরা পাখি শিকারের মত লোকদের শিকার করে থাক,
আমি সেগুলির বিপক্ষে দাঁড়াই; আমি তোমাদের বাহু থেকে সেই সকল তাবিজ ছিঁড়ে ফেলব; এবং
যাদের তোমরা পাখির মত শিকার করে থাক, আমি সেই সকল লোককে মুক্ত করে দেব; ২১ আমি
তোমাদের সেই টুপি ছিঁড়ে ফেলব, তোমাদের হাত থেকে আমার জনগণকে উদ্ধার করব; তারা
শিকারে ধরা পড়ার জন্য তোমাদের হাতে আর থাকবে না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

২২ কেননা আমি যে ধার্মিককে উদ্বিগ্ন করিনি, তোমরা মিথ্যাকথা দিয়ে তার হৃদয় দুঃখ-ভরা
করেছ, এবং দুর্জনের হাত সবল করেছ, যেন সে জীবনলাভের উদ্দেশে নিজের কুপথ থেকে না
ফেরে। ২৩ এজন্য তোমরা মায়া-দর্শন আর পাবে না, মন্ত্র আর পড়বে না; এবং আমি তোমাদের
হাত থেকে আমার জনগণকে উদ্ধার করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।’

মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে বাণী

১৪ ইস্রায়েলের কয়েকজন প্রবীণ আমার কাছে এসে আমার সামনে বসলেন। ২ তখন প্রভুর বাণী
আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৩ ‘আদমসন্তান, এই লোকেরা তাদের সেই পুতুলগুলো

তাদের নিজেদের হৃদয়ে দাঁড় করিয়েছে, ও নিজেদের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ
রেখেছে; আমি কি এমনটি হতে দেব যে, এরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? ৪ তাই তুমি
এদের কাছে কথা বলে এদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ইস্রায়েলকুলের যে কোন মানুষ
নিজের পুতুলকে হৃদয়ে দাঁড় করায়, ও নিজের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, এবং
পরে নবীর কাছে আসে, তাকে আমি, প্রভু, আমিই তার অসংখ্য পুতুলগুলোর বিষয়ে উত্তর দেব, ৫
যারা তাদের পুতুলগুলোর খাতিরে আমা থেকে সরে গেছে, আমি যেন সেই ইস্রায়েলকুলের হৃদয়ের
পুনর্নাগাল পেতে পারি।

৬ তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা ফের, তোমাদের
পুতুলগুলো থেকে মুখ ফেরাও, তোমাদের সমস্ত জঘন্য কর্ম থেকে মুখ ফেরাও, ৭ কেননা
ইস্রায়েলকুলের মধ্যে ও ইস্রায়েলে প্রবাসী যত বিদেশীর মধ্যে যে কেউ আমা থেকে দূরে সরে যায়,
নিজের পুতুলগুলো নিজের হৃদয়ে দাঁড় করায়, ও নিজের শঠতার কারণটার দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ
রাখে, সে যদি আমার অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য নবীর কাছে আসে, তবে আমি, প্রভু, নিজেই
তাকে উত্তর দেব। ৮ আমি সেই মানুষের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাব, তাকে চিহ্ন ও প্রবাদস্বরূপ দাঁড় করাব,
এবং আমার আপন জনগণের মধ্য থেকে তাকে উচ্ছেদ করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই
প্রভু।

৯ কোন নবী যদি নিজেকে ভুলিয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দেয়, তবে জেনে রাখ, আমি, প্রভু, আমিই সেই
নবীকে ভুলিয়েছি; আমি তার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্য থেকে
তাকে উচ্ছেদ করব। ১০ এইভাবে তারা উভয়ে নিজ নিজ অপরাধের দণ্ড নিজেরা বহন করবে;
অভিমত যে অনুসন্ধান করেছে, তার অপরাধের দণ্ড ও নবীর অপরাধের দণ্ড সমান হবে; ১১ যেন
ইস্রায়েলকুল আর আমাকে ত্যাগ করে বিপথে না গিয়ে ও নিজেদের সমস্ত অধর্মে নিজেদের কলুষিত
না করে বরং যেন হয় আমার আপন জনগণ আর আমি হই তাদের আপন পরমেশ্বর। প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি।'

বিচার অপরিহার্য

১২ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৩ 'আদমসন্তান, কোন দেশ আমার প্রতি
অবিশ্বস্ত হয়ে আমার বিরুদ্ধে পাপ করলে আমি যখন তার বিরুদ্ধে হাত বাড়াই, তার অন্নভাণ্ডার
বিধ্বস্ত করি ও তার মধ্যে দুর্ভিক্ষ পাঠিয়ে সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, ১৪ তখন তার
মধ্যে যদিও নোয়া, দানেল ও যোব, এই তিনজনে থাকে, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল
নিজেদেরই প্রাণ রক্ষা করবে—প্রভুর উক্তি।

১৫ কিংবা, আমি যদি সেই দেশের সর্বস্থানেই এমন হিংস্র পশু পাঠাই যেগুলো লোকদের নিঃসন্তান
করে, এবং দেশকে এমন প্রান্তর করে তোলে যা দিয়ে হিংস্র পশুর ভয়ে কোন পথিক যেতে পারে
না, ১৬ সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমার জীবনেরই দিব্যি,
তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে, কিন্তু সেই দেশ
প্রান্তর হয়ে যাবে।

১৭ কিংবা, আমি যদি সেই দেশের বিরুদ্ধে খড়্গ এনে বলি: "দেশের সর্বস্থানেই খড়্গ এগিয়ে

যাক!” এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করি, [১৮] সেই দেশে সেই তিনজন থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, কেবল নিজেরাই উদ্ধার পাবে।

[১৯] কিংবা, আমি যদি সেই দেশে মহামারী পাঠাই, এবং সেখানকার মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য তার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করে হত্যাকান্ড ঘটাই, [২০] সেই দেশে নোয়া, দানেল ও যোব থাকলেও, আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—তারাও ছেলে বা মেয়েকে উদ্ধার করতে পারবে না, তারা নিজ ধর্মিষ্ঠতা দ্বারা কেবল নিজেদেরই প্রাণ উদ্ধার করবে।

[২১] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি মানুষ ও পশুকে উচ্ছেদ করার জন্য যখন যেরুসালেমের বিরুদ্ধে খড়্গ, দুর্ভিক্ষ, হিংস্র পশু ও মহামারী—আমার এই চারটে মহাদণ্ড পাঠাব,
[২২] তখন, দেখ, তার মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক লোক অবশিষ্ট থাকবে, যারা নিজেদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রেহাই পাবে; দেখ, তারা তোমাদের কাছে আসবে, যেন তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখতে পাও এবং আমি যেরুসালেমের উপরে যে সমস্ত অমঙ্গল এনে দিয়েছি, সেই সম্বন্ধে যেন তোমরা সান্ত্বনা পাও। [২৩] তোমরা তাদের আচার ব্যবহার ও কাজকর্ম দেখলে তারা তোমাদের সান্ত্বনা দেবে; এবং তখন তোমরা জানবে যে, আমি তার মধ্যে যা কিছু ঘটিয়েছি, তার কিছুই অকারণে ঘটাইনি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।’

আগুনে নিক্ষিপ্ত আঙুরলতা

১৫ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

[২] ‘আদমসন্তান, অন্য সকল গাছের চেয়ে আঙুরলতার গাছ,
বনের গাছপালার মধ্যে আঙুরলতার শাখা, কিসে শ্রেষ্ঠ?
[৩] কোন কিছু তৈরি করার জন্য কি তা থেকে কাঠ নেওয়া যায়?
কিংবা কোন পাত্র ঝুলাবার জন্য কি তাতে ডাণ্ডা তৈরী হয়?
[৪] দেখ, তা ইন্ধন হিসাবে আগুনে ফেলে দেওয়া হয়;
আগুন তার দুই মাথা গ্রাস করে,
মধ্যদেশও কিছুটা পুড়ে যায়।
আর তখন তা কি কোন কাজে লাগবে?
[৫] দেখ, অক্ষুণ্ন থাকতেও তা কোন কাজে লাগত না,
তবে যখন আগুন তা গ্রাস করে পুড়িয়ে দিল,
তখন তা কি কোন কাজে লাগতে পারবে?
[৬] সুতরাং, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
ইন্ধন হবার জন্য বনের গাছপালার মধ্যে
যেমন আমি আঙুরলতার গাছই আগুনে দিয়েছি,
যেরুসালেম-অধিবাসীদের প্রতি আমি তেমনি ব্যবহার করব।
[৭] আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাব;
তারা আগুন থেকে রেহাই পেলেও আগুন কিন্তু তাদের গ্রাস করবে;

যখন আমি তাদের বিরুদ্ধে মুখ ফেরাই,
তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।
৮ আমি দেশ উৎসন্নস্থান করব,
কারণ তারা অবিশ্বস্ত হয়েছে।'
প্রভুর উক্তি।

যেরুসালেমের ইতিহাসের রূপক-বর্ণনা

১৬ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, যেরুসালেমকে তার জঘন্য
কর্ম জানাও। ৩ বল: প্রভু পরমেশ্বর যেরুসালেমকে একথা বলছেন: উৎপত্তিতে ও জন্মসূত্রে তুমি
কানানীয়দেরই দেশের; তোমার পিতা ছিল আমোরীয় ও মাতা হিত্তীয়া। ৪ তোমার জন্মদিনে, ঠিক
যেদিনে তুমি জন্মেছিলে, তোমার নাড়ি কাটা হয়নি, শুচি করার জন্য তোমাকে জলে স্নান করানো
হয়নি, তোমাকে লবণ মাখানো হয়নি, কাঁথায়ও তোমাকে জড়ানো হয়নি। ৫ এর একটামাত্র কাজও
করার জন্য, তোমার প্রতি একটু মমতাও দেখাবার জন্য তোমার প্রতি কেউই দৃষ্টিপাত করেনি; না,
তোমার সেই জন্মদিনেই তোমাকে ঘৃণার বস্তুর মত খোলা মাঠে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।
৬ আর আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, দেখলাম, তুমি তোমার রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করছিলে;
আর তুমি তোমার রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" হ্যাঁ, তুমি তোমার
রক্তে লিপ্তা থাকতে থাকতে আমি তোমাকে বললাম: "বাঁচ!" ৭ আমি মাঠের ঘাসের মতই তোমার
বৃদ্ধি ঘটালাম, তখন তুমি বৃদ্ধি পেয়ে বড় হয়ে উঠলে, পরম কান্তিতে ভূষিতা হলে; তোমার বুকে
যৌবনের ছাপ দেখা দিল, তোমার চুল লম্বা লম্বা হল; কিন্তু তুমি ছিলে বিবস্ত্রা, উলঙ্গিনী। ৮ তখন
আমি তোমার কাছ দিয়ে গেলাম, তোমার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম; আর দেখ, তোমার সময়
ভালবাসার সময়, তাই আমি তোমার উপরে আমার আপন চাদরের প্রান্তভাগ বাড়িয়ে তোমার
উলঙ্গতা ঢেকে দিলাম; এবং শপথ করে তোমার সঙ্গে এক সন্ধি স্থির করলাম—প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি—আর তুমি আমারই হলে। ৯ আমি তোমাকে জলে স্নান করালাম, তোমার দেহ থেকে সমস্ত
রক্ত মুছে দিলাম, ও তেল মাখালাম; ১০ তোমাকে বিচিত্র বসন পরালাম, পায়ে তহশচর্মের জুতো, ও
মাথায় ক্ষোমের ভূষণ দিলাম ও রেশমী কাপড়ে জড়িয়ে দিলাম; ১১ তোমাকে নানা ভূষণে ভূষিতা
করলাম, হাতে দিলাম কঙ্কণ ও গলায় হার; ১২ নাকে দিলাম নথ, কানে দুল ও মাথায় উজ্জ্বল মুকুট।
১৩ এভাবে তুমি সোনা ও রুপোতে বিভূষিতা হলে; তোমার পরিচ্ছদ ক্ষোম-সুতো ও রেশমীতে
নির্মিত এবং শিল্পকর্মে বিচিত্র হল; সেরা ময়দা, মধু ও তেল ছিল তোমার খাদ্য; তুমি উত্তরোত্তর
সুন্দরী হয়ে অবশেষে রানীপদে উন্নীতা হলে। ১৪ তোমার সৌন্দর্যের জন্য তোমার খ্যাতি
জাতিসকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল, কারণ আমি তোমার উপর যে মহিমা আরোপ করেছিলাম,
তাতেই তোমার সৌন্দর্য সিদ্ধিলাভ করেছিল—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
১৫ কিন্তু তুমি নিজের সৌন্দর্যে নিজেই আসক্তা হলে, এবং নিজের খ্যাতি হাতিয়ার করে বেশ্যা
হলে—যত পথিকের সঙ্গে তোমার কামজনিত অভিলাষ পূর্ণ করলে। ১৬ তুমি তোমার নানা পোশাক
নিয়ে নিজের জন্য চিত্র বিচিত্র উচ্চস্থানগুলি প্রস্তুত করে সেগুলির উপরে বেশ্যাগিরি করতে লাগলে:
এমন কিছু হবেই না, হবারও নয়! ১৭ যে সকল হার—আমারই সোনা ও রুপো দিয়ে তৈরী যে হার

আমিই তোমাকে দিয়েছিলাম, তুমি তা নিয়ে পুরুষাকৃতি-প্রতিমা তৈরি করে তোমার বেশ্যাগিরির
জন্য তা ব্যবহার করেছ; [18] পরে সেই বিচিত্র পোশাক নিয়ে সেই প্রতিমাগুলো সুসজ্জিত করেছ,
এবং আমার তেল ও আমার ধূপ তাদেরই সামনে রেখেছ। [19] আমি যে রুটি তোমাকে দিয়েছিলাম,
যে ময়দা, তেল ও মধু তোমাকে খেতে দিয়েছিলাম, তা তুমি সুরভিত নৈবেদ্যরূপে তাদের সামনে
রেখেছ—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [20] তুমি, আমারই ঘরে প্রসব করা তোমার যে পুত্রকন্যারা, তাদের
নিয়ে খাদ্যরূপে তাদের উদ্দেশে বলি দিয়েছ। তোমার সমস্ত বেশ্যাচার কি এতই সামান্য ব্যাপার
ছিল যে, [21] তুমি আমার সন্তানদেরও জবাই করে উৎসর্গ করেছ, ও আগুনের মধ্য দিয়ে পার
করিয়েছ? [22] তোমার সমস্ত জঘন্য কর্মে ও বেশ্যাগিরিতে নিমজ্জিতা হওয়ায় তুমি তোমার যৌবনের
সেই সময় স্মরণ করনি, যখন নিজের রক্তের মধ্যে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে তুমি ছিলে বিবস্ত্রা ও
উলঙ্গিনী।

[23] তোমার এই সমস্ত অপকর্মের পরে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—ধিক্‌ তোমাকে, ধিক্‌ তোমাকে!
[24] তুমি নিজের জন্য স্তূপ গেঁথে তুলেছ ও যে কোন খোলা জায়গায় উচ্চস্থান প্রস্তুত করেছ; [25] প্রতিটি
পথের মাথায় তোমার উচ্চস্থান নির্মাণ করেছ, এবং প্রত্যেক পথিকের জন্য পা খুলে দিয়ে ও তোমার
বেশ্যাচার বাড়িয়ে তোমার নিজের সৌন্দর্যকে ঘৃণ্য করেছ। [26] স্থূলাঙ্গ তোমার যে প্রতিবেশীরা, সেই
মিশরীয়দের সঙ্গে তুমি বেশ্যাচার করেছ, এবং আমাকে ক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য তোমার বেশ্যাগিরি
আরও বাড়িয়েছ। [27] এজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে হাত বাড়িয়ে তোমার নিরূপিত বৃত্তি খর্ব
করলাম; এবং তোমার বিদ্বেষী সেই ফিলিস্তিনিদের কন্যাদেরই হাতে তোমাকে তুলে দিলাম,
তোমার নির্লজ্জ ব্যবহারে যাদের লজ্জা লাগত।

[28] আরও, তুমি তৃপ্ত না হওয়ায় আসিরীয়দের সঙ্গেও বেশ্যাগিরি করেছ; কিন্তু তাদের সঙ্গে
বেশ্যাচার করলেও তৃপ্ত না হওয়ায় [29] তুমি কানানীয়দের দেশে, কাল্দিয়া পর্যন্তই, তোমার
বেশ্যাগিরি বাড়িয়েছ: কিন্তু এতেও তৃপ্ত হলে না! [30] তোমার হৃদয় কেমন অধৈর্য ছিল!—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি—তুমি তো এই সমস্ত কাজ করেছ, যা নির্লজ্জ বেশ্যারই যোগ্য কাজ! [31] যখন
তুমি প্রতিটি রাস্তার মাথায় তোমার স্তূপ গেঁথে তুলতে ও যে কোন খোলা জায়গায় নিজের জন্য
উচ্চস্থান প্রস্তুত করতে, তখন তুমি লাভের অন্বেষিণী বেশ্যার মত ছিলে না, [32] বরং এমন
ব্যভিচারিণীরই মত ছিলে, যে স্বামীর বদলে প্রণয়ীদের গ্রহণ করে থাকে। [33] প্রতিটি বেশ্যাকে তার
মজুরি দেওয়া হয়, কিন্তু তোমার প্রেমিকদের কাছে তুমিই উপহার দিয়েছ, এবং তাদের উৎকোচও
দিয়েছ, যেন সবদিক থেকেই তোমার কাছে তোমার বেশ্যাবৃত্তির জন্য আসে। [34] এতে অন্যান্য
স্ত্রীলোকদের চেয়ে তোমার বেশ্যাগিরি বিপরীত, কেননা তোমার বেশ্যাগিরিতে কেউই তোমার
পিছনে ছুটে আসত না, তুমি বরং এতই বিকৃতা ছিলে যে, উপহার তুমি নিজে দিয়েছ, কিন্তু একটাও
পাওনি।

[35] সুতরাং, হে বেশ্যা, প্রভুর বাণী শোন; [36] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমার
গুপ্তস্থান অনাবৃত হয়েছে, এবং তোমার প্রেমিকদের সঙ্গে তোমার বেশ্যাচারের সময়ে যেহেতু
তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত হয়েছে, সেজন্য, এবং তোমার সমস্ত জঘন্য পুতুলগুলোর জন্য, ও তুমি
তাদের উদ্দেশে যে রক্ত উৎসর্গ করেছ, তোমার সন্তানদের সেই রক্তের জন্যও, [37] দেখ, আমি
তোমার সেই সকল প্রেমিককে জড় করব যাদের কাছে তুমি তত তৃপ্তি দিয়েছ; সেই সকলকে জড়

করব যাদের তুমি পছন্দ করেছ ও যাদের পছন্দ করনি; এবং চারদিক থেকে তাদের জড় করে আমি
তাদের সামনে তোমার উলঙ্গতা অনাবৃত করব, যেন তারা তোমার সমস্ত উলঙ্গতা দেখতে পায়। ৩৮
ব্যভিচারিণী ও রক্তপাতী স্ত্রীলোকদের যোগ্য দণ্ডাজ্ঞার মত আমি তোমাকে দণ্ডাজ্ঞা দেব, এবং
তোমার উপরে রোষ ও উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা বর্ষণ করব। ৩৯ আমি তোমাকে তাদের হাতে তুলে দেব,
তখন তারা তোমার যত স্তূপ ভেঙে ফেলবে, তোমার যত উচ্চস্থান উৎপাটন করবে, তোমাকে বিবস্ত্রা
করবে, এবং তোমার সুন্দর অলঙ্কার কেড়ে নেবে; তারা তোমাকে বিবস্ত্রা ও উলঙ্গিনী করে রাখবে।
৪০ পরে তারা তোমার বিরুদ্ধে জনতাকে উত্তেজিত করবে, তোমাকে পাথর ছুড়ে মারবে ও খড়্গের
আঘাতে বিঁধিয়ে দেবে। ৪১ তারা তোমার বাড়ি-ঘরে আগুন দেবে, বহু নারীদের চোখের সামনে
তোমাকে যোগ্য বিচারদণ্ড দেওয়া হবে; এইভাবে আমি তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করাব, আর তুমি
আর কাউকে উপহার দেবে না। ৪২ তোমার উপর আমার রোষ পরিতৃপ্ত হলে আমার উত্তপ্ত প্রেমের
জ্বালা তোমাকে ছেড়ে যাবে; আমি শান্ত হব, আর ক্ষুব্ধ হব না। ৪৩ আর যেহেতু তুমি তোমার তরুণ
বয়সের কথা কখনও স্মরণ করনি, এবং আমার রোষ জাগানো ছাড়া কিছু করনি, সেজন্য দেখ,
আমিও তোমার সমস্ত কর্মফল তোমার উপরে নামিয়ে দেব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। তোমার
এইসব জঘন্য কর্মের পরে তুমি আর কুকর্ম জমাবে না।

৪৪ দেখ, যে কেউ প্রবাদ ব্যবহার করে থাকে, তোমার বিষয়ে তাকে এই প্রবাদ ব্যবহার করতে
হবে: "যেমন মাতা তেমন কন্যা"। ৪৫ তুমি তোমার মাতার যোগ্য কন্যা, সেও তার স্বামীকে ও
সন্তানদের তুচ্ছ করত; আবার, তুমি তোমার বোনদের যোগ্য বোন, তারাও তাদের স্বামী ও
সন্তানদের তুচ্ছ করত: তোমাদের মাতা ছিল হিত্তীয়া ও তোমাদের পিতা আমোরীয়। ৪৬ তোমার বড়
বোন সামারিয়া, সে নিজ কন্যাদের সঙ্গে তোমার উত্তরে বসবাস করে; এবং তোমার ছোট বোন
সদোম, সে নিজ কন্যাদের সঙ্গে দক্ষিণে বসবাস করে। ৪৭ কিন্তু তুমি যে তাদের পথে চলেছ ও
তাদের জঘন্য কর্ম অনুসারে কাজ করেছ, তা শুধু নয়, বরং তা সামান্য ব্যাপার বলে তোমার
আচার-ব্যবহারে তাদের চেয়েও ভ্রষ্টা হয়েছ। ৪৮ আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি—তুমি ও তোমার কন্যারা যেমন কাজ করেছ, তোমার বোন সদোম ও তার কন্যারা তেমন
কাজ কখনও করেনি! ৪৯ দেখ, তোমার বোন সদোমের অপরাধ ছিল এ: তার ও তার কন্যাদের
দর্প, পেটুকতা ও নিষ্ক্রিয় শিথিলতা, আর তারা দীনহীন ও নিঃস্বের হাত সবল করত না। ৫০ তারা
অহঙ্কারিণী ছিল, ও আমার সামনে জঘন্য কর্ম করত, তাই আমি তা দেখে তাদের দূর করে দিলাম,
৫১ অথচ সামারিয়া তোমার পাপের অর্ধেক পাপও করেনি, কিন্তু তুমি তোমার জঘন্য কর্ম তাদের
চেয়েও বেশি বাড়িয়েছ, এবং তোমার সাধিত সমস্ত জঘন্য কর্ম দ্বারা তোমার বোনদের ধার্মিক বলে
প্রতীয়মান করেছ!

৫২ তোমাকেও তোমার নিজের অপমানের বোঝা বহন করতে হবে, কেননা তুমিই এমনটি করেছ
যেন তারা ধার্মিক বলে গণ্য হয়। আর যেহেতু তুমি তোমার সমস্ত পাপকর্ম দ্বারা তাদের চেয়ে
বেশিই ঘৃণ্য হয়েছ, সেজন্য তারা তোমার চেয়ে বেশি ধার্মিক; তবে তোমাকেই লজ্জায় অভিভূত
হতে হবে ও নিজের অপমানের বোঝা বহন করতে হবে, কেননা তুমিই এমনটি করেছ যেন তোমার
বোনেরা ধার্মিক বলে গণ্য হয়। ৫৩ কিন্তু আমি তাদের দশা ফেরাব; সদোম ও তার কন্যাদের দশা,
এবং সামারিয়া ও তার কন্যাদের দশা ফেরাব, এবং তাদের সঙ্গে তোমারও দশা ফেরাব, ৫৪ যেন

তুমি তোমার অপমানের বোঝা বহন করতে পার ও যা কিছু করেছ, তার জন্য লজ্জাবোধ করতে
পার—এতে তাদের সান্ত্বনা হবে। [৫৫] তোমার বোন সদোম ও তার কন্যারা তাদের আগেকার দশায়
ফিরবে, সামারিয়া ও তার কন্যারা তাদের আগেকার দশায় ফিরবে, তুমিও ও তোমার কন্যারা
তোমাদের আগেকার দশায় ফিরবে। [৫৬] অথচ, তোমার অহঙ্কারের সময়ে তুমি কি তোমার বোন
সদোমের নাম মুখে আনতে না? [৫৭] সেসময় তোমার দুষ্কর্ম তখনও প্রকাশ পায়নি। তবে এখন
আরাম-কন্যারা, তার চারদিকের নিবাসীরা ও ফিলিস্তিয়া-কন্যারা কেন তোমাকে টিটকারি দিচ্ছে?
এরা কেন চারদিকেই তোমাকে উপহাস করছে? [৫৮] বস্তুত তুমি তোমার কদাচার ও তোমার জঘন্য
আচরণেরই দণ্ড বহন করছ, প্রভুর উক্তি।

[৫৯] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি যেমন ব্যবহার করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত
ব্যবহার করেছি; কারণ তুমি শপথ অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছ। [৬০] কিন্তু তোমার তরুণ বয়সে
তোমার সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা আমি স্মরণ করব, এবং তোমার সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব
যা চিরস্থায়ী। [৬১] তখন তোমার আচার-ব্যবহারের কথা স্মরণ করে তুমি লজ্জাবোধ করবে—যখন
তুমি তোমার বড় বোনদের সঙ্গে তোমার ছোট বোনদেরও গ্রহণ করবে, আর আমি কন্যারূপেই
তাদের তোমাকে দেব, কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার সন্ধির জোরে নয়! [৬২] আমি তোমার সঙ্গে আমার
সন্ধি নবায়ন করব; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু; [৬৩] ফলে আমি যখন তোমার সমস্ত কর্ম
ক্ষমা করব, তখন তুমি যেন তা স্মরণ করে লজ্জাবোধ করতে পার, ও নিজের অপমানের খাতিরে
আর কখনও মুখ খুলতে না পার—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।'

সেকালের রাজাগণ বিষয়ক রূপক-কাহিনী

১৭ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে একটা
প্রহেলিকা উপস্থাপন কর, একটা উপমা-কাহিনী বল। [৩] তুমি বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল,
তার ডানা বিশাল, তার পালক লম্বা লম্বা ও বিচিত্র লোমে পরিপূর্ণ;
পাখিটা লেবাননে এসে
এরসগাছের চূড়া ছিঁড়ে নিল;
[৪] সে তার সর্বোচ্চ শাখা ছিন্ন ক'রে
বণিকদের দেশে নিয়ে গিয়ে দোকানদারদের এক নগরে রাখল।
[৫] সেই দেশের এক বীজাঙ্কুর বেছে নিয়ে
সে তা উর্বর এক খেতে লাগিয়ে দিল;
মহাজলরাশির স্রোতের ধারেই তা রাখল,
ঝাউগাছের মতই তা রোপণ করল।
[৬] তা গজে উঠে তত উঁচু নয় এমন বিস্তীর্ণ আঙুরলতা হল;
তার শাখা সেই ঈগলের দিকে ফিরল,
ও সেই পাখির নিচেই তার শিকড় গাড়ল।
তা এমন আঙুরলতা হল,

যাতে পল্লব গজাল ও শাখা বিস্তৃত করল।

৭ কিন্তু বিশাল ডানা ও বহু লোমে পরিপূর্ণ
আর এক প্রকাণ্ড ঈগল পাখি ছিল।
আর দেখ, আঙুরলতা তারও দিকে শিকড় বাড়াল,
তারও দিকে শাখা বিস্তার করল,
সে যেখানে রোপিত ছিল,
সেই বাগিচা থেকে যেন তাকে জলসিক্ত করে।
৮ সে জলরাশির ধারে
উর্বর মাটিতে রোপিতা হয়েছিল,
বহু শাখায় ভূষিতা ও ফলবতী হয়ে
যেন উৎকৃষ্ট আঙুরলতা হতে পারে।

৯ আচ্ছা, তুমি তাদের একথা বল:
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সে কি সফল হতে পারবে?
বরং সেই পাখি কি তার শিকড় উৎপাটন করবে না?
তার যত ফল কি সংগ্রহ করবে না
যেন তার ডালের নবীন যত ডগা ম্লান হয়?
সমূলে তাকে তুলে নেবার জন্য
তত বলবান হাত বা বহু বহু লোক লাগবেই না!
১০ সে রোপিত আছে বটে,
কিন্তু সফল হতে পারবে?
নাকি, পুব বাতাস তাকে স্পর্শ করামাত্র সে একেবারে শুকিয়ে যাবে?
সে যে বাগিচায় গজে উঠেছিল, ঠিক সেইখানে শুকিয়ে যাবে!’

১১ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১২ ‘সেই বিদ্রোহী বংশের মানুষকে তুমি
একথা বল: তোমরা কি এর অর্থ জান না? তাদের বল: দেখ, বাবিলন-রাজ যেরুসালেমে এসে
তার রাজাকে ও তার নেতাদের নিজেরই কাছে সেই বাবিলনে নিয়ে গেল। ১৩ সে রাজবংশের
একজনকে বেছে নিয়ে তার সঙ্গে সন্ধি করল ও শপথে তাকে আবদ্ধ করল। পরে সে দেশের
পরাক্রমী সকলকে দেশছাড়া করল, ১৪ যেন রাজ্য দুর্বল হয়ে আর বৃদ্ধি পেতে না পারে, সেও যেন
স্থিতিশীল হয়ে তার সঙ্গে সেই সন্ধি রক্ষা করে। ১৫ কিন্তু সে তার প্রতি বিদ্রোহী হয়ে রণ-অশ্ব ও বহু
সৈন্য যোগাড় করার জন্য মিশরে দূত পাঠাল। সে কি সফল হতে পারবে? এমন কাজ যে করে, সে
কি কখনও নিষ্কৃতি পাবে? সন্ধি যে ভঙ্গ করে, সে কি কখনও অদণ্ডিত থাকবে? ১৬ আমার
জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—যে রাজা তাকে রাজা করল, যার শপথ সে তুচ্ছ করল,
যার সন্ধি সে ভঙ্গ করল, সেই রাজারই বাসস্থানে ও তারই কাছে, সেই বাবিলনে, সে মরবে। ১৭ আর
ফারাও তার মহাপ্রতাপে ও বিপুল বাহিনী দিয়েও যুদ্ধে তার কোন উপকারে আসবে না যখন অনেক

লোকের প্রাণ বিনাশ করার জন্য জাঙ্গাল বাঁধা হবে ও গড় গেঁথে তোলা হবে। ১৮ সে তো শপথ
অবজ্ঞা করে সন্ধি ভঙ্গ করেছে; দেখ, হাত অর্পণ করার পরেও সে সেইভাবে ব্যবহার করেছে, তাই
সে নিষ্কৃতি পাবে না।

১৯ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার জীবনেরই দিব্যি, আমার যে শপথ সে অবজ্ঞা
করেছে, আমার যে সন্ধি সে ভঙ্গ করেছে, এই সমস্ত কিছুর ফল আমি তার মাথায় নামিয়ে আনব। ২০
আমি তার উপরে আমার জাল ফেলব, সে আমার ফাঁদে ধরা পড়বে; আমি তাকে বাবিলনে নিয়ে
যাব, এবং সেইখানে তার বিচার করব, কারণ সে আমার প্রতি অবিশ্বস্ততা দেখিয়েছে। ২১ তার
সৈন্যদলের সেরা যোদ্ধারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে, যারা রেহাই পাবে, তাদের চার বায়ুতে
বিক্ষিপ্ত করা হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, একথা বললাম।

২২ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
আমিই এরসগাছের চূড়া থেকে,
তার সর্বোচ্চ ডাল থেকে একটা কোমল ডাল তুলে নিয়ে
উঁচু ও উন্নত এক পর্বতে তা রোপণ করব;
২৩ ইস্রায়েলের সর্বোচ্চ পর্বতেই তা রোপণ করব।
তা বহু শাখায় ভূষিত হবে ও ফলবান হবে,
হয়ে উঠবে বিশাল এরসগাছ।
তার তলে সবরকম উড়ন্ত প্রাণী বাসা বাঁধবে,
তার শাখার ছায়ায় সবরকম পাখি বিশ্রাম করবে।
২৪ তাতে বনের সমস্ত গাছ জানবে যে,
আমিই প্রভু,
যিনি উঁচু গাছ নত করি ও নিচু গাছ উঁচু করি;
সতেজ গাছ শুষ্ক করি ও শুষ্ক গাছ সতেজ করি।
আমিই, প্রভু, একথা বললাম, আর তাই করব।'

প্রভুর ন্যায় পথ

১৮ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'তোমরা কেন ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে
এই প্রবাদ বলে চল যে, পিতারা অম্ল আঙুরফল খেলে ছেলেদেরই দাঁত টকেছে? ৩ আমার জীবনেরই
দিব্যি—প্রভুর উক্তি—ইস্রায়েলের মধ্যে তোমাদের এই প্রবাদ তোমরা আর বলতে পারবে না। ৪
দেখ, সমস্ত প্রাণ আমারই: যেমন পিতার প্রাণ, তেমনি সন্তানের প্রাণও আমার; যে পাপ করেছে,
সেই মৃত্যুভোগ করবে।

৫ যে কেউ ধার্মিক হয় এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, ৬ পর্বতের উপরে খায় না, ইস্রায়েলকুলের
পুতুলগুলির প্রতি তাকায় না, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে না, ঋতুমতী স্ত্রীর কাছে যায় না, ৭
কাউকে অত্যাচার করে না, ঋণীকে বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে নেয়
না, ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে, বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, ৮ সুদে ঋণ দেয় না, অর্থবৃদ্ধি দাবি করে
না, অন্যায় থেকে হাত দূরে রাখে, মানুষদের মধ্যে ন্যায্যতার সঙ্গে নিষ্পত্তি করে, ৯ আমার বিধিপথে

চলে, ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদাচরণ ক'রে আমার নিয়মনীতি পালন করে, সে-ই ধার্মিক, সে-ই বাঁচবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১০] কিন্তু কোন মানুষের যদি এমন সন্তান থাকে যে হিংসাপন্থী ও রক্তলোভী এবং সেই প্রকার কুকর্ম সাধন করে, [১১] পিতা তেমন কিছু কখনও না করলেও তার যদি এমন সন্তান থাকে যে পর্বতের উপরে খায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা করে, [১২] দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে, পরের জিনিস জোর করে কেড়ে নেয়, বন্ধকী দ্রব্য ফিরিয়ে দেয় না, পুতুলগুলির প্রতি তাকায়, জঘন্য কর্ম সাধন করে, [১৩] সুদে ঋণ দেয়, ও অর্থবৃদ্ধি দাবি করে, তবে সেই সন্তান কি বাঁচবে? না, সে বাঁচবে না; তেমন জঘন্য কাজ করেছে বিধায় সে মরবে, সে নিজেই নিজের মৃত্যুর দায়ী হবে।

[১৪] কিন্তু ধর, এর সন্তান যদি পিতার সাধিত পাপকর্ম দেখে, কিন্তু দেখেও সেইমত পাপকর্ম না করে, [১৫] পর্বতের উপরে না খায়, ইস্রায়েলকুলের পুতুলগুলোর দিকে না তাকায়, প্রতিবেশীর স্ত্রীকে মানভ্রষ্টা না করে, [১৬] কারও অত্যাচার না করে, বন্ধকী দ্রব্য না রাখে, কারও জিনিস জোর করে কেড়ে না নেয়, কিন্তু ক্ষুধার্তকে খাদ্য দান করে ও বস্ত্রহীনকে পোশাক পরায়, [১৭] দুঃখীর প্রতি অত্যাচার থেকে নিজের হাত দূরে রাখে, সুদ বা অর্থবৃদ্ধি দাবি না করে, আমার নিয়মনীতি পালন করে ও আমার বিধিপথে চলে, তবে সে তার পিতার অপরাধের ফলে মরবে না, সে অবশ্য বাঁচবে।
[১৮] কিন্তু তার পিতা ভারী অত্যাচার করত, ভাইয়ের জিনিস জোর করে কেড়ে নিত, স্বজাতীয় লোকের মধ্যে অসৎকর্ম করত বিধায় তার নিজের অপরাধের ফলে মরবে।

[১৯] তোমরা নাকি বলছ: সন্তান কেন পিতার অপরাধের দণ্ড বহন করে না? কারণটা এ: সেই সন্তান ন্যায় ও ধর্মাচরণ করেছে এবং আমার বিধিগুলো রক্ষা ও পালন করেছে, এজন্য সে বাঁচবে।
[২০] পাপ যে করেছে, তাকেই মরতে হবে; পিতার অপরাধের ভার সন্তান বহন করে না, ও সন্তানের অপরাধের ভার পিতা বহন করে না; ধার্মিককে তার ধর্মিষ্ঠতা, ও দুর্জনকে তার দুষ্কর্ম আরোপ করা হবে।

[২১] কিন্তু দুর্জন যদি নিজের সাধিত সমস্ত পাপ থেকে ফেরে, ও আমার বিধিসকল পালন করে, এবং ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। [২২] সেই ক্ষণ থেকে তার আগেকার কোন অধর্ম তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; বরং সে যে ধর্মাচরণ করেছে, তা গুণেই বাঁচবে।
[২৩] আমি কি দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত?—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই কি আমি প্রীত নই?

[২৪] কিন্তু ধার্মিক মানুষ যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, ও দুর্জনের সমস্ত জঘন্য কর্মের অনুকরণে অধর্ম সাধন করে, তবে সে কি বাঁচবে? তার আগের যত শুভকর্ম আর স্মরণে আনা হবে না; সে যে অপরাধ করেছে ও যে পাপ করেছে, তার কারণেই মরবে।

[২৫] তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, একবার শোন! আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? [২৬] ধার্মিক মানুষ যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে ও তার কারণে মরে, তখন ঠিক তার সাধিত অন্যায়ের কারণেই মরে। [২৭]
একই প্রকারে দুর্জন যখন নিজের সাধিত দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন সে নিজেকে বাঁচায়। [২৮] সে বিবেচনা করে নিজের সাধিত সমস্ত অধর্ম থেকে ফিরল; তাই সে অবশ্যই বাঁচবে, মরবে না। [২৯] অথচ ইস্রায়েলকুল নাকি বলছে, প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়! হে ইস্রায়েলকুল,

আমার ব্যবহার কি সঠিক নয়, না, তোমাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়? [৩০] সুতরাং, হে ইস্রায়েলকুল,
আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুসারেই তোমাদের বিচার করব—প্রভুর উক্তি। মন
ফেরাও, তোমাদের যত অন্যায় প্রত্যাখ্যান কর, তখন সেই অন্যায় হবে না তোমাদের সর্বনাশের
কারণ। [৩১] তোমাদের সাধিত সমস্ত অন্যায় ছেড়ে নিজেদের মুক্ত কর; নিজেদের জন্য গড়ে তোল
এক নতুন হৃদয়, এক নতুন আত্মা। হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরতে চাও? [৩২] আমি তো কারও
মৃত্যুতে প্রীত নই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। মন ফেরাও, তবেই বাঁচবে।'

সেকালের রাজাগণ বিষয়ক রূপক-কাহিনী

১৯ এখন তুমি ইস্রায়েলের নেতাদের বিষয়ে একটা বিলাপগান ধর; [২] বল:

'তোমার মাতা কী ছিল?
সে ছিল সিংহদের মধ্যে সিংহী;
যুবসিংহদের মধ্যে শুয়ে
সে শাবকদের লালন-পালন করত।
[৩] সিংহশিশুদের একটাকে সে উন্নীত করল,
আর সে যুবসিংহ হল:
সে শিকার করা পশুকে বিদীর্ণ করতে শিখল,
শিখল মানুষকে গ্রাস করতে।
[৪] জাতিগুলি তার কথা শুনতে পেল,
আর সে তাদের গর্তে ধরা পড়ল,
ও শেকলাবদ্ধ অবস্থায় তাকে মিশরে নেওয়া হল।
[৫] সেই সিংহী যখন দেখল, আর প্রত্যাশা নেই,
আশাও ভেঙে গেল,
তখন সে আর একটা সিংহশিশুকে ধরে
তাকে যুবসিংহ করল।
[৬] সে সিংহদের মধ্যে যাতায়াত করত
যুবসিংহ ছিল ব'লে!
সেও শিকার করা পশুকে বিদীর্ণ করতে শিখল,
শিখল মানুষকে গ্রাস করতে।
[৭] সে তাদের প্রাসাদগুলি নামিয়ে দিল,
তাদের শহরগুলি উৎসন্ন করল।
দেশ ও দেশের অধিবাসীরা
তার গর্জনধ্বনিতে স্তম্ভিত হত।
[৮] তখন জাতিগুলি ও চারদিকের যত প্রদেশ
তাকে আক্রমণ করল:
তারা তার উপরে জাল ফেলল,

আর সে তাদের গর্তে ধরা পড়ল।
৯ বড়শি দ্বারা তারা তাকে পিঁজরে রাখল,
শেকলে আবদ্ধ করে তাকে বাবিলন-রাজের কাছে নিয়ে গেল,
শেষে তাকে কারাগারে পুরে দিল,
যেন ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার হুঙ্কার আর শোনা না যায়।
১০ তোমার মাতা ছিল
জলাশয়ের ধারে রোপিতা একটা আঙুরলতার সদৃশ।
জলের প্রাচুর্যের ফলে
সে ফলবতী ও শাখায় পূর্ণা হল;
১১ তার শাখাদন্ড এমন দৃঢ় হল যে,
তা রাজদন্ড হবার যোগ্য ছিল;
সে দৈর্ঘ্যে মেঘস্পর্শী হল,
এবং উচ্চতায় ও শাখার প্রাচুর্যে আশ্চর্যের বিষয় হল।
১২ কিন্তু তাকে রোষে উৎপাটন করা হল,
তাকে ভূমিসাৎ করা হল;
পুববাতাস তাকে শুষ্ক করল,
তাকে ফল-বঞ্চিতা করল;
তার সেই দৃঢ় শাখাপ্রশাখা শুকিয়ে গেল,
আর আগুন তাকে গ্রাস করল।
১৩ এখন সে জলহীন ও শুষ্ক ভূমিতে,
প্রান্তরেই, রোপিতা হয়ে রয়েছে;
১৪ তার সেই শাখাদন্ড থেকে আগুন নির্গত হয়ে
শাখাপ্রশাখা ও ফল সবই গ্রাস করল;
এখন তার আর এমন দৃঢ় শাখাদন্ড নেই,
যা কর্তৃত্বের রাজদন্ড হতে পারে।’
এ বিলাপগান, এবং বিলাপগান রূপে ব্যবহারযোগ্য।

ইস্রায়েলের ইতিহাসে অবিশ্বস্ততার বর্ণনা

২০ সপ্তম বর্ষের পঞ্চম মাসে, মাসের দশম দিনে, ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের মধ্যে কয়েকজন পুরুষ
প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করার জন্য এসে আমার সামনে বসলেন। ২ তখন প্রভুর বাণী আমার
কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৩ ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের প্রবীণবর্গের কাছে কথা বল। তাদের
বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা কি আমার অভিমত অনুসন্ধান করতে এসেছ? আমার
জীবনেরই দিব্যি—প্রভুর উক্তি—আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার অভিমত
অনুসন্ধান করবে। ৪ তুমি কি তাদের বিচার করতে প্রস্তুত? আদমসন্তান, তুমি কি তাদের বিচার
করতে প্রস্তুত? তবে তাদের পিতৃপুরুষদের যত জঘন্য কর্ম তাদের দেখাও।

৫ তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি যেদিন ইস্রায়েলকে বেছে নিয়েছিলাম,
সেদিন যাকোবকুলের বংশের পক্ষে শপথ করেছিলাম, এবং মিশর দেশে তাদের কাছে নিজেকে
প্রকাশ করেছিলাম; হাত উত্তোলন করে আমি তাদের বলেছিলাম: আমিই তোমাদের পরমেশ্বর
প্রভু। ৬ সেদিন আমি হাত উত্তোলন করে তাদের পক্ষে শপথ করে বলেছিলাম যে, আমি তাদের
মিশর দেশ থেকে বের করব, এবং তাদেরই জন্য বেছে নেওয়া এমন এক দেশে চালনা করব, যা
দুধ ও মধু-প্রবাহী দেশ, যা সর্বদেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর দেশ। ৭ আমি তাদের বলেছিলাম,
তোমরা যার উপরে তোমাদের চোখ নিবদ্ধ রেখেছ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ চোখ থেকে সেই ঘৃণ্য বস্তু
দূর কর, এবং মিশরের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেদের অশুচি করো না; আমিই তোমাদের পরমেশ্বর
প্রভু। ৮ কিন্তু তারা আমার প্রতি বিদ্রোহী হল, আমার কথা শুনতে রাজি হল না: যার উপর চোখ
নিবদ্ধ রেখেছিল, তারা কেউই সেই ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর করল না, মিশরের সেই পুতুলগুলোও ছাড়ল
না; তাই আমি বললাম: আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব, মিশর দেশের মধ্যে তাদের
বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দেব। ৯ কিন্তু আমার নামের খাতিরে আমি অন্যথা করলাম, যেন আমার
নাম সেই বিজাতীয়দের চোখে অপবিত্রীকৃত না হয় যাদের মধ্যে তারা বাস করছিল, এবং যাদের
দৃষ্টিগোচরে আমি ইস্রায়েলীয়দের মিশর দেশ থেকে বের করে আনায় ইস্রায়েলীয়দের কাছে নিজেকে
প্রকাশ করেছিলাম।

১০ এইভাবে আমি মিশর দেশ থেকে তাদের বের করে প্রান্তরে চালনা করলাম; ১১ তাদের আমি
আমার বিধিগুলো দিলাম, আমার নিয়মনীতিও তাদের জানিয়ে দিলাম যা পালন করলে তাতেই
মানুষ বাঁচে। ১২ তাদের ও আমার মধ্যে চিহ্নস্বরূপে তাদের আমি আমার সাব্বাৎগুলিকেও দিলাম,
যেন তারা জানতে পারে যে, আমি, প্রভু, আমিই তাদের পবিত্র করে থাকি। ১৩ কিন্তু ইস্রায়েলকুল
সেই মরুপ্রান্তরে আমার প্রতি বিদ্রোহী হল, আমার বিধিপথে চলল না, এবং আমার সেই নিয়মনীতি
অগ্রাহ্য করল যা পালন করলে তাতেই মানুষ বাঁচে; আমার সাব্বাৎগুলোর পবিত্রতাও তারা অবিরত
লঙ্ঘন করল; তখন আমি বললাম, তাদের সংহার করার জন্য আমি প্রান্তরে তাদের উপরে আমার
রোষ বর্ষণ করব। ১৪ কিন্তু আমার নামের খাতিরে আমি অন্যথা করলাম, যেন সেই বিজাতীয়দের
চোখে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয় যাদের সামনে ইস্রায়েলীয়দের বের করে এনেছিলাম। ১৫
পরে, প্রান্তরে, আমি তাদের বিপক্ষে হাত উত্তোলন করে শপথ করে বললাম: আমি, সর্বদেশের
মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর যে দেশ, দুধ ও মধু-প্রবাহী যে দেশ, তাদের জন্য আমার নিরূপিত সেই দেশে
তাদের নিয়ে যাব না, ১৬ কারণ তারা আমার নিয়মনীতি অগ্রাহ্য করেছিল, আমার বিধিপথে চলেনি,
ও আমার সাব্বাতের পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছিল—বস্তুত তাদের হৃদয় তাদের সেই পুতুলগুলোরই
প্রতি আসক্ত ছিল। ১৭ তথাপি আমার চোখ তাদের প্রতি মমতা দেখাল, আর আমি তাদের বিনাশ
সাধন করিনি, সেই প্রান্তরে তাদের নিঃশেষ করিনি।

১৮ সেই প্রান্তরে আমি তাদের সন্তানদের বললাম: তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিধিপথে
চলো না, তাদের নিয়মনীতি পালন করো না, তাদের পুতুলগুলো দ্বারাও নিজেদের কলুষিত করো
না; ১৯ আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর, আমারই বিধিপথে চল, আমারই নিয়মনীতি রক্ষা করে
পালন কর। ২০ আমার সাব্বাৎগুলির পবিত্রতা বজায় রাখ, যেন তা-ই আমার ও তোমাদের মধ্যে
চিহ্নস্বরূপ হয়; তবেই সকলে জানতে পারবে যে, আমিই প্রভু, তোমাদের পরমেশ্বর। ২১ কিন্তু সেই

সন্তানেরাও আমার প্রতি বিদ্রোহী হল; তারা আমার বিধিপথে চলল না, আমার সেই নিয়মনীতি
রক্ষা ও পালন করল না যা পালন করলে তাতেই মানুষ বাঁচে; বরং আমার সাব্বাৎগুলোর
পবিত্রতাও লঙ্ঘন করল। তখন আমি বললাম, আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব,
প্রান্তরে তাদের বিরুদ্ধে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দেব। ২২ তথাপি আমি হাত ফিরিয়ে নিলাম, আমার
নামের খাতিরে অন্যথা করলাম, যেন সেই বিজাতীয়দের চোখে আমার নাম অপবিত্রীকৃত না হয়
যাদের সামনে ইস্রায়েলীয়দের বের করে এনেছিলাম। ২৩ আর সেই প্রান্তরে তাদের বিপক্ষে হাত
উত্তোলন করে শপথ করে বললাম, জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করব, নানা দেশে ছড়িয়ে
দেব, ২৪ কারণ তারা আমার নিয়মনীতি পালন করল না, আমার বিধিগুলো অগ্রাহ্য করল, আমার
সাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করল, যেহেতু তাদের চোখ তাদের পিতাদের সেই পুতুলগুলোর
প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। ২৫ তখন আমি মঙ্গলজনক নয় এমন বিধিগুলো, ও যাতে মানুষ বাঁচে না এমন
নিয়মনীতিও তাদের দিলাম! ২৬ তাদের সন্ত্রাসিত করার উদ্দেশ্যে আমি এমনটিও হতে দিলাম, তারা
যেন আগুনের মধ্য দিয়ে তাদের প্রথমজাতদের পার করিয়ে তাদের নিজেদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্যে
নিজেদের অশুচি করে, যেন তারা জানতে পারে যে, আমিই প্রভু।
২৭ এজন্য তুমি, হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলের কাছে কথা বল; তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন: তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করে এতেও
আমাকে অপমান করেছে যে, ২৮ আমি তাদের যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ
করেছিলাম, যখন সেই দেশে তাদের আনলাম, তখন তারা সবরকম উঁচু পর্বত ও সব ধরনের সবুজ
গাছ দেখতে পেল, আর সেইখানে বলি দিল ও তাদের সেই প্ররোচনাজনক অর্ঘ্য নিবেদন করল;
সেইখানে তাদের সুরভিত গন্ধদ্রব্য রাখল ও তাদের পানীয়-নৈবেদ্য ঢালল। ২৯ আমি তাদের
বললাম, তোমরা এই যে উচ্চস্থানে যাও, এটা বা কী? আর তাই আজ পর্যন্ত তার নাম 'উচ্চস্থান'
হয়ে রয়েছে। ৩০ তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যখন
তোমাদের পিতৃপুরুষদের প্রথামত নিজেদের অশুচি করছ, যখন তাদের ঘৃণ্য কর্ম অনুসারে
ব্যভিচার করছ, ৩১ তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য দ্বারা ও তোমাদের ছেলেদের আগুনের মধ্য দিয়ে পার
করিয়ে যখন তোমরা আজ পর্যন্ত তোমাদের সমস্ত পুতুল দ্বারা নিজেদের অশুচি করছ, তখন, হে
ইস্রায়েলকুল, আমি কি এমনটি হতে দেব যে, তোমরা আমার অভিমত অনুসন্ধান করবে? আমার
জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—না, আমি এমনটি হতে দেব না যে, তোমরা আমার
অভিমত অনুসন্ধান করবে। ৩২ আর তোমরা যা অন্তরে মনে করছ, তা কখনও হবে না; তোমরা তো
বলছ, আমরা জাতিগুলির মতই হব, অন্যান্য দেশের সেই গোষ্ঠীদেরই মত হব যারা কাঠ ও পাথর
পূজা করে। ৩৩ আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত
বাহুতে ও রোষ বর্ষণ করে তোমাদের উপর রাজত্ব করব। ৩৪ এবং শক্তিশালী হাতে, প্রসারিত বাহুতে
ও রোষ বর্ষণ করে জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব; যে সকল দেশে তোমরা
বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছ, সেই সকল দেশ থেকে তোমাদের জড় করব, ৩৫ এবং সর্বজাতির প্রান্তরে
তোমাদের এনে সেইখানে মুখোমুখি হয়ে তোমাদের বিচার করব। ৩৬ আমি মিশর দেশের প্রান্তরে
যেমন তোমাদের পিতৃপুরুষদের বিচার করেছিলাম, তেমনি তোমাদের বিচার করব—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি। ৩৭ আমি আমার লাঠির নিচ দিয়ে যেতে তোমাদের বাধ্য করব, এবং সন্ধির

জোয়ালের নিচ দিয়ে তোমাদের চালিত করব। ৩৮ যে সকল বিদ্রোহী মানুষ আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ
করেছে, তাদের সকলকে তোমাদের মধ্য থেকে দূর করে দেব; তারা যে দেশে বর্তমানে বাস
করছে, সেখান থেকে তাদের বের করে আনব বটে, কিন্তু তারা ইস্রায়েল-দেশভূমিতে প্রবেশ করবে
না; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।

৩৯ হে ইস্রায়েলকুল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা যাও, প্রত্যেকে নিজ নিজ পুতুল পূজা
কর, কিন্তু অবশেষে তোমরা আমার কথা শুনতে বাধ্য হবে; তখন তোমাদের অর্ঘ্য-নৈবেদ্য ও
পুতুল দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর অপবিত্র করবে না, ৪০ কারণ আমার পবিত্র পর্বতে, ইস্রায়েলের
সেই উঁচু পর্বতে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—গোটা ইস্রায়েলকুল, দেশে সকলেই, আমার সেবা
করবে; সেইখানে আমি প্রসন্নতার সঙ্গে তাদের গ্রহণ করে নেব, সেইখানে আমি তোমাদের সমস্ত
অর্ঘ্য, তোমাদের নৈবেদ্যের প্রথমাংশ ও তোমাদের যত পবিত্রীকৃত উপহার দাবি করব। ৪১ যখন
জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের বের করে আনব, যখন তোমাদের জড় করব সেই সমস্ত দেশ
থেকে যেখানে তোমরা বিক্ষিপ্ত ছিলে, তখন আমি সুরভিত সুগন্ধির মত প্রসন্নতার সঙ্গে তোমাদের
গ্রহণ করে নেব: জাতিগুলির দৃষ্টিগোচরে আমি তোমাদের দ্বারা নিজেকে পবিত্র বলে দেখাব। ৪২
আর আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দেব বলে হাত উত্তোলন করে শপথ করেছিলাম,
সেই ইস্রায়েল-দেশভূমিতে যখন তোমাদের আনব, তখন তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু। ৪৩
সেখানে তোমরা তোমাদের সেই আচার ব্যবহার ও সমস্ত অপকর্ম স্মরণ করবে, যা দ্বারা নিজেদের
কলুষিত করেছ; এবং তোমাদের সাধিত সেই সমস্ত কুকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে।
৪৪ হে ইস্রায়েলকুল—প্রভুর উক্তি—আমি যখন তোমাদের দুরাচার অনুসারে নয়, তোমাদের কুকর্ম
অনুসারেও নয়, কিন্তু আমার নিজের নামের খাতিরেই তোমাদের প্রতি ব্যবহার করব, তখন তোমরা
জানবে যে, আমিই প্রভু।'

যেরুসালেমের উপরে প্রভুর খড়্গ

২১ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, দক্ষিণদিকে মুখ ফেরাও,
দক্ষিণ দেশের দিকে বাণী বর্ষণ কর, দক্ষিণ অঞ্চলের বনের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ৩ দক্ষিণ
অঞ্চলের বনকে বল: প্রভুর বাণী শোন; প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার মধ্যে
আগুন জ্বালাতে যাচ্ছি, তা তোমার মধ্যে সমস্ত সতেজ গাছ ও সমস্ত শুষ্ক গাছ গ্রাস করবে; সেই
জ্বলন্ত শিখা নিভে যাবে না; দক্ষিণ থেকে উত্তর পর্যন্ত সকল মুখ সেই আগুনে পুড়ে যাবে; ৪ তাতে
সকল প্রাণী দেখবে যে, আমি, প্রভু, আমিই তা জ্বালিয়েছি, আর তা নিভে যাবে না।' ৫ তখন আমি
বললাম, 'আহা, প্রভু পরমেশ্বর, তারা আমার বিষয়ে বলে: লোকটা কি উপমাচ্ছলেই মাত্র কথা বলে
না?'

৬ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ৭ 'আদমসন্তান, যেরুসালেমের দিকে মুখ
ফেরাও, পবিত্রধামের দিকে বাণী বর্ষণ কর, ইস্রায়েল-দেশভূমির বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ৮
ইস্রায়েল-দেশভূমিকে বল: প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে! আমি খড়্গ
নিষ্কোষিত করে তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুর্জন উভয়কে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি। ৯ যেহেতু আমি
তোমার মধ্য থেকে ধার্মিক ও দুর্জন উভয়কে উচ্ছেদ করতে যাচ্ছি, সেজন্য আমার খড়্গ দক্ষিণ

থেকে উত্তর পর্যন্ত সমস্ত প্রাণীর বিরুদ্ধেই নিষ্কোষিত হবে; ১০ তাতে সমস্ত প্রাণী জানবে যে, আমি,
প্রভু, আমিই খড়্গ নিষ্কোষিত করেছি, তা কোষে আর ফিরবে না।
১১ হে আদমসন্তান, গভীর আর্তনাদ তোল: ভগ্ন হৃদয়ে ও তিক্ত বেদনায় তাদের সামনে গভীর
আর্তনাদ তোল। ১২ তারা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে: এই গভীর আর্তনাদ কেন? তখন তুমি
উত্তরে বলবে: আসন্ন সংবাদের কারণেই: হ্যাঁ, প্রতিটি হৃদয় বিগলিত হবে, প্রতিটি হাত দুর্বল
হবে, প্রতিটি আত্মা নিস্তেজ হবে, প্রতিটি হাঁটু জলের মত হবে। দেখ, ক্ষণ আসছে, তা সিদ্ধিলাভ
করছে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
১৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৪ 'আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও, বল:
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

খড়্গ, খড়্গ,
শাণিত ও উজ্জ্বলীকৃত খড়্গ!
১৫ সংহার করার জন্যই শাণিত,
বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্যই উজ্জ্বলীকৃত!
১৬ উজ্জ্বল হবার জন্য, তা হাত দিয়ে যেন ধরা হয়,
এজন্যই খড়্গ নিরূপিত;
তা শাণিত ও উজ্জ্বল করা হল,
যেন সংহারকের হাতে দেওয়া হয়।
১৭ আদমসন্তান, হাহাকার কর, চিৎকার কর,
কেননা তেমন খড়্গ আমার আপন জনগণের বিরুদ্ধে,
ইস্রায়েলের সমস্ত নেতাদের বিরুদ্ধে উপস্থিত!
তারা আমার জনগণের সঙ্গে খড়্গো সমর্পিত হবে।
তাই তুমি বুক চাপড়াও।
১৮ কেননা পরীক্ষা আসবেই:
তুচ্ছ একটা রাজদণ্ডও যদি না থাকত, তবে কী হত?
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
১৯ সুতরাং, হে আদমসন্তান,
ভবিষ্যদ্বাণী দাও, হাততালি দাও:
সেই খড়্গ দু'টো এমনকি তিনটে খড়্গ হয়ে উঠুক;
তা তো মহাসংহারেরই খড়্গ,
যা চারদিকে তাদের ঘিরে রাখে।
২০ আমি তাদের সমস্ত নগরদ্বারে
সেই মহাসংহারক খড়্গ রাখলাম,
যেন সকলের হৃদয় বিগলিত করি,
ও সকলের ঘনঘন পতন ঘটাতে পারি।
আঃ! তা বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্য তৈরী,

তা সংহারের জন্য শাণিত।
২১ তাই, হে খড়্গ, ডানে নিজেকে শাণিত দেখাও,
ও বামে ফের,
তোমার মুখ সবদিকেই ধাবিত হোক।
২২ আমিও হাততালি দেব,
ও আমার রোষ পরিতৃপ্ত করব!
আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

বাবিলন-রাজের খড়্গ

২৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৪ 'আদমসন্তান, বাবিলন-রাজের খড়্গের
আগমনের জন্য দুই পথ আঁক; সেই দুই পথ এক দেশ থেকে আসবে; পরে তুমি এক নির্দেশক দণ্ড
খোদাই কর, নগরীমুখী পথের মাথায়ই তা খোদাই কর। ২৫ খড়্গের জন্য, আম্মোনীয়দের রাব্বামুখী
এক পথ আঁক, ও যুদার প্রাচীরে ঘেরা যেরুসালেমমুখী আর এক পথ আঁক; ২৬ কেননা বাবিলন-রাজ
শুভলক্ষণ পাবার জন্য দুই পথের সঙ্গমস্থানে, সেই দুই পথের মাথায়, দাঁড়িয়ে আছে: সে নানা তীর
নাড়িয়ে গুলিবাঁট করবে, ঠাকুরগুলোর অভিমত যাচনা করবে, ও যকৃৎ নিরীক্ষণ করবে। ২৭ তার
ডান হাতে এই গুলি উঠবে: 'যেরুসালেম', আর সেইখানে তাঁকে প্রাচীরভেদক যন্ত্র বসাতে,
সংহারের আজ্ঞা দিতে, জোর গলায় রণনিনাদ তুলতে, নগরদ্বারগুলির বিরুদ্ধে প্রাচীরভেদক যন্ত্র
বসাতে, জাঙ্গাল বাঁধতে ও উচ্চ মিনার প্রস্তুত করতে হবে। ২৮ যারা তার কাছে মিত্রতা শপথ করল,
তাদের কাছে তেমন পূর্বলক্ষণ অসার মনে হবে, কিন্তু সে তাদের কাছে তাদের শঠতা স্মরণ করিয়ে
দেবে ও তাদের হস্তগত করবে। ২৯ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমাদের বিদ্রোহ কর্মের
মধ্য দিয়ে তোমরা তোমাদের শঠতা স্মরণীয় করেছ ও তোমাদের সমস্ত কাজকর্মে তোমাদের পাপ
প্রকাশিত করেছ—এসব কিছু করেছ বিধায় তোমরা ধরা পড়বে। ৩০ হে ভক্তিহীন ও ধূর্ত
ইস্রায়েল-জনপ্রধান, তোমার শঠতা শেষ করে দেবার জন্য যার চরম দিন এবার উপস্থিত, ৩১ প্রভু
পরমেশ্বর একথা বলছেন: পাগড়িটা নামাও, রাজমুকুট খোল! আগে যেমনটি ছিল, তা আর তেমনি
হবে না: যা খর্ব তা উঁচু করা হবে, ও যা উঁচু তা খর্ব করা হবে। ৩২ সর্বনাশ, সর্বনাশ, আমি সাধন
করব তার সর্বনাশ; তা আর পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে না, যতদিন তিনি না আসেন, অধিকার যাঁর;
তাঁকেই আমি তা দেব।'

আম্মোনীয়দের উপরে খড়্গ

৩৩ 'আর তুমি, আদমসন্তান, এই ভবিষ্যদ্বাণী দাও: প্রভু পরমেশ্বর আম্মোনীয়দের বিষয়ে ও
তাদের টিটকারি বিষয়ে একথা বলছেন। তুমি বল: খড়্গ, খড়্গ সংহারের জন্য এবার নিষ্কোষিত,
গ্রাস করার জন্য ও বিদ্যুতের মত ঝক্‌মক্‌ করার জন্য এবার উজ্জ্বলীকৃত! ৩৪ তোমার বিষয়ে
মায়া-দর্শন ও তোমার বিষয়ে মিথ্যা মন্ত্র থাকা সত্ত্বেও খড়্গ সেই ধূর্ত দুর্জনদের গলায় দেওয়া হবে,
যাদের দিন এসেছে যাদের শাস্তির কাল শেষ মাত্রায় এসে পৌঁছেছে।
৩৫ খড়্গটা আবার কোষে রাখ। তুমি যে স্থানে সৃষ্ট ও যে দেশে উৎপন্ন হয়েছিলে, সেইখানে আমি
তোমাকে বিচার করব; ৩৬ আমি তোমার উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব; আমার ক্রোধের আগুনে

আমি তোমার বিরুদ্ধে ফুঁ দেব, এবং হিংসাপন্থী ও বিনাশ-সাধনে নিপুণ মানুষদের হাতে তোমাকে
তুলে দেব। ৩৭ তুমি আগুনের ইন্ধন হবে, দেশ তোমার রক্তে মাখা হবে, তোমার কথা কারও স্মরণে
আর থাকবে না, কেননা আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

যেরুসালেমের জঘন্য কাজ

২২ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, তুমি কি বিচার করতে
প্রস্তুত? সেই রক্তলোভী নগরীর বিচার করতে প্রস্তুত? তবে তার সমস্ত জঘন্য কর্ম তাকে দেখাও। ৩
বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে নগরী, যে নিজের উপরে শেষকাল ডেকে আনবার জন্য
নিজের মধ্যে রক্তপাত করে থাক ও নিজেকে কলুষিত করার জন্য নিজের জন্য পুতুলগুলো তৈরি
করে থাক! ৪ তুমি যে রক্তপাত করেছ, তা দ্বারা নিজেকে অপরাধী করেছ; এবং যে পুতুলগুলো
তৈরি করেছ, তা দ্বারা নিজেকে কলুষিত করেছ: এতে তুমি তোমার শেষ দিনগুলি ত্বরান্বিত করেছ,
তোমার আয়ুর চরম মাত্রায় এসে পৌঁছেছ। এজন্য আমি তোমাকে জাতিগুলির ও দেশসকলের কাছে
বিদ্রূপের বস্তু করব। ৫ তোমার নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সকলেই তোমাকে বিদ্রূপ করবে, হে কলঙ্ক ও
কলহপূর্ণা নগরী!

৬ দেখ, তোমার মধ্যে যত ইস্রায়েলের নেতারা প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুসারে রক্তপাত
করার জন্য ব্যস্ত। ৭ তোমার মধ্যে পিতামাতাদের তুচ্ছ করা হয়, তোমার মধ্যে বিদেশীর প্রতি
দুর্ব্যবহার করা হয়, তোমার মধ্যে এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার করা হয়। ৮ তুমি আমার পবিত্রধাম
অবজ্ঞা করেছ, আমার সাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছ। ৯ রক্তপাত করার জন্য তোমার মধ্যে
পরনিন্দুকেরা রয়েছে; আবার তোমার মধ্যে তারাও রয়েছে যারা পাহাড়পর্বতের উপরে
খাওয়া-দাওয়া করে ও কদাচার করে। ১০ তোমার মধ্যে কন্যারা পিতার উলঙ্গতা অনাবৃত করে,
তোমার মধ্যে মানুষ ঋতুমতী স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলিত হয়। ১১ তোমার মধ্যে একজন আর
একজনের স্ত্রীর সঙ্গে জঘন্য কাজ করে; এবং আর একজন পুত্রবধূকে ঘৃণ্যভাবে কলুষিত করে;
এবং আর একজন তার নিজের বোনকে—নিজেরই পিতার কন্যাকে—মানভ্রষ্টা করে। ১২ রক্তপাত
করার জন্য তোমার মধ্যে উৎকোচ গ্রহণ করা হয়; তুমি সুদ ও অর্থবৃদ্ধি নাও, শোষণ করে তোমার
প্রতিবেশীকে শূন্য কর এবং আমার কথা ভুলে থাক। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

১৩ দেখ, তুমি যে অন্যায় সাধন করেছ ও তোমার মধ্যে যে রক্তপাত করা হয়েছে, এই সমস্ত কিছুর
জন্য আমি হাততালি দিচ্ছি। ১৪ আমি যে দিন তোমার কাছে কৈফিয়ত চাইব, সেইদিন তোমার হৃদয়
কি সুস্থির থাকবে? তোমার হাত কি সবল থাকবে? আমি, প্রভু, আমিই একথা বললাম, আমি সেই
কথার সিদ্ধি ঘটাব: ১৫ আমি জাতিসকলের মাঝে তোমাকে বিক্ষিপ্ত করব, নানা দেশে তোমাকে
ছড়িয়ে দেব; তোমার মলিনতা শেষ করে দেব; ১৬ আর যখন জাতিসকলের চোখের সামনে তুমি
নিজের দোষের ফলে কলুষিতা হবে, তখন জানবে যে, আমিই প্রভু।'

১৭ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৮ 'আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল আমার কাছে
গাদস্বরূপ হয়েছে; তারা সকলে হাপরের মধ্যে রুপো, ব্রঞ্জ, দস্তা, লোহা ও সীসা হলেও গাদ হয়ে
গেছে। ১৯ তাই প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তোমরা সকলে গাদস্বরূপ হয়েছ, এজন্য দেখ, আমি
তোমাদের যেরুসালেমের মধ্যে জড় করব। ২০ যেমন আগুনে ফুঁ দিয়ে গলাবার জন্য রুপো, ব্রঞ্জ,

লোহা, সীসা ও দস্তা হাপরের মধ্যে জড় করা হয়, তেমনি আমি আমার ক্রোধে ও বিক্ষভে
তোমাদের জড় করব ও সেখানে ঢুকিয়ে গলাব। [২১] আমি তোমাদের সংগ্রহ করব, এবং আমার
ক্রোধের আগুনে ফুঁ দিয়ে নগরীর মধ্যে তোমাদের গলিয়ে দেব। [২২] যেমন হাপরের মধ্যে রুপোকে
গলানো হয়, তেমনি নগরীর মধ্যে তোমাদের গলানো হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমি, প্রভু,
আমিই তোমাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করলাম।'

[২৩] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২৪] 'আদমসন্তান, যেরুসালেমকে বল: তুমি
এমন দেশ, যা পরিষ্কৃতা হয়নি ও ঝড়ের দিনে বৃষ্টিতে ধৌত হয়নি। [২৫] তার মধ্যে নেতারা এমন
গর্জনকারী সিংহের মত যা নিজের শিকার বিদীর্ণ করে। তারা চক্রান্ত করে লোকদের গ্রাস করে, ধন
ও বহুমূল্য বস্তু কেড়ে নেয়, তার মধ্যে অনেক স্ত্রীলোককে বিধবা করে। [২৬] তার যাজকেরা আমার
বিধান লঙ্ঘন করে, আমার পবিত্রধাম অপবিত্র করে, পবিত্র অপবিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখে
না, শুচি অশুচির প্রভেদ শেখায় না, আমার সাব্বাৎগুলোর দিকে লক্ষ রাখে না, আর আমি তাদের
মধ্যে অপবিত্রীকৃত হচ্ছি। [২৭] তার মধ্যে তার নেতারা এমন নেকড়ের মত, যা নিজের শিকার বিদীর্ণ
করে; তারা রক্তপাত করে, অন্যায় লাভের জন্য লোকদের বিলুপ্ত করে। [২৮] তার নবীরা দেওয়ালে
চুনবালির লেপন দিয়েছে, হ্যাঁ, তারা মায়া-দর্শন পায় ও মিথ্যা মন্ত্র পড়ে; এবং প্রভু কথা না
বললেও তারা বলে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন। [২৯] দেশের জনগণ শোষণ ও ডাকাতিতে লিপ্ত,
তারা দীনহীন ও নিঃস্বকে অত্যাচার করে ও বিদেশীর অধিকার অবজ্ঞা করে তার প্রতি দুর্ব্যবহার
করে। [৩০] আমি যেন দেশের বিনাশ সাধন না করি, এজন্য তাদের মধ্যে এমন একজন পুরুষের
খোঁজ করলাম, যে দেশের রক্ষায় একটা প্রাচীর গাঁথবে ও আমার সামনে তার ফাটলে দাঁড়াবে, কিন্তু
পেলাম না। [৩১] এজন্য আমি তাদের উপরে আমার বিক্ষভ বর্ষণ করব, আমার রোষের আগুন দ্বারা
তাদের সংহার করব; তাদের কর্মের ফল তাদের মাথায় নামিয়ে দেব।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

যেরুসালেম ও সামারিয়ার ইতিহাসের রূপক-বর্ণনা

২৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, দু'জন স্ত্রীলোক ছিল, তারা
এক মাতার কন্যা; [৩] তারা যৌবনকাল থেকেই মিশরে বেশ্যাগিরি করেছিল; সেখানে তাদের বুককে
আদর করা হয়েছিল ও তাদের কুমারী-বক্ষস্থল সোহাগ করা হয়েছিল। [৪] তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম
অহলা, ও তার বোনের নাম অহলিবা; তারা দু'জনে আমারই হল, ও পুত্রকন্যা প্রসব করল। অহলা
হচ্ছে সামারিয়া, এবং অহলিবা হচ্ছে যেরুসালেম। [৫] আমারই থাকতে অহলা বেশ্যাগিরি করতে
লাগল, তার প্রেমিকদের প্রতি, সেই যোদ্ধা আসিরীয়দের প্রতি সে কামাসক্তা হল, [৬] যারা নীল ক্ষোম
পোশাক পরা প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা, সকলেই মনোহর যুবক ও অশ্বারোহী বীরপুরুষ। [৭] সে
তাদের, অর্থাৎ সেরা আসিরীয়দের সঙ্গে বেশ্যারূপে নিজেকে দান করল, এবং যাদের প্রতি
কামাসক্তা ছিল, তাদের সকলের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেকে কলুষিতা করল। [৮] মিশরের সময় থেকে
তার সেই বেশ্যাচারও সে ছাড়েনি যখন তার যৌবনকালে লোকে তার সঙ্গে মিলিত হত, তার
কুমারী-বুক সোহাগ করত ও তার উপরে তাদের কামবাণ ছুড়ত। [৯] এজন্য আমি তার প্রেমিকদের
হাতে—যাদের প্রতি সে কামাসক্তা ছিল, সেই আসিরীয়দের হাতে তাকে তুলে দিলাম। [১০] তারা তার
উলঙ্গতা অনাবৃত করল, তার পুত্রকন্যাদের ছিনিয়ে নিয়ে তাকে খড়্গের আঘাতে বধ করল। তাকে

তেমন শাস্তি দেওয়া হল বিধায় সে নারীকুলে একটা প্রতীক হল।
১১ এসব কিছু দেখেও তার বোন অহলিবা নিজের কামাসক্তিতে তার চেয়ে, হ্যাঁ, বেশ্যাগিরিতে
সেই বোনের চেয়ে বেশি ভ্রষ্টা হল। ১২ সেও নিকটবর্তী আসিরীয়দের প্রতি কামাসক্তা হল—ক্ষোম
পোশাক পরা প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা, অশ্বারোহী বীরপুরুষ, সকলেই মনোহর যুবক। ১৩ আমি তো
দেখলাম, সে নিজেকে কলুষিতা করেছে, দু'জনেই একই পথে চলছিল। ১৪ কিন্তু সে তার বেশ্যাগিরি
বাড়াতে লাগল। সে দেওয়ালে আঁকা পুরুষদের অর্থাৎ কাল্দীয়দের সিঁদুরে আঁকা ছবি দেখল, ১৫
যাদের সকলের কোমরে বন্ধনী, মাথায় অলঙ্কারপূর্ণ কিরীট, যারা সকলেই দেখতে সেনাপতির মত,
কাল্দীয় দেশজাত বাবিলন-সন্তানদের মূর্ত প্রতীক। ১৬ তাদের দেখামাত্র সে কামাসক্তা হয়ে
কাল্দিয়ায় তাদের কাছে দূত পাঠাল, ১৭ তাই বাবিলন-সন্তানেরা তার কাছে এসে প্রেম-শয্যার
সহভাগী হল, ও তাদের ঘৃণ্য কদাচারে তাকে কলুষিতা করল; সে তাদের সঙ্গে থেকে নিজেকে
অশুচি করল, যতদিন না সে নিজে একাজে ঘৃণাবোধ করল। ১৮ কিন্তু সে সেই বেশ্যাগিরি করছিল ও
নিজের উলঙ্গতা অনাবৃত করছিল বিধায় আমার প্রাণে যেমন তার বোনের প্রতি ঘৃণা হয়েছিল,
তেমনি তার প্রতিও ঘৃণা হল। ১৯ কিন্তু সে তার বেশ্যাগিরি বাড়িয়ে চলল, কেননা তার সেই তরুণ
বয়সের কথা স্মরণ করত যখন মিশর দেশে বেশ্যাগিরি করত। ২০ সে নিজের কামাসক্তি তার
কদাচারী প্রেমিকদের সঙ্গেই দেখাল, যাদের মাংস গাধারই মাংস, যাদের অঙ্গ ঘোড়ারই অঙ্গ! ২১
আর এইভাবে সে তার সেই তরুণ বয়সের কদাচার আবার বাসনা করল যখন মিশরে তার বুককে
আদর করা হত ও তার কুমারী-বক্ষস্থল সোহাগ করা হত।
২২ এজন্য, হে অহলিবা, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ঘৃণাবোধ করে যাদের প্রতি তুমি
নিজে বিমুখ হয়েছ, তোমার সেই প্রেমিকদের আমি তোমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করব, চারদিক থেকে
তাদের তোমাকে আক্রমণ করতে আনব। ২৩ বাবিলন-সন্তানেরা ও কাল্দীয়েরা সকলে, পেকোদ,
শোয়া ও কোয়া এবং তাদের সঙ্গে আসিরীয়েরা, সকলেই মনোহর যুবক, প্রদেশপাল ও শাসনকর্তা,
সেনাপতি ও অশ্বারোহী বীরপুরুষ—এদের সকলকে তোমাকে আক্রমণ করতে আনব; ২৪ তারা
অস্ত্রশস্ত্র, রথ, গরুর গাড়ি, ও বহু বহু লোকের ভিড় সঙ্গে নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে আসবে, বড় ও
ছোট ঢাল ধরে ও শিরস্ত্রাণ পরে তোমার বিরুদ্ধে চারদিকে উপস্থিত হবে। আমি তাদের হাতে
বিচার-ভার তুলে দিলাম, তারা নিজ বিচারমান অনুসারে তোমার বিচার করবে। ২৫ আমি তোমার
উপরে আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালা নিঃশেষে ঝেড়ে যাব, তারা সরোষে তোমার প্রতি ব্যবহার
করবে; তোমার নাক ও কান কেটে ফেলবে ও তোমার বাকি লোকেরা খড়্গের আঘাতে মারা
পড়বে; তারা তোমার পুত্রকন্যাদের ছিনিয়ে নেবে, ও তোমার বাকি লোককে আগুনে গ্রাস করা
হবে। ২৬ তারা তোমাকে বিবস্ত্রা করবে ও তোমার যত অলঙ্কার কেড়ে নেবে। ২৭ এইভাবে আমি
তোমার ঘৃণ্য কদাচার ও মিশর দেশে শুরু করা তোমার বেশ্যাগিরি বন্ধ করে দেব: তুমি তাদের
দিকে আর চোখ তুলবে না, মিশরকেও আর স্মরণ করবে না। ২৮ কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা
বলছেন: দেখ, তুমি যাদের ঘৃণা করছ, ঘৃণাবোধ করে যাদের প্রতি তুমি নিজেই এখন বিমুখ, আমি
তাদের হাতে তোমাকে তুলে দিলাম। ২৯ তারা তোমাকে ঘৃণা করবে, তোমার সমস্ত শ্রমফল কেড়ে
নেবে, তোমাকে উলঙ্গিনী ও বিবস্ত্রা করে ফেলে রাখবে: তাতে তোমার বেশ্যাচার-ঘটিত উলঙ্গতা,
তোমার কদাচার ও তোমার বেশ্যাগিরি সবই অনাবৃত হবে। ৩০ তোমার প্রতি এভাবে ব্যবহার করা

হবে, কেননা তুমি জাতিসকলের সঙ্গে বেশ্যাগিরি করেছ ও তাদের পুতুলগুলো দ্বারা নিজেকে কলুষিতা করেছ। [৩১] যেহেতু তুমি তোমার বোনের পথে চলেছ, এজন্য আমি তার পানপাত্র তোমার হাতে দেব। [৩২] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

তুমি তোমার বোনের পানপাত্রে পান করবে,
সেই পাত্র গভীর, বড়ই সেই পাত্র।
তুমি বিদ্রূপ ও পরিহাসের বস্তু হবে,
সেই পাত্রে অনেকটাই ধরে!
[৩৩] তুমি পরিপূর্ণা হবে মত্ততা ও উদ্বেগে;
আতঙ্ক ও ধ্বংসের পাত্র,
তা-ই ছিল তোমার বোন সামারিয়ার পাত্র।
[৩৪] তুমিও সেই পাত্রে পান করবে,
তার তলানি পর্যন্তই পান করবে;
পরে দাঁত দিয়েই তা ভেঙে ফেলবে,
ও তার টুকরো কুচি দিয়ে নিজের বুক দীর্ণ-বিদীর্ণ করবে;
কেননা আমি কথা বলেছি।
প্রভুর উক্তি।

[৩৫] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি আমাকে ভুলে গেছ ও আমার প্রতি পিঠ ফিরিয়েছ, সেজন্য তুমি তোমার নিজের কদাচার ও বেশ্যাচারের দণ্ড বহন করবে।'

[৩৬] প্রভু আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, তুমি কি অহলা ও অহলিবার বিচার করতে প্রস্তুত? তবে তাদের জঘন্য কর্মকাণ্ড তাদের দেখাও। [৩৭] কেননা তারা ব্যভিচার-কর্ম সাধন করেছে ও তাদের হাতে রক্ত আছে; তারা তাদের পুতুলগুলোর সঙ্গে ব্যভিচার করেছে, এমনকি, আমার ঘরে প্রসব করা তাদের ছেলেমেয়েদের ওদের খাদ্যরূপে আগুনের মধ্য দিয়ে পার করিয়েছে। [৩৮] তারা আমার প্রতি এই দুষ্কর্মও সাধন করেছে: সেইদিন আমার পবিত্রধাম কলুষিত করেছে, আমার সাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা লঙ্ঘন করেছে। [৩৯] কারণ তাদের সেই পুতুলগুলোর উদ্দেশে তাদের নিজেদের ছেলেদের বলি দেওয়ার পর তারা সেই একই দিনে আমার পবিত্রধামে এসে তা অপবিত্র করেছে; দেখ, আমার গৃহের মধ্যে এমন কাজই করেছে তারা! [৪০] তাছাড়া তারা দূরদেশের লোকদের আনবার জন্য দূত পাঠিয়েছে; দূতকে পাঠানোর পর, দেখ, তারা এল; তাদের জন্য তুমি স্নান করলে, চোখে কাজল দিলে, ও অলঙ্কারে নিজেকে ভূষিতা করলে; [৪১] পরে রাজকীয় শয্যায় শুয়ে সামনে ভোজনপাট সাজিয়ে তার উপরে আমার ধূপ ও আমার তেল রাখলে। [৪২] নিরুদ্বিগ্ন বহুলোকের ভিড়ের কলরব শোনা যাচ্ছিল; এদের সঙ্গে আবার বহুলোকের ভিড় যোগ দিল যারা প্রান্তরের সবদিক থেকে আসছিল; তারা ওই দু'জনের হাতে কঙ্কণ ও মাথায় গৌরবময় মুকুট দিল। [৪৩] ব্যভিচার-কর্মে যে অভ্যস্তা, সেই স্ত্রীলোকের বিষয়ে আমি ভাবলাম, এখন তারা কি এর বেশ্যাচারের অংশী হবে? [৪৪] আর আসলে তারা, যেমন বেশ্যার কাছে যাওয়া যায়, তেমনি তার কাছে ভিতরে গেল; এইভাবে তারা অহলা ও অহলিবার, সেই দুই কদাচারী মেয়েদের কাছে ভিতরে গেল। [৪৫]

কিন্তু ধার্মিক মানুষেরা ব্যভিচারিণী ও খুনীদের বিচারমতে তাদের বিচার করবে, যেহেতু তারা ব্যভিচারিণী ও তাদের হাত রক্তপাতে লিপ্ত।'

[৪৬] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'আমি তাদের বিরুদ্ধে একটা জনসমাবেশ ঘটাব, এবং তারা আতঙ্ক ও লুটের বস্তু হবে। [৪৭] সেই জনসমাবেশ তাদের পাথর ছুড়ে মারবে, ও খড়্গের আঘাতে তাদের টুকরো টুকরো করবে; তারা তাদের ছেলেমেয়েদের বধ করবে ও তাদের ঘর আগুনে পুড়িয়ে দেবে। [৪৮] আমি এইভাবে দেশ থেকে কদাচার বাতিল করে দেব, তাতে সকল স্ত্রীলোক শিখবে যে, তেমন কদাচারী কাজ আদৌ করতে নেই। [৪৯] তোমাদের কদাচারের বোঝা তোমাদের উপরে নেমে পড়বে, এবং তোমরা তোমাদের পুতুল-পূজার পাপকর্মের দণ্ড বহন করবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর।'

যেরুসালেমের অবরোধের পূর্বঘোষণা

২৪ নবম বর্ষের দশম মাসে, মাসের দশম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, তুমি এই দিনের, আজকের এই দিনের নাম লিখে রাখ, কেননা আজকের এই দিনে বাবিলন-রাজ যেরুসালেমকে আক্রমণ করতে শুরু করল।

[৩] তুমি এই বিদ্রোহী বংশের মানুষের কাছে একটা উপমা-কাহিনী উপস্থাপন কর; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

হাঁড়ি চড়াও,
চড়াও, ও তার মধ্যে জলও দাও।
[৪] টুকরো টুকরো মাংস, উত্তম উত্তম যে অংশ,
উরুত ও কাঁধ তার মধ্যে একত্র কর;
সেরা হাড়গুলিতেও তা পূর্ণ কর;
[৫] পালের উৎকৃষ্ট মেষ নাও,
এবং হাঁড়ির নিচে কাঠ সাজাও,
তা বহুক্ষণ ধরে সিদ্ধ কর,
যেন হাড়গুলিও তার মধ্যে ভাল করে পাক হয়।
[৬] কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সেই রক্তপূর্ণা নগরীকে ধিক্,
সেই হাঁড়িকে ধিক্, যার গায়ে মরচে ধরেছে,
যা থেকে মরচে ওঠানো যায় না!
তুমি একটা একটা করে টুকরো বের করে তা খালি কর,
তার বিষয়ে গুলিবাঁট পড়েনি।
[৭] কেননা তার রক্ত তার মধ্যে রয়েছে,
সে শুষ্ক শৈলের উপরে সেই রক্ত রেখেছে,
মাটিতে তা ঢালেনি,
ধুলা দিয়েও তা ঢাকেনি।

৮ আমার ক্রোধ জাগাবার জন্য,
প্রতিশোধ নেবার জন্যই
সে তার রক্ত না ঢেকে
বরং শুষ্ক শৈলেই রেখেছে।
৯ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
সেই রক্তপূর্ণা নগরীকে ধিক্!
আমিও বিশাল রাশি সাজাব।
১০ কাঠ জমাও, আগুন জ্বালাও,
মাংস সুসিদ্ধ কর, সুরস ঝোল কর,
হাড়গুলি দগ্ধ হোক!
১১ শূন্য হাঁড়িটা কয়লার উপরে বসাও,
যেন তা তপ্ত হলে
তার ব্রঞ্জ আগুনে লাল হয়,
তার মধ্যে তার মলিনতা গলে যায়,
ও তার মরচে ক্ষয় হয়ে যায়।
১২ মরচের জন্য কেমন পরিশ্রম!
কিন্তু তা ওঠে না,
আগুন দ্বারাও তা নিশ্চিহ্ন হয় না।

১৩ তোমার মলিনতা একেবারে নীচপ্রকার : আমি তোমাকে শোধন করতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু
তুমি নিজেকে শোধিতা হতে দিলে না। এজন্য তুমি তোমার মলিনতা থেকে আর শোধিতা হবে না,
যতদিন না আমি তোমার উপরে আমার ক্রোধ ঝেড়ে দিই। ১৪ আমিই, প্রভু, কথা বললাম! একথা
সিদ্ধিলাভ করবে, আমি একাজ সাধন করবই, ক্ষান্ত হব না, দয়া দেখাব না, মমতাও দেখাব না।
তোমার যেমন আচরণ ও তোমার যেমন কাজ, তোমাকে সেইমত বিচার করা হবে।' প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি।

নবীর শোকপালন

১৫ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : ১৬ 'হে আদমসন্তান, দেখ, আমি আকস্মিক
এক মারাত্মক আঘাতেই তোমার চোখের প্রীতি তোমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে যাচ্ছি; কিন্তু
তোমাকে শোক করতে, কাঁদতে বা চোখের জল ফেলতে নেই। ১৭ নীরবেই দীর্ঘশ্বাস ফেল,
মৃতজনের জন্য শোক করো না; মাথায় শিরোভূষণ বাঁধ, পায়ে জুতো দাও, দাড়ি ঢেকে রেখো না,
শোকের রুটিও খেয়ো না।'

১৮ সকালবেলায় আমি লোকদের কাছে কথা বললাম, আর সন্ধ্যাবেলায় আমার স্ত্রীর মৃত্যু হল;
পরদিন সকালে আমি সেই আজ্ঞামত কাজ করলাম। ১৯ লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, 'তুমি
যেভাবে ব্যবহার করছ, এর অর্থ কি আমাদের জানাবে না?' ২০ উত্তরে আমি বললাম, 'প্রভুর বাণী
আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলেছে : ২১ তুমি ইস্রায়েলকুলকে একথা বল : প্রভু পরমেশ্বর একথা

বলছেন: দেখ, আমার যে পবিত্রধাম তোমাদের শক্তির গর্ব, তোমাদের চোখের প্রীতি ও তোমাদের
প্রাণের অভিলাষ, তা আমি অপবিত্রীকৃত হতে দেব; তোমাদের যে পুত্রকন্যাকে সেখানে ফেলে
রেখেছ, তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে। ২২ আমি যেমন করেছি, তোমরাও তখন সেইমত করবে:
দাড়ি ঢেকে রাখবে না ও শোকের রুটি খাবে না। ২৩ তোমরা মাথায় শিরোভূষণ ও পায়ে জুতো
দেবে, শোক করবে না, কাঁদবেও না, কিন্তু তোমাদের অপরাধের জন্য ক্ষীণ হয়ে যাবে, ও নিজেদের
মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলবে।
২৪ এজেকিয়েল তোমাদের পক্ষে প্রতীক-চিহ্ন হবে: যখন এই সব কিছু ঘটবে, তখন তোমরা ঠিক
তারই মত ব্যবহার করবে, আর তখন জানবে যে, আমিই প্রভু পরমেশ্বর। ২৫ আর তুমি, হে
আদমসন্তান, যে দিন আমি তাদের কাছ থেকে তাদের শক্তি, তাদের কান্তির পুলক, তাদের চোখের
প্রীতি, তাদের প্রাণের অভিলাষ, তাদের পুত্রকন্যাদের কেড়ে নেব, ২৬ সেদিন এই সংবাদ দিতে
রেহাই পাওয়া একজন লোক তোমার কাছে আসবে। ২৭ সেদিন রেহাই পাওয়া সেই লোকের সঙ্গে
কথা বলার জন্য তোমার মুখ খুলে দেওয়া হবে, তখন তুমি কথা বলবে, আর বোবা থাকবে না;
তাদের পক্ষে তুমি প্রতীক-চিহ্ন হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

নানা দেশের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী

আম্মোনীয়দের বিরুদ্ধে বাণী

২৫ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, আম্মোনীয়দের দিকে মুখ
ফেরাও ও তাদের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ৩ আম্মোনীয়দের বল: প্রভু পরমেশ্বরের বাণী শোন।
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তুমি আমার পবিত্রধাম অপবিত্রীকৃত দেখে তার বিষয়ে,
ইস্রায়েল-দেশভূমি উৎসন্ন দেখে তার বিষয়ে, এবং যুদাকুল নির্বাসনের দেশে যাত্রা করছে দেখে
তার বিষয়ে বলেছ "কি মজা, কি মজা!" ৪ সেজন্য দেখ, আমি তোমাকে পুবদেশীয় লোকদের হাতে
সম্পদরূপে তুলে দিচ্ছি, তারা তোমার মধ্যে নিজেদের শিবির স্থাপন করবে ও তোমার মধ্যে
নিজেদের তাঁবু ফেলবে: তারাই তোমার ফল ভোগ করবে ও তোমার দুধ পান করবে। ৫ আমি
রাব্বাকে উটের বাথানে ও আম্মোনীয়দের শহরগুলিকে মেষঘেরিতে পরিণত করব; তাতে তোমরা
জানবে যে, আমিই প্রভু।'
৬ কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু তুমি ইস্রায়েল-দেশভূমির দশায় হাততালি
দিয়েছ, নেচেছ ও মনে মনে সম্পূর্ণ অবজ্ঞার সঙ্গেই আনন্দ করেছ, ৭ সেজন্য দেখ, আমি তোমার
বিরুদ্ধে হাত বাড়াচ্ছি, তোমাকে জাতিগুলির হাতে লুটের বস্তুরূপে তুলে দেব, জাতিসকলের মধ্য
থেকে তোমাকে উচ্ছেদ করব, ও দেশগুলির মধ্য থেকে তোমাকে বিলুপ্ত করব। আমি তোমাকে
ধ্বংস করব, তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু।'

মোয়াবের বিরুদ্ধে বাণী

৮ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু মোয়াব ও সেইর বলছে: দেখ, যুদাকুল অন্য সকল
জাতির সমান, ৯ সেজন্য দেখ, আমি মোয়াবের পাশ শহরগুলির দিকে খুলে দেব, অর্থাৎ চতুর্দিকে
তার যত শহর, বিশেষভাবে দেশের ভূষণ সেই বেথ্‌-যেসিমোৎ, বায়াল-মেয়োন ও কিরিয়াথাইম ১০
সম্পদরূপে পুবদেশীয় লোকদের দেব, যেমনটি সম্পদরূপে আম্মোনীয়দেরও তাদের দিয়েছিলাম;

ফলে জাতিগুলির মধ্যে তাদের কথা বিস্মৃত হবে। ১১ এইভাবে আমি মোয়াবের বিষয়ে বিচার সম্পন্ন
করব, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

এদোমের বিরুদ্ধে বাণী

১২ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু এদোম প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবে যুদাকুলের
উপরে ক্রোধ ঝেড়েছে, এবং তাদের উপরে প্রতিশোধ নেওয়ায় নিতান্ত শাস্তির যোগ্য হয়েছে, ১৩
সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি এদোমের উপর আমার হাত বাড়াব, তার মধ্য থেকে
মানুষ ও পশু সকলকেই উচ্ছেদ করব ও তার দেশ মরুপ্রান্তর করব; তেমান থেকে দেদান পর্যন্ত
লোকেরা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে। ১৪ এদোমের উপরে আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়ার ভার
আমার জনগণ ইস্রায়েলের হাতে তুলে দেব, তখন আমার যেমন ক্রোধ ও যেমন রোষ, তারা
এদোমের প্রতি তেমনি ব্যবহার করবে। এইভাবে আমার প্রতিশোধ জ্ঞাত হবে।' প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি।

ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বাণী

১৫ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু ফিলিস্তিনিরা প্রতিশোধ নেওয়ার মনোভাবে কাজ
করেছে, হ্যাঁ, চিরশত্রুতার কারণে সবকিছু বিনাশ করার জন্য যেহেতু তারা শঠতার সঙ্গে প্রতিশোধ
নিয়েছে, ১৬ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি ফিলিস্তিনিদের উপরে আমার হাত
বাড়াচ্ছি, ক্রেথীয়দের নিশ্চিহ্ন করব, এবং সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের বাকি সকলকে বিনাশ করব। ১৭ আমি
সরোষে নানা শাস্তি দিয়ে তাদের উপর ভারী প্রতিশোধ নেব; আর আমি যখন তাদের উপর
প্রতিশোধ নেব, তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

তুরসের বিরুদ্ধে বাণী

২৬ একাদশ বর্ষে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:

২ 'আদমসন্তান, যেহেতু যেরুসালেমের বিষয়ে তুরস বলেছে:
"কি মজা! জাতিগুলির তোরণদ্বার ভেঙে গেল!
আমার ধনবতী হওয়ার পালা এসেছে, সে তো ধ্বংসিতা!"
৩ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
হে তুরস, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
সমুদ্র যেমন তরঙ্গ ওঠায়, তেমনি তোমার বিরুদ্ধে আমি বহুদেশ ওঠাব।
৪ তারা তুরসের প্রাচীর ধ্বংস করবে,
তার মিনারগুলি ভেঙে ফেলবে;
আমি শহরটার ধুলাও উড়িয়ে দেব, তাকে শুষ্ক শৈল করব।
৫ সমুদ্রের মধ্যে সে হবে জাল নেড়ে দেবার জায়গা,
কেননা আমি কথা বলেছি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
সে জাতিগুলির লুটের বস্তু হবে।
৬ আর স্থলভূমিতে তার যে কন্যারা আছে,

তারা খড়্গের আঘাতে পড়বে ;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

৭ কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন : আমি উত্তরদিক থেকে ঘোড়া, রথ ও অশ্বারোহীদের এবং
বহুলোকের ভিড় ও বিপুল সৈন্যদল সহ রাজাধিরাজ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারকে তুরসের
বিরুদ্ধে নিয়ে আসছি।

৮ সে স্থলভূমিতে অবস্থিত তোমার কন্যাদের
খড়্গের আঘাতে বধ করবে,
তোমার বিরুদ্ধে গড় গাঁথবে,
তোমার গায়ে জাঙ্গাল বাঁধবে,
তোমার বিরুদ্ধে ঢাল উচ্চ করবে।
৯ সে তোমার প্রাচীরে দুর্গভেদক যন্ত্র বসাবে,
ও তার ধারালো অস্ত্র দিয়ে তোমার মিনারগুলি ভেঙে ফেলবে।
১০ তার ঘোড়াগুলো এতই প্রচুর হবে যে,
তাদের ধুলা তোমাকে ঢেকে ফেলবে ;
সে যখন ভগ্ন প্রাচীর-নগরে ঢুকবার মত
তোমার নগরদ্বারের ভিতরে ঢুকবে,
তখন অশ্বারোহীদের, গরুর গাড়ির ও রথের শব্দে
তোমার প্রাচীর কাঁপবে।
১১ সে তার ঘোড়াদের ক্ষুরে তোমার সমস্ত পথ মাড়িয়ে দেবে,
খড়্গের আঘাতে তোমার জনগণকে বধ করবে,
ও তোমার প্রকাণ্ড স্তম্ভগুলো ভূমিসাৎ করবে।
১২ ওরা তোমার সম্পত্তি লুট করবে,
তোমার বাণিজ্যদ্রব্য কেড়ে নেবে,
তোমার প্রাচীর ভেঙে ফেলবে,
ও তোমার দীপ্তিময় প্রাসাদগুলো ধ্বংস করবে :
ওরা তোমার পাথর, কাঠ ও ধুলাও সমুদ্রে ফেলে দেবে।
১৩ আমি তোমার গানের চিৎকার বন্ধ করে দেব,
তোমার বীণার ঝঙ্কার আর কখনও শোনা হবে না।
১৪ আমি তোমাকে শুষ্ক শৈল করব ;
তুমি হবে জাল নেড়ে দেবার জায়গা ;
তোমাকে আর পুনর্নির্মাণ করা হবে না ;
কেননা আমিই, প্রভু, কথা বললাম।’
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

১৫ প্রভু পরমেশ্বর তুরসকে একথা বলছেন : ‘যখন তোমার মধ্যে ভয়ঙ্কর মহাসংহার ঘটবে,

তখন, তোমার পতনের শব্দে, তোমার আহতদের আর্তনাদে, দ্বীপপুঞ্জ কি কাঁপবে না? ১৬
সমুদ্রতীরের নেতারা সকলেই যে যার সিংহাসন থেকে নামবে, নিজ নিজ আলোয়ান ত্যাগ করবে,
শিল্পকর্মে খচিত নিজ নিজ কাপড়গুলি খুলে ফেলবে; তারা শোকের কাপড় পরবে, এবং মাটিতে
বসে অনুক্ষণ সন্ত্রাসিত থাকবে তোমার দশায় আতঙ্কিত হয়ে। ১৭ তারা তোমার উদ্দেশে বিলাপগান
ধরে বলবে:

এই নগরী, যার নিবাসীরা নানা সমুদ্র থেকে আসত,
তত বিখ্যাত এই নগরী,
যার প্রতাপ ও যার নিবাসীদের প্রতাপ সমুদ্রে বিরাজ করত,
এই নগরী কেন নিশ্চিহ্ন হল?
১৮ এখন, তার পতনের দিনে,
দ্বীপপুঞ্জ কম্পান্বিত,
তোমার এই শেষ দশার জন্য
সমুদ্রের দ্বীপগুলি সন্ত্রাসিত।'

১৯ কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যখন আমি নিবাসীবিহীন শহরগুলির মত তোমাকে
উচ্ছিন্ন শহর করব, যখন আমি তোমার উপরে সেই অতল গহ্বর ওঠাব ও মহাজলরাশি তোমাকে
আচ্ছন্ন করবে, ২০ তখন আমি তোমাকে, যারা পাতালে গেছে, অতীতকালের সেই লোকদের কাছে
নামাব, এবং অধোলোকে, সেই চির উৎসন্ন জায়গায়, পাতালগামীদের সঙ্গে বাস করাব, যেন তুমি
আর বাসস্থান না হও, জীবিতদের দেশেও যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হও। ২১ আমি তোমাকে আতঙ্কের
বস্তু করব, তোমার আর অস্তিত্ব থাকবে না; তোমার জন্য সন্ধান করা হবে, কিন্তু তোমার সন্ধান
আর কখনও মিলবে না।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
২৭ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, তুরসের উদ্দেশে বিলাপগান
ধর। ৩ সমুদ্রের প্রবেশস্থানে অবস্থিত যে নগরী, বহু দ্বীপপুঞ্জে নিবাসী জাতিগুলির বণিক যে নগরী,
সেই তুরসকে তুমি বল:

প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
হে তুরস, তুমি নাকি বলছিলে: আমি পরমাসুন্দরী!
৪ তোমার কর্তৃত্ব ছিল নানা সমুদ্রের মধ্যস্থলে।
তোমার নির্মাতারা তোমাকে অপার সৌন্দর্যে মন্ডিতা করল:
৫ তারা সেনিরীয় দেবদারু কাঠ দিয়ে
তোমার সমস্ত তক্তা প্রস্তুত করল,
তোমার জন্য মাস্তুল তৈরি করার জন্য
লেবানন থেকে এরসগাছ আনাল;
৬ বাশান দেশীয় ওক্ গাছ থেকে
তোমার দাঁড় তৈরি করল;
কিত্তীমদের দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা তাশুরকাঠে

খচিত গজদন্তে তোমার তক্তা প্রস্তুত করা হল।
৭ তোমার পতাকা হবার জন্য মিশর দেশ থেকে আনা
সূচিকর্মে চিত্রিত ক্ষোম কাপড় ছিল তোমার পাল;
এলিসার দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা নীল ও বেগুনি কাপড়
ছিল তোমার আচ্ছাদন।
৮ সিদোন ও আর্বাদ-নিবাসীরা ছিল তোমার দাঁড়ী;
হে তুরস, সেমেরের নিপুণ লোকেরা
ছিল তোমার মধ্যে তোমার কর্ণধার।
৯ গেবালের প্রবীণবর্গ ও তার নিপুণ লোকেরা
ছিল তোমার মধ্যে তোমার ছিদ্র-প্রতিকারক।
সমুদ্রের যত জাহাজ ও তাদের নাবিকেরা
বাণিজ্যদ্রব্য বিনিময় করার জন্য তোমার মধ্যে ছিল।
১০ পারস্য, লুদ ও পুট দেশীয়েরা
ছিল তোমার সৈন্যসামন্তের মধ্যে তোমার যোদ্ধা;
তারা তোমার মধ্যে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ টাঙিয়ে রাখত;
তারাই তোমাতে আরোপ করছিল শোভা।
১১ আর্বাদের লোকেরা তাদের সৈন্যসামন্তের সঙ্গে
চারদিকে তোমার প্রাচীরের উপরে ছিল,
বীরযোদ্ধারা তোমার মিনারে মিনারে ছিল,
তারা চারদিকে তোমার প্রাচীরে নিজ নিজ ঢাল টাঙাত;
তারাই সিদ্ধ করছিল তোমার কান্তি।

১২ সবরকম ধনের প্রাচুর্যের কারণে তার্সিস তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত: তারা রুপো, লোহা, দস্তা
ও সীসার সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। ১৩ যাবান, তুবাল ও মেশেক তোমার সঙ্গে ব্যবসা
করত: তারা ক্রীতদাস ও ব্রঞ্জের মাল দিয়ে তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করত। ১৪ তোগার্মার
লোকেরা ঘোটক, রণ-অশ্ব ও খচ্চরের সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। ১৫ দেদান-সন্তানেরা
তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত, বহু দ্বীপপুঞ্জ তোমার ক্রেতা ছিল: তারা গজদন্তময় শিঙ ও আবলুস
কাঠ তোমার মূল্যরূপে আনত। ১৬ তোমার তৈরী জিনিসের বাহুল্যের কারণে আরাম তোমার সঙ্গে
ব্যবসা করত; সেখানকার লোকেরা বহুমূল্য মণিমুক্তা, বেগুনি, বুটাদার কাপড়, ক্ষোম বস্ত্র এবং
প্রবাল ও পদ্মরাগমণির সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। ১৭ যুদা এবং ইস্রায়েল-দেশও তোমার
সঙ্গে ব্যবসা করত: সেখানকার লোকেরা মিন্নিতের গম, পক্কান্ন, মধু, তেল ও সুরভি মলমের সঙ্গে
তোমার বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময় করত। ১৮ সবরকম ধনের বাহুল্যের জন্য তোমার তৈরী জিনিসের
প্রাচুর্যের কারণে দামাস্কাস তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত, সেখানকার লোকেরা হেলবোনের আঙুররস
ও শুভ্র পশম আনত। ১৯ দান ও যাবান উজাল থেকে এসে তোমার সঙ্গে ব্যবসা করত; তোমার
বিনিময়যোগ্য মালের মধ্যে কান্তলোহা, কাশ ও দারুচিনি থাকত। ২০ দেদান ঘোড়ার জন্য কম্বল

দিয়ে তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত। [২১] আরব এবং কেদারের নেতারা সকলে তোমার ক্রেতা ছিল: মেষশাবক, ভেড়া ও ছাগ, এগুলি বিষয়ে তারা তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত। [২২] শেবার ও রায়েমার ব্যবসায়ীরাও তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত; তারা সবরকম উৎকৃষ্ট গন্ধদ্রব্য ও সবরকম বহুমূল্য পাথর এবং সোনার সঙ্গে তোমার পণ্যের বিনিময় করত। [২৩] হারান, কান্নে, এদেন, শেবার এই ব্যবসায়ীরা, এবং আসিরিয়া ও কিল্‌মাদ তোমার সঙ্গে বাণিজ্য করত: [২৪] এরা তোমার বাজারে তোমার সঙ্গে অপূর্ব বস্ত্র, নীল সুতো, শিল্পিত পোশাক ও শক্ত সুতোয় সেলাইকৃত নানা রঙে বিচিত্র গালিচা বিনিময় করত। [২৫] তার্সিসের জাহাজগুলি তোমার পণ্যের বাহন ছিল।

এইভাবে তুমি নানা সমুদ্রের মাঝে
ধনী ও গৌরবময়ী হলে।
[২৬] তোমার দাঁড়ীরা তোমাকে প্রশস্ত জলে নিয়ে গেল,
কিন্তু গভীর সমুদ্রে পুব বাতাস
তোমাকে ভেঙে ফেলল।
[২৭] তোমার ধন, তোমার যত পণ্যদ্রব্য,
তোমার বিনিময়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী,
তোমার নাবিকেরা, তোমার কর্ণধারেরা,
তোমার ছিদ্র-প্রতিকারক ও দ্রব্য-বিনিময়কারীরা,
তোমার মধ্যে সেই সমস্ত যোদ্ধা,
তোমার মধ্যে সেই জনসমাজ
তোমার পতনের দিনে
নানা সমুদ্র-মাঝে মারা পড়বে।
[২৮] তোমার কর্ণধারদের হাহাকারের শব্দে
উপনগরগুলি কম্পিত হবে।
[২৯] আর সকল দাঁড়ী
নিজ নিজ জাহাজ থেকে নামবে,
নাবিক ও সমুদ্রগামী সকল কর্ণধার
স্থলভূমিতে থাকবে,
[৩০] তোমার জন্য চিৎকার করবে,
তিক্তকণ্ঠে হাহাকার করবে,
মাথায় ধুলা দেবে
ও ছাইয়ে গড়াগড়ি দেবে।
[৩১] তারা তোমার জন্য মাথার চুল খেউরি করবে,
কোমরে চট বাঁধবে,
ও তোমার জন্য তিক্ত দুঃখে
কান্নার সঙ্গে তীব্র চিৎকার তুলবে।
[৩২] তারা শোক করে তোমার জন্য বিলাপ করবে,

তোমার বিষয়ে বিলাপ করে বলবে :
"কে সেই তুরসের মত,
যা এখন সমুদ্রের মাঝখানে ধ্বংসিতা?"
৩৩ সমুদ্রপথে তোমার পণ্যদ্রব্য নানা স্থানে নিয়ে যেতে যেতে
তুমি বহু বহু জাতিকে তৃপ্ত করতে ;
তোমার ধনের ও বিনিময়যোগ্য দ্রব্যের প্রাচুর্যে
তুমি পৃথিবীর রাজাদের ধনবান করতে।
৩৪ এখন তুমি তরঙ্গমালায় নিমজ্জিতা হয়ে
সমুদ্র-গভীরে শুয়ে আছ ;
তোমার বিনিময়যোগ্য দ্রব্য-সামগ্রী ও তোমার সমস্ত নাবিক
তোমার সঙ্গে ডুবে গেল।
৩৫ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীরা সকলে
তোমার দশায় বিহ্বল হল ;
তাদের রাজারা নিতান্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল,
তাদের মুখে আশঙ্কার ভাব!
৩৬ জাতিসকলের ব্যবসায়ীরা আতঙ্কিত হয়ে চিৎকার করে ;
তুমি আতঙ্কের বস্তু হবে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!'

তুরসের জনপ্রধানের বিরুদ্ধে বাণী

২৮ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : ২ 'আদমসন্তান, তুরসের জনপ্রধানকে বল :
প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

যেহেতু তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে,
ও তুমি বলেছ : আমি ঈশ্বর!
আমি গভীর সমুদ্রে ঐশ্বরিক আসনে আসীন!
অথচ তুমি মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও,
তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ,
৩ সেজন্য দেখ, তুমি দানেলের চেয়েও প্রজ্ঞাবান!
রহস্যময় কোন কথা তোমার কাছে আবৃত নয় ;
৪ তোমার প্রজ্ঞায় ও তোমার সুবুদ্ধিতে
তুমি তোমার নিজের প্রতাপ গড়েছ,
তোমার পেটিকায় সোনা ও রুপো জমিয়েছ ;
৫ তোমার মহাজ্ঞান ও বাণিজ্যের ফলে
তোমার ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে,
আর তোমার সেই ঐশ্বর্যে তোমার হৃদয় গর্বিত হয়েছে ;

৬ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
যেহেতু তুমি তোমার মন পরমেশ্বরের মনের সমকক্ষ করেছ ;
৭ সেজন্য দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে
ভিনদেশের মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে হিংস্র জাতিকে আনব,
তারা তোমার পরম প্রজ্ঞার বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত করবে,
তোমার বিভা কলুষিত করবে,
৮ তোমাকে গহ্বরের মধ্যে নিক্ষেপ করবে,
আর তোমার মৃত্যু হবে সমুদ্রের মাঝে মৃতদের মৃত্যুর মত।
৯ তোমার হত্যাকারীদের সামনে
তখন তুমি কি আবার বলবে : আমি ঈশ্বর?
কিন্তু যে তোমাকে বিঁধিয়ে দেবে,
তার হাতে তুমি তো মানুষমাত্র, ঈশ্বর নও।
১০ ভিনদেশের মানুষদের হাতে
তোমার মৃত্যু হবে অপরিচ্ছেদিতদের মৃত্যুর মত,
কারণ আমিই একথা বলেছি।'
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

১১ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল : ১২ 'আদমসন্তান, তুরসের রাজার জন্য
বিলাপগান ধর ; তাকে বল : প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :

তুমি ছিলে পরমসিদ্ধির আদর্শ,
ছিলে প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ, সৌন্দর্যে সিদ্ধ ;
১৩ তুমি পরমেশ্বরের উদ্যানে, সেই এদেনেই থাকতে,
সবরকম বহুমূল্য প্রস্তর, রুধিরাখ্য, পোখরাজ, হীরক, হেমকান্তি, বৈদূর্য,
সূর্যকান্ত, নীলকান্ত, ফিরোজা ও মরকত ছিল তোমার আচ্ছাদন ;
খঞ্জনি ও বাঁশির কারুকার্যের সোনায় তুমি ছিলে অলঙ্কৃত ;
এই সব কিছু তোমার সৃষ্টিদিনেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।
১৪ আমি তোমাকে রক্ষকরূপে
বিস্তৃত ডানা-খেরুব করেছিলাম ;
তুমি ছিলে পরমেশ্বরের পবিত্র পর্বতের উপর,
হেঁটে বেড়াচ্ছিলে অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে।
১৫ তোমার সৃষ্টিদিন থেকে আচরণে তুমি আদর্শবান ছিলে,
যতক্ষণ না তোমার মধ্যে শঠতা দেখা দিল।
১৬ তোমার বাণিজ্য বৃদ্ধির ফলে
তুমি অত্যাচারে ও পাপে পরিপূর্ণ হলে ;
তাই আমি তোমাকে পরমেশ্বরের পর্বত থেকে বিচ্যুত করলাম,

এবং তোমাকে, হে রক্ষী খেরুব, অগ্নিময় প্রস্তরের মধ্যে বিনষ্ট করলাম।
১৭ তোমার হৃদয় তোমার কান্তির কারণে গর্বিত হয়েছিল,
তোমার বিভার কারণে তোমার প্রজ্ঞা বিকৃত হয়েছিল,
তাই আমি তোমাকে মাটিতে ফেলে দিলাম,
রাজাদের সামনে রাখলাম, যেন তারা তোমাকে দেখতে পায়।
১৮ তোমার অপকর্মের ভারে, তোমার বাণিজ্যের অন্যায়ে,
তুমি তোমার পবিত্রধাম কলুষিত করলে,
তাই আমি তোমার মধ্য থেকে এমন আগুন জাগিয়ে তুলেছি,
যা তোমাকে গ্রাস করবে।
আমি তোমার সকল দর্শকের চোখের সামনে
তোমাকে মাটিতে ছাইয়ে পরিণত করলাম।
১৯ জাতিসকলের মধ্যে যত লোক তোমাকে জানে,
তারা সকলে তোমার দশায় বিহ্বল হল;
তুমি আতঙ্কের বস্তু হলে,
তুমি যে চিরকালের মত মিলিয়ে গেলে!'

২০ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২১ 'আদমসন্তান, সিদোনের দিকে মুখ
ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ২২ তাকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

সিদোন, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
আমি তোমাতে আমার গৌরব প্রকাশ করব;
তাতে জানা যাবে যে, আমিই প্রভু,
যখন আমি তোমার উপরে শাস্তি ডেকে আনব
ও তোমার মধ্যে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করব।
২৩ আমি তার বিরুদ্ধে মহামারী প্রেরণ করব,
তখন তার সমস্ত পথে রক্ত বইবে;
খড়্গে বিদ্ধ মানুষেরা তার মধ্যে মারা পড়বে,
কারণ খড়্গ চারদিকে তার উপর উত্তোলিত হবে;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

২৪ তখন যারা ইস্রায়েলকুলকে অবজ্ঞা করে, ইস্রায়েলকুলের জন্য তার সেই চতুর্দিকের
জাতিগুলির মধ্যে জ্বালাজনক কোন হুল কিংবা ব্যথাজনক কোন কাঁটা আর উৎপন্ন হবে না; তাতে
তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।

২৫ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যে জাতিগুলির মধ্যে ইস্রায়েলকুল বিক্ষিপ্ত হয়েছে, তাদের মধ্য
থেকে যখন আমি তাদের সংগ্রহ করব, তখন জাতিসকলের চোখের সামনে আমার পবিত্রতা প্রকাশ
করব। আমি আমার দাস যাকোবকে যে দেশভূমি দিয়েছি, তারা সেই দেশভূমিতে বাস করবে; ২৬
তারা সেখানে ভরসাভরেই বাস করবে, ঘর বাঁধবে, আঙুরবাগান চাষ করবে। তারা ভরসাভরে বাস

করবে, কারণ যারা তাদের অবজ্ঞা করে, সেসময়ে আমি তাদের সেই চতুর্দিকের জাতিগুলিকে শাস্তি দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের পরমেশ্বর।'

মিশরের বিরুদ্ধে বাণী

২৯ দশম বর্ষের দশম মাসে, মাসের দ্বাদশ দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
বলল: ২ 'আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওর দিকে মুখ ফেরাও, এবং তার বিরুদ্ধে ও গোটা
মিশরের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ৩ তুমি একথা বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:

হে মিশর-রাজ ফারাও, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে!
ওহে, নীল নদীর স্রোতস্বিনীর মাঝখানে শুয়ে থাকা প্রকাণ্ড কুমির যে তুমি,
তুমি নাকি বলেছ: নদী আমারই, আমিই তার নির্মাতা!
৪ আমি তোমার হনুতে বড়শি দেব,
তোমার স্রোতস্বিনীর মাছগুলিকে
তোমার আঁশে লাগিয়ে দেব,
এবং স্রোতস্বিনীর মধ্য থেকে তোমাকে তুলে আনব,
তোমার স্রোতস্বিনীর মাছগুলিও তখন
তোমার আঁশে লেগে থাকবে;
৫ আমি তোমার স্রোতস্বিনীর সমস্ত মাছসুদ্ধ
তোমাকে প্রান্তরে ফেলে দেব;
তুমি খোলা মাঠের মাঝে পড়ে থাকবে,
তোমাকে সংগ্রহ করা হবে না,
তোমাকে কবরও দেওয়া হবে না:
আমি তোমাকে বন্যজন্তুদের
ও আকাশের পাখিদের খাদ্যরূপে দেব।
৬ তাতে মিশর-নিবাসীরা সকলে জানবে যে, আমিই প্রভু,
কেননা তারা ইস্রায়েলকুলের পক্ষে
হয়েছিল নলগাছেরই অবলম্বন!
৭ যখন তারা তোমাকে হাতে ধরতে চাইল,
তখন তুমি ফেটে গিয়ে তাদের সমস্ত কাঁধ বিদীর্ণ করেছিলে;
আর যখন তারা তোমাতে ভর করে দাঁড়াতে চাইল,
তখন তুমি ভেঙে গেলে ও তাদের সমস্ত কটিদেশ অসাড় করলে।

৮ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে খড়্গ আনব, ও তোমার
মধ্য থেকে মানুষ ও পশু সকলকেই উচ্ছেদ করব। ৯ মিশর দেশ উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর হবে;
তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু; কেননা তুমি বলছিলে: নদী আমারই, আমিই তার নির্মাতা!
১০ এজন্য দেখ, আমি তোমার ও তোমার স্রোতস্বিনীর বিপক্ষে! আমি মিগ্দোল থেকে সিয়েনে
পর্যন্ত, ও ইথিওপিয়ার সীমানা পর্যন্ত, মিশর দেশকে মরুভূমি ও উৎসন্নস্থান করব। ১১ মানুষের পা

তা দিয়ে যাতায়াত করবে না; পশুর পাও তা দিয়ে যাতায়াত করবে না; তা চল্লিশ বছর ধরে সেই
অবস্থায় থাকবে। [১২] আমি মিশর দেশকে শুষ্ক দেশগুলির মধ্যে উৎসন্নস্থান করব, এবং উচ্ছিন্ন
শহরগুলির মধ্যে তার শহরগুলি চল্লিশ বছর ধরে উৎসন্নস্থান থাকবে; আমি মিশরীয়দের
জাতিসকলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব, তাদের দেশবিদেশে ছড়িয়ে দেব। [১৩] তথাপি প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন: যে সকল জাতির মধ্যে মিশরীয়েরা বিক্ষিপ্ত হবে, চল্লিশ বছর শেষে আমি
সেগুলোর মধ্য থেকে তাদের সংগ্রহ করব: [১৪] আমি তাদের দশা ফেরাব ও তাদের উৎপত্তিস্থান সেই
পাথ্রোস দেশে তাদের ফিরিয়ে আনব; সেখানে তারা ছোট্ট এক রাজ্য হবে। [১৫] অন্যান্য রাজ্যের
চেয়ে তা ছোট্ট হবে, এবং নিজে জাতিগুলির উপরে আর কর্তৃত্ব করবে না; কেননা আমি তাদের
সঙ্কুচিত করব, যেন তারা জাতিগুলির উপরে আর কর্তৃত্ব করতে না পারে। [১৬] মিশর আর
ইস্রায়েলকুলের ভরসা হবে না; বরং মিশর তাদের কাছে তাদের শঠতা স্মরণ করিয়ে দেবে, যেহেতু
একসময় তারা তার কাছ থেকেই সাহায্য প্রত্যাশা করে শঠতা করেছিল; তাতে তারা জানবে যে,
আমিই প্রভু পরমেশ্বর।'

[১৭] সপ্তবিংশ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
বলল: [১৮] 'আদমসন্তান, বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজার নিজ সৈন্যদলকে তুরসের বিরুদ্ধে বিরাট এক
রণ-অভিযানে চালিত করেছে; সকলের মাথা টাকপড়া ও সকলের কাঁধে চামড়া শক্ত হয়েছে; কিন্তু
তুরসের বিরুদ্ধে সে যে রণ-অভিযান চালিয়েছে, তার মজুরি সে বা তার সৈন্য কেউই পায়নি। [১৯]
এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মিশর দেশ বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্রেজারকে দান
করছি; সে তার বিপুল ঐশ্বর্য কেড়ে নেবে, তার সমস্ত কিছু লুট করবে ও ছিনিয়ে নেবে; তা-ই হবে
তার সৈন্যদলের মজুরি। [২০] সে যে রণ-অভিযান চালিয়েছে, তার মজুরি হিসাবে আমি মিশর দেশ
তাকে দান করছি, কেননা তারা আমারই জন্য কাজ করেছে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[২১] সেইদিন আমি ইস্রায়েলকুলের জন্য শক্তিশালী একজনের উদ্ভব ঘটাব, এবং তাদের মাঝে
তোমার মুখ খুলে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

প্রভুর দিন এবং মিশর

৩০ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [২] 'আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও; বল: প্রভু
পরমেশ্বর একথা বলছেন:

তোমরা এই বলে হাহাকার কর: হায়! সে কেমন দিন!
[৩] কারণ সেই দিন সন্নিকট;
হ্যাঁ, প্রভুর সেই দিন সন্নিকট:
মেঘাচ্ছন্ন এক দিন, জাতিগুলির জন্য আশঙ্কারই এক ক্ষণ।
[৪] মিশরের উপরে খড়্গ আসবে,
ও ইথিওপিয়ায় যন্ত্রণা বিরাজ করবে,
কারণ সেসময়ে মিশরে বিদ্ধ লোকেরা মারা পড়বে,
তার সমস্ত ঐশ্বর্য কেড়ে নেওয়া হবে,
ও উৎপাটিত হবে তার ভিত্তিমূল।

৫ ইথিওপিয়া, পুট, লুদ ও সবরকম বিদেশী মানুষ,
এবং কুব ও মিত্রদেশীয় সকল মানুষও
তাদের সঙ্গে খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
৬ প্রভু একথা বলছেন :
মিশরের স্তম্ভ সেই মিত্ররা, তারাও মারা পড়বে,
তার পরাক্রমের গর্ব খর্ব হবে :
মিগ্দোল থেকে সিয়েনে পর্যন্ত তারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে।
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
৭ তারা বিধ্বস্ত দেশগুলির মধ্যে প্রান্তর হবে,
ও তার শহরগুলি হবে উৎসন্নস্থান।
৮ তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু,
যখন আমি মিশরে আগুন লাগাব
ও তার সমস্ত অবলম্বন চূর্ণ হবে।

৯ সেইদিন নিরুদ্বিগ্না সেই ইথিওপিয়ার মধ্যে সন্ত্রাস ছড়াবার জন্য দূতেরা নৌকাযোগে আমার কাছ
থেকে নির্গত হবে; তাই মিশরের সেই দিনটিতে ইথিওপিয়ায় যন্ত্রণা বিরাজ করবে, কেননা দেখ,
সেই দিন আসছে।' ১০ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন : 'আমি বাবিলন-রাজ নেবুকাদ্নেজারের হাত
দ্বারা মিশরের কোলাহল স্তব্ধ করে দেব। ১১ সে ও তার জনগণ, জাতিগুলির মধ্যে সেই অতি নিষ্ঠুর
লোকেরা দেশটাকে বিনাশ করতে আমন্ত্রিত হবে, তখন তারা মিশরের বিরুদ্ধে খড়্গ নিষ্কোষিত
করবে ও দেশকে মৃতদেহে পূর্ণ করবে। ১২ আর আমি স্রোতস্বিনীকে শুষ্ক করব, দেশকে বর্বর
লোকদের কাছে বিক্রি করে দেব, ও বিদেশীদের হাতে দেশ ও সেখানকার সবকিছু ধ্বংস করব :
আমিই, প্রভু, একথা বললাম।'

১৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
'আমি পুতুলগুলিকেও বিনষ্ট করব,
নোফ থেকে সেই অলীক দেবতাদের নিশ্চিহ্ন করব।
মিশর দেশ নেতা-বিহীন হয়ে পড়বে,
সেখানে আমি সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেব,
১৪ পাথ্রোসকে ধ্বংস করব,
তানিসে আগুন লাগাব,
নোর উপরে বিচারদণ্ড আনব।

১৫ আমি মিশরের দৃঢ়দুর্গ সেই সীনের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করব, ও নোর বিপুল জনতাকে
উচ্ছেদ করব; ১৬ মিশরে আগুন লাগাব; যন্ত্রণায় সীন ছট্‌ফট্ করবে; নোতে বাঁধ-প্রাচীরে একটা
গর্ত করা হবে আর জলরাশি বাইরে ভেসে যাবে। ১৭ ওন ও বি-বেশেতের যুবকেরা খড়্গের আঘাতে
মারা পড়বে, এবং সেই সকল শহর বন্দিদশায় চলে যাবে। ১৮ তাফানেসে দিন অন্ধকার হয়ে যাবে,
কেননা তখন সেই জায়গায় আমি মিশরের জোয়ালগুলো ভেঙে ফেলব; তাই তার মধ্যে তার

পরাক্রমের গর্ব নিঃশেষ হয়ে যাবে; সে নিজে মেঘাচ্ছন্ন হবে, ও তার কন্যারা বন্দিদশায় চলে যাবে।
১৯ মিশরের উপরে আমি তেমন বিচারদণ্ড আনব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'
২০ একাদশ বর্ষের প্রথম মাসে, মাসের সপ্তম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
বলল: ২১ 'আদমসন্তান, আমি মিশর-রাজ ফারাওর বাহু ভেঙে দিয়েছি; কিন্তু তুমি দেখতে পাচ্ছ:
খড়্গ-ধারণের উপযুক্ত শক্তি ফিরিয়ে দেবার জন্য তার সেই বাহুর কোন প্রতিকার করা হয়নি, পটি
দিয়েও তা বাঁধা হয়নি, কোন প্রকারেই তা বাঁধা হয়নি। ২২ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
দেখ, আমি মিশর-রাজ ফারাওর বিপক্ষে! আমি তার বলবান বাহু ভেঙে ফেলব, ভাঙা বাহুও ভেঙে
ফেলব, এবং তার হাত থেকে খড়্গ খসাব। ২৩ আমি মিশরীয়দের জাতিগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও
নানা দেশে তাদের ছড়িয়ে দেব। ২৪ আমি বাবিলন-রাজের বাহু বলবান করব, ও তারই হাতে আমার
খড়্গ দেব; কিন্তু ফারাওর বাহু ভেঙে ফেলব, তাই সে ওর সামনে আহত মানুষের মত কাতর
চিৎকার তুলবে। ২৫ আমি বাবিলন-রাজের বাহু বলবান করব, কিন্তু ফারাওর বাহু খসে পড়বে;
তাতে জানা হবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি বাবিলন-রাজের হাতে আমার খড়্গ দেব, এবং সে
মিশর দেশের বিরুদ্ধে তা বাড়াবে। ২৬ আমি মিশরীয়দের জাতিগুলির মধ্যে বিক্ষিপ্ত করব ও নানা
দেশে ছড়িয়ে দেব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

সেই উচ্চ এরসগাছ

৩১ একাদশ বর্ষের তৃতীয় মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
বলল: ২ 'আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওকে ও তার বহুসংখ্যক প্রজাদের বল:

তুমি তোমার মাহাত্ম্যে কার্ মত নিজেকে গণ্য কর?
৩ দেখ, আসিরিয়া ছিল লেবাননের একটা এরসগাছ,
ডালে সে ছিল সুন্দর, ছায়ায় ঘন ও দৈর্ঘ্যে লম্বা;
তার শিখর মেঘমালার মধ্যেই ছিল!
৪ সে জলাশয়ে পুষ্ট হয়েছিল,
অতল গহ্বর তাকে উচ্চ করেছিল;
তার স্রোতস্বিনী তার উদ্যানের চারদিকে বইত,
এবং সে মাঠের গাছপালার মধ্যে তার নানা জলস্রোত প্রবাহিত করত।
৫ এই কারণেই মাঠের সমস্ত গাছপালার চেয়ে
সে দৈর্ঘ্যে অধিক লম্বা ছিল,
এবং সে বড় হওয়ার সময়ে প্রচুর জল পাওয়ার ফলে
তার ডালপালা বৃদ্ধি পেল ও তার শাখা বিস্তৃত হল।
৬ আকাশের সকল পাখি তার ডালে বাসা বাঁধত,
তার শাখার নিচে বনের সকল জন্তু প্রসব করত,
এবং তার ছায়ায় বহু বহু জাতি বসত।
৭ তার সেই মাহাত্ম্যে সে সুন্দর ছিল,
ডালের দৈর্ঘ্যে ছিল মনোহর,

কেননা তার মূল প্রচুর জলের ধারে ছিল।
[৮] পরমেশ্বরের উদ্যানে
তার সমকক্ষ কোন এরসগাছ ছিল না,
দেবদারুগাছও ডালপালায় তার সমান ছিল না,
সাধারণগাছও তার একটামাত্র ডালের মত ছিল না:
পরমেশ্বরের উদ্যানে
কোনও গাছ সৌন্দর্যে তার সমকক্ষ ছিল না!
[৯] আমি তার প্রচুর শাখার মধ্যে তাকে সুন্দর করেছিলাম,
এজন্য পরমেশ্বরের উদ্যানে
এদেনের সমস্ত গাছপালা তাকে হিংসা করত।'

[১০] এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'যেহেতু সে দৈর্ঘ্যে লম্বা হল, মেঘমালার মধ্যে শিখর
স্থাপন করল, ও তার মাহাত্ম্যে তার হৃদয় গর্বিত হল, [১১] সেজন্য আমি তাকে জাতিগুলির নেতার
হাতে তুলে দেব, আর সেই নেতা তার প্রতি তার দুষ্কর্ম অনুযায়ী ব্যবহার করবে। আমি তাকে
পরিত্যাগ করেছি!

[১২] বিদেশীরা, জাতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিষ্ঠুর সেই লোকেরা, তাকে কেটে ফেলল ও পর্বতে
পর্বতে পেতে দিল। এখন তার শাখা প্রতিটি উপত্যকায় পড়ে আছে, এবং তার ভাঙা ডালপালা
দেশের সকল জলপ্রবাহে রয়েছে। পৃথিবীর সকল জাতি তার ছায়া থেকে চলে গেল, তাকে একা
ফেলে রাখল। [১৩] তার পড়া কাণ্ডে আকাশের সকল পাখি বসে, ও তার শাখার মধ্যে বন্যজন্তু বাস
করে; [১৪] সুতরাং: জলের নিকটবর্তী কোন গাছ নিজের দৈর্ঘ্যে গর্ব না করুক, নিজের শিখর
মেঘমালার মধ্যে স্থাপন না করুক, নিজের দৈর্ঘ্যে কোন জলপায়ী গাছের উপর ভরসা না রাখুক,
কেননা সকলের নিরূপিত শেষ দশা হল মৃত্যু, অধোলোক, আদমসন্তানদের মধ্যে ও
পাতালবাসীদের সঙ্গে বসবাস!'

[১৫] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: 'পাতালে তার নেমে যাওয়ার দিনে আমি শোক করলাম; আমি
তার জন্য অতল গহ্বরকে আচ্ছন্ন করলাম, ও তার স্রোতস্বিনীর গতি বন্ধ করলাম, তাতে জলরাশি
শুষ্ক হল; তার জন্য আমি লেবাননকে শোকের পোশাক পরালাম, ও বনের সকল গাছপালা তার
জন্য জীর্ণ হল। [১৬] যখন আমি তাকে অধোলোকে পাতালবাসীদের কাছে ফেলে দিলাম, তখন তার
পতনের শব্দে জাতিগুলিকে কম্পান্বিত করলাম; আর এদেনের সমস্ত গাছপালা, লেবাননের উৎকৃষ্ট
ও শ্রেষ্ঠ জলপায়ী গাছগুলি অধোলোকে সান্ত্বনা পেল। [১৭] তার সঙ্গে তারাও পাতালে খড়্গো বিদ্ধ
লোকদের মধ্যে নেমেছিল, যারা তার বাহুস্বরূপ হয়ে তারই ছায়ায় জাতিগুলির মধ্যে বাস করেছিল।
[১৮] তাই তুমি গৌরবে ও মাহাত্ম্যে এদেনের গাছপালার মধ্যে কার্ মত নিজেকে গণ্য কর? এদেনের
গাছপালার সঙ্গে তোমাকেও অধোলোকে নিক্ষেপ করা হবে; তুমি অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে খড়্গো
বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে। তেমনটি হবে ফারাও ও তার বিপুল জনগণ।' প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি।

ফারাওর উপরে বিলাপ

৩২ দ্বাদশ বর্ষের দ্বাদশ মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে
বলল : ২ 'আদমসন্তান, মিশর-রাজ ফারাওর উদ্দেশে বিলাপগান ধর ; বল :

জাতিগুলির মধ্যে তুমি সিংহ বলেই গণ্য ছিলে ;
কিন্তু তুমি ছিলে জলচর কুমিরের মত,
তুমি তোমার নদনদীর মধ্যে আস্ফালন করতে,
পা দিয়ে জল মলিন করতে,
ও নদনদীর জল কাদাময় করতে।'

৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন :
'আমি বহু জাতির সমাবেশের মধ্যে
তোমার উপরে আমার জাল ফেলব,
আর তারা আমার টানা জালে তোমাকে তুলবে।
৪ তখন আমি তোমাকে স্থলে ছেড়ে দেব,
তোমাকে খোলা মাঠের মাঝে ফেলে রাখব।
আমি তোমার উপরে আকাশের পাখিদের বসাব,
সমস্ত বন্যজন্তুদের তোমাকে দিয়ে তৃপ্ত করব।
৫ আমি পর্বতে পর্বতে তোমার মাংস ফেলব,
তোমার লাশে উপত্যকাগুলি পূর্ণ করব।
৬ তোমা থেকে যে রক্ত ক্ষরে,
সেই রক্ত আমি দেশকে পর্বত পর্যন্ত পান করাব,
আর যত জলপ্রবাহ তোমাতে পরিপূর্ণ হবে।
৭ তুমি নিঃশেষিত হয়ে পড়লে আমি আকাশ আচ্ছাদিত করব,
তার তারানক্ষত্র অন্ধকারময় করব,
সূর্যকে মেঘাচ্ছন্ন করব,
তখন চন্দ্র জ্যোৎস্না দেবে না।
৮ আকাশে যত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক আছে,
সেই সবগুলিকে আমি তোমার উপরে অন্ধকারময় করব,
ও তোমার দেশের উপরে অন্ধকার পাতব।
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
৯ আমি বহু জাতির হৃদয়ে সন্ত্রাস জন্মাব,
যখন তোমার অজানা নানা দেশে
জাতিগুলির মধ্যে তোমার ভঙ্গের কথা জ্ঞাত করব।
১০ তোমার দশায় আমি বহু জাতিকে বিস্মিত করব,
তাদের রাজারা তোমার দশায় রোমাঞ্চিত হবে,

যখন তাদের চোখের সামনেই আমি আমার খড়্গা চালাব।
তোমার পতনের দিনে
তারা প্রত্যেকে নিমেষে নিমেষে
নিজ নিজ প্রাণের জন্য কম্পিত হবে।’
১১ কেননা প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
‘বাবিলন-রাজের খড়্গা তোমার নাগাল পাবে।
১২ আমি বীরপুরুষদের খড়্গোর আঘাতে
নিষ্ঠুরতমই জাতিগুলির খড়্গোর আঘাতে
তোমার বহুসংখ্যক প্রজাদের নিপাত করব;
তারা মিশরের দর্প চূর্ণ করবে,
তখন তার সমস্ত লোকারণ্য নিশ্চিহ্ন হবে।
১৩ আমি মহাজলরাশির ধারে
তার সমস্ত গবাদি পশু উচ্ছেদ করব;
তখন মানুষের পা সেই জল আর মলিন করবে না,
পশুদের ক্ষুরও তা কাদাময় করবে না।
১৪ সেসময়ে আমি সেখানকার জল আবার শান্ত করব,
ও সেখানকার স্রোতস্বিনী তেলের মত প্রবাহিত করব।
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
১৫ যখন আমি মিশর দেশ উৎসন্নস্থান করি
ও তার মধ্যে যা কিছু আছে, তা থেকে দেশকে বঞ্চিত করি,
যখন তার সকল নিবাসীকে আঘাত করি,
তখন জানা হবে যে, আমিই প্রভু।

১৬ এ বিলাপগান। এই বিলাপ গান করা হবে। জাতিগুলির কন্যারাই এই বিলাপগান গাইবে;
মিশরের উপরে ও তার লোকারণ্যের উপরে তারা এই বিলাপগান গাইবে।’ প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
১৭ দ্বাদশ বর্ষে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৮
‘আদমসন্তান, মিশরের লোকারণ্যের বিষয়ে কাতর কণ্ঠে চিৎকার কর; বলবান জাতিগুলির
কন্যাদের সঙ্গে অধোলোকে পাতালগামীদের কাছে তাদের নামিয়ে দাও।
১৯ তুমি কার্ চেয়ে সুন্দর? নেমে যাও, অপরিচ্ছেদিতদের সঙ্গে শুয়ে পড়।
২০ তারা খড়্গো নিহতদের মধ্যে মারা পড়বে, খড়্গাটা সমর্পিত হয়েছে। মিশরের ও তার
বহুসংখ্যক প্রজাদের পতন হল। ২১ পাতালের মধ্য থেকে বীরপুরুষেরা, তার সেই সমর্থনকারীরা,
তাকে উদ্দেশ করে বলবে: এসো, অপরিচ্ছেদিতদের সঙ্গে, খড়্গা-বিদ্ধ মানুষদের সঙ্গে শুয়ে পড়।
২২ সেখানে আসিরিয়া আছে, ও তার কবরের চারদিকে তার সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে; তারা
সকলে নিহত, খড়্গা-বিদ্ধ; ২৩ কেননা তাদের কবর গর্তের গভীর স্থানে দেওয়া হয়েছে, এবং তার
সৈন্যসামন্ত তার কবরের চারদিকে আছে: তারা সকলে নিহত, খড়্গো বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের

দেশে সন্ত্রাস ছড়াত।
২৪ সেখানে এলাম আছে, ও তার কবরের চারদিকে তার সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে; তারা সকলে
নিহত, খড়্গো বিদ্ধ; তারা অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় অধোলোকে নেমে গেছে, যারা জীবিতদের দেশে
সন্ত্রাস ছড়াত। এখন তারা পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন করছে। ২৫ নিহত
লোকদের মধ্যে তার সমস্ত সৈন্য সমেত তার বিছানা পাতা হয়েছে; তার চারদিকে তার কবরগুলো
রয়েছে; তারা সকলে অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়, খড়্গো বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত;
এখন তারা পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন করছে; খড়্গো বিদ্ধ লোকদের
মধ্যেই তাদের রাখা হয়েছে।
২৬ মেশেক, তুবাল সেখানে আছে, ও তাদের কবরের চারদিকে তাদের সমস্ত সৈন্যসামন্তও আছে;
তারা সকলে অপরিচ্ছেদিত অবস্থায়, খড়্গো বিদ্ধ, কেননা জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াত; ২৭ তারা
অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় মারা পড়েছে, তাই সেই বীরপুরুষদের সঙ্গে শুইবে না, যারা নিজ নিজ
যুদ্ধসজ্জাসুদ্ধ পাতালে নেমে গেছে, যাদের খড়্গা তাদের মাথার নিচে রাখা হয়েছে ও যাদের ঢাল
তাদের হাড়ের উপরে রয়েছে, কেননা জীবিতদের দেশে এই বীরপুরুষেরা সন্ত্রাস ছড়াত। ২৮ তাই
তুমিও অপরিচ্ছেদিতদের মধ্যে ও খড়্গো বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে।
২৯ সেখানে এদোম, তার রাজারা ও তার সকল নেতা আছে; পরাক্রান্ত হলেও খড়্গো বিদ্ধ
লোকদের সঙ্গে তাদের রাখা হয়েছে; তারা অপরিচ্ছেদিত লোকদের সঙ্গে ও পাতালগামীদের সঙ্গে
শুয়ে থাকবে।
৩০ সেখানে উত্তরদেশীয় নেতারা সকলে ও সিদোনের সকল লোক আছে; তাদের পরাক্রমজনিত
সন্ত্রাস সত্ত্বেও তারা নিহত লোকদের সঙ্গে নেমে গেছে; তারা খড়্গো বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে
অপরিচ্ছেদিত অবস্থায় শুয়ে রয়েছে, এবং পাতালগামীদের সঙ্গে নিজেদের লজ্জার বোঝা বহন
করছে।
৩১ এই সকলকেই ফারাও দেখবে, এবং তেমন লোকারণ্যের দৃশ্যে সান্ত্বনা পাবে; ফারাও ও তার
সমস্ত সৈন্য খড়্গো বিদ্ধ হবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। ৩২ কেননা যদিও আমিই তাকে দিয়েছি
জীবিতদের দেশে সন্ত্রাস ছড়াতে, তবু ফারাও ও তার সমস্ত লোকারণ্য অপরিচ্ছেদিত লোকদের
মধ্যে, খড়্গো বিদ্ধ লোকদের সঙ্গে শুয়ে থাকবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

প্রহরীরূপে নিযুক্ত নবী

৩৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানদের
কাছে কথা বল; তাদের বল: আমি কোন দেশের বিরুদ্ধে খড়্গা আনলে যদি সেই দেশের লোকেরা
নিজেদের মধ্য থেকে একজন লোককে নিয়ে তাকে প্রহরী নিযুক্ত করে, ৩ এবং সে খড়্গাকে দেশের
বিরুদ্ধে আসতে দেখলে যদি তুরি বাজিয়ে লোকদের সতর্ক করে, ৪ তবে যে কেউ তুরির শব্দ শুনেও
সতর্ক না হয়, যদি খড়্গা এসে পৌঁছে ও তাকে সংহার করে, সে নিজে নিজের সর্বনাশের দায়ী হবে।
৫ সে তুরির শব্দ শুনেও সতর্ক হয়নি: সে নিজে নিজের সর্বনাশের দায়ী হবে; যদি সতর্ক হত, তবে
নিষ্কৃতি পেত। ৬ কিন্তু সেই প্রহরী খড়্গা আসতে দেখলে যদি তুরি না বাজায়, এবং লোকদের সতর্ক
করা না হয়, আর যদি খড়্গা এসে পৌঁছে ও তাদের মধ্যে কাউকে সংহার করে, তবে তার

অপরাধের কারণে তার সংহার হবে বটে, কিন্তু আমি সেই প্রহরীর কাছেই তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব।

[৭] হে আদমসন্তান, আমি তোমাকেই ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রহরীরূপে নিযুক্ত করলাম; আমার মুখের একটা বাণী শুনলে তুমি আমার পক্ষ থেকে তাদের সতর্ক কর। [৮] যখন আমি দুর্জনকে বলি: হে দুর্জন, তুমি মরবেই মরবে, তখন তুমি তার পথের বিষয়ে সেই দুর্জনকে সতর্ক করার জন্য যদি কিছু না বল, তবে সেই দুর্জন নিজের অপরাধের কারণে মরবে বটে, কিন্তু তোমারই কাছে আমি তার রক্তের কৈফিয়ত চাইব! [৯] কিন্তু তুমি সেই দুর্জনকে তার পথ থেকে ফেরাবার জন্য তার পথের বিষয়ে সাবধান বাণীর মত কিছু শোনালে যদি সে তার পথ থেকে না ফেরে, তবে সে তার নিজের অপরাধের কারণে মরবে, কিন্তু তুমি নিজের প্রাণ বাঁচাবে।

[১০] আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুলকে বল: তোমরা নাকি বলে থাক, আমাদের যত অন্যায়, যত পাপের ভার আমাদের উপরেই রয়েছে, ফলে আমরা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছি! কী করে বাঁচব? [১১] তাদের তুমি বল: আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—দুর্জনের মৃত্যুতে আমি প্রীত নই; বরং সে যে নিজের পথ থেকে ফিরে বাঁচে, এতেই আমি প্রীত। তোমরা মন ফেরাও, তোমাদের কুপথ থেকে ফের; কারণ হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা কেন মরবে?

[১২] আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানদের একথাও বল: ধার্মিকজন পাপ করলে তার আগের ধর্মিষ্ঠতা তাকে বাঁচাবে না; আবার দুর্জন দুষ্কর্ম থেকে ফিরলে তার আগের দুষ্কর্ম তার হোঁচটের কারণ হবে না, যেমনটি ধার্মিকজনও পাপ করলে তার আগের ধর্মিষ্ঠতা গুণে বাঁচবে না। [১৩] আমি যখন ধার্মিককে বলি: তুমি বাঁচবে, তখন সে যদি নিজের ধর্মিষ্ঠতায় ভরসা রেখে অন্যায় করে, তবে তার আগের যত ধর্মকর্ম আর স্মরণ করা হবে না; সে যে অন্যায় করেছে, তার কারণে মরবে। [১৪] আর যখন আমি দুর্জনকে বলি: তুমি মরবেই মরবে, তখন সে যদি তার পাপ থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে—[১৫] সেই দুর্জন যদি বন্ধকী দ্রব্য ফেরত দেয়, কেড়ে নেওয়া জিনিস ফিরিয়ে দেয়, এবং অন্যায় না করে জীবনদায়ী বিধিপথে চলে—তবে সে অবশ্যই বাঁচবে, সে মরবে না। [১৬] তার আগেকার সাধিত সমস্ত পাপ তার বিরুদ্ধে আর স্মরণ করা হবে না; সে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করেছে, অবশ্য বাঁচবে।

[১৭] অথচ তোমার জাতির সন্তানেরা নাকি বলছে: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়; কিন্তু তাদেরই ব্যবহার সঠিক নয়! [১৮] ধার্মিকজন যখন নিজের ধর্মিষ্ঠতা থেকে ফিরে অন্যায় করে, তখন সে তার কারণে মরবে। [১৯] আর দুর্জন যখন তার দুষ্কর্ম থেকে ফিরে ন্যায় ও ধর্মাচরণ করে, তখন তার কারণেই বাঁচবে। [২০] অথচ তোমরা নাকি বলছ: প্রভুর ব্যবহার সঠিক নয়। হে ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের ব্যবহার অনুসারে তোমাদের প্রত্যেকের বিচার করব।'

যেরুসালেমের অধিবাসীদের সম্বন্ধে বাণী

[২১] আমাদের নির্বাসনের দ্বাদশ বর্ষের দশম মাসে, মাসের পঞ্চম দিনে, যেরুসালেম থেকে একজন পলাতক আমার কাছে এসে বলল, 'নগরী হস্তগত হয়েছে।' [২২] সেই পলাতকের আসবার আগের সন্ধ্যায় প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এসেছিল, এবং সকালে সেই পলাতক এলে প্রভু আমার মুখ খুলে দিলেন, আমি আর বোবা রইলাম না।

২৩ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২৪ ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েল-দেশভূমিতে
যারা সেই ধ্বংসস্তূপে বাস করে, তারা বলছে: আব্রাহাম একমাত্র ছিলেন আর দেশ
উত্তরাধিকাররূপে পেয়েছিলেন; কিন্তু আমরা অনেক লোক, আমাদেরই কাছে দেশ উত্তরাধিকাররূপে
দেওয়া হয়েছে! ২৫ তাই তুমি তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যখন তোমরা রক্ত সমেত
মাংস খেয়ে থাক, নিজ নিজ পুতুলগুলোর দিকে চোখ তুলে থাক, ও রক্তপাত করে থাক, তখন
তোমরাই কি দেশের উত্তরাধিকারী হবে? ২৬ যখন তোমরা তোমাদের খড়্গে নির্ভর করে থাক, জঘন্য
কর্ম সাধন করে থাক, ও প্রত্যেকে পরের স্ত্রীকে কলুষিত করে থাক, তখন তোমরাই কি দেশের
উত্তরাধিকারী হবে? ২৭ তাই তুমি তাদের একথা বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমার
জীবনেরই দিব্যি! যারা সেই সকল ধ্বংসস্তূপে আছে, তারা খড়্গের আঘাতে মারা পড়বে; আর যে
কেউ মাঠে আছে, তাকে আমি পশুদের কাছে খাদ্যরূপে দেব; এবং যারা শৈলের ফাটলে বা গুহাতে
থাকে, তারা মহামারীতে মরবে। ২৮ আমি দেশকে উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর করব, তার পরাক্রমের
গর্ব খর্ব হবে। ইস্রায়েলের পর্বতমালা ধ্বংসিত হবে, সেই পথ দিয়ে কেউই আর যাবে না। ২৯ তখন
তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের সাধিত সমস্ত জঘন্য কর্মের কারণে দেশকে
উৎসন্নস্থান ও মরুপ্রান্তর করব।

৩০ আদমসন্তান, তোমার জাতির সন্তানেরা প্রাচীরের কাছে ও ঘরের দরজায় দরজায় তোমার
বিষয়ে কথাবার্তা বলে। তারা একে অপরকে বলে: চল, আমরা গিয়ে শুনি প্রভু থেকে কী বাণী
আসছে। ৩১ তারা রীতিমত তোমার কাছে আসে, এবং তোমার সামনে বসে তোমার সমস্ত বাণী
শোনে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না। তারা তো মুখেই মাত্র প্রীত, অথচ তাদের হৃদয় লোভের পিছনে
যায়। ৩২ দেখ, তাদের কাছে তুমি প্রেমগানের মত: কণ্ঠ মধুর ও বাদ্যের ঝঙ্কার সুচারু। তারা
তোমার বাণী শোনে, কিন্তু তা কাজে লাগায় না। ৩৩ কিন্তু যখন এর সিদ্ধি ঘটবে—দেখ, তা
ঘটছেই—তখন তারা জানবে যে, তাদের মধ্যে একজন নবী রয়েছে।’

ইস্রায়েলের পালকেরা

৩৪ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ ‘আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পালকদের
বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; ভবিষ্যদ্বাণী দাও, সেই পালকদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
ইস্রায়েলের সেই পালকদের ধিক্, যারা নিজেদেরই পালন করছে! এ কি বরং উচিত নয় যে,
পালকেরা মেষগুলিকেই পালন করবে? ৩ তোমরা তো দুধ খেয়ে নিজেদের পুষ্ট কর, পশমের কাপড়
পর, সবচেয়ে হৃষ্টপুষ্ট মেষকে বলি দাও, কিন্তু পালকে প্রতিপালন কর না। ৪ যে মেষগুলি দুর্বল,
তাদের তোমরা বলবান করনি, যেগুলি পীড়িত, তাদের যত্ন করনি, যেগুলি ক্ষতবিক্ষত, তাদের
ক্ষতস্থান বাঁধনি, যেগুলি পথভ্রষ্ট, তাদের ফিরিয়ে আননি, যেগুলি পথহারা, তাদের খোঁজ করনি,
বরং নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার চালিয়েই তাদের শাসন করেছ। ৫ পালকের দোষে মেষগুলি
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে; তারা বন্যজন্তুদের শিকার হয়েছে: হ্যাঁ, তারা এখন বিক্ষিপ্ত। ৬ আমার
মেষপাল পর্বতে পর্বতে ও যত উপপর্বতে ভ্রষ্ট হয়ে বেড়াচ্ছে; আমার মেষগুলি সারা পৃথিবী জুড়ে
বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে আছে; আর তাদের অন্বেষণ বা সন্ধান করবে এমন কেউ নেই!

৭ সুতরাং, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী শোন। ৮ আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের

উক্তি—যেহেতু পালকের দোষে আমার পাল শিকারের বস্তু ও আমার মেষগুলি বন্যজন্তুদের খাদ্য
হয়েছে; আরও, যেহেতু আমার পালকেরা আমার পালের অন্বেষণ করেনি, বরং সেই পালকেরা
নিজেদেরই পালন করেছে, আমার মেষপাল পালন করেনি, [৯] সেজন্য, হে পালকেরা, প্রভুর বাণী
শোন। [১০] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি সেই পালকদের বিপক্ষে! আমি তাদের হাত
থেকে আমার মেষপাল আদায় করব, এবং তাদের পালন-দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত করব। সেই
পালকেরা নিজেদের আর পালন করবে না, কেননা আমি আমার মেষগুলিকে তাদের মুখ থেকে
উদ্ধার করব, তাদের খাদ্য হতে দেব না। [১১] কারণ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি
নিজেই আমার মেষপাল খোঁজ করব, তার দিকে দৃষ্টি রাখব। [১২] বিক্ষিপ্ত পালের মধ্যে থাকার সময়ে
পালক যেমন মেষগুলির খোঁজখবর রাখে, তেমনি আমি আমার মেষগুলির খোঁজখবর রাখব।
মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে তারা যেখানে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল, সেই সমস্ত জায়গা থেকে আমি
তাদের উদ্ধার করব। [১৩] আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব, সমস্ত দেশ থেকে
তাদের সংগ্রহ করব, ও আমি তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ফিরিয়ে আনব। আমি ইস্রায়েলের
পর্বতে পর্বতে ও যত উপত্যকায় ও অঞ্চলের সকল চারণভূমিতে তাদের চরাব। [১৪] আমি সেরা
চারণমাঠে তাদের চালনা করব, এবং তাদের ঘেরি হবে ইস্রায়েলের উচ্চ উচ্চ পর্বতের উপর;
সেখানে তারা উত্তম ঘেরিতে শুয়ে বিশ্রাম করবে, এবং ইস্রায়েলের পর্বতমালায় উর্বরতম চারণমাঠে
চরে বেড়াবে। [১৫] আমি নিজেই আমার মেষগুলিকে চরাব, আমি নিজেই তাদের শুইয়ে রাখব—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬] যে মেষ পথহারা আমি তাকে খোঁজ করব, যেটা পথভ্রষ্ট তাকে ফিরিয়ে
আনব, যেটা ক্ষতবিক্ষত তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেব, যেটা দুর্বল তাকে বলবান করব, যেটা হৃষ্টপুষ্ট ও
বলবান তাকে বলি দেব। আমি ন্যায়ের সঙ্গেই তাদের চরাব। [১৭] আর তোমাদের বিষয়ে, হে আমার
মেষপাল, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি মেষ ও মেষের মধ্যে, আবার ভেড়া ও ছাগের
মধ্যে বিচার করব। [১৮] তোমাদের কাছে এ কি সামান্য ব্যাপার যে, উত্তম চারণমাঠে চরছ, আবার
নিজেদের ফেলে রাখা ঘাস পায়ে মাড়িয়ে দিচ্ছ? এবং নির্মল জল পান করছ, আবার বাকিটুকুটা পা
দিয়ে ময়লা করছ? [১৯] আমার মেষগুলির দশা এ: তোমরা যা পায়ে মাড়িয়েছ, সেগুলিকে তা-ই
খেতে হচ্ছে, ও তোমরা যা পা দিয়ে ময়লা করেছ, সেগুলিকে তা-ই পান করতে হচ্ছে!

[২০] সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর তাদের বিষয়ে একথা বলছেন: দেখ, আমি, আমিই হৃষ্টপুষ্ট মেষ ও
রুগ্ন মেষের মধ্যে বিচার করব। [২১] যেহেতু তোমরা পাশ ও কাঁধ দিয়ে ধাক্কা দিতে দিতে ও শিঙ
দিয়ে গুঁতো মারতে মারতে সেগুলিকে বাইরে বিক্ষিপ্ত না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হওনি, [২২] সেজন্য আমি
আমার মেষপালকে ত্রাণ করব, তারা আর শিকারের বস্তু হবে না; এবং আমি মেষ ও মেষের মধ্যে
বিচার করব।

[২৩] তাদের জন্য আমি অনন্য এক পালকের উদ্ভব ঘটাব, যিনি তাদের প্রতিপালন করবেন—তিনি
আমার দাস দাউদ; তিনিই তাদের চরাবেন, তিনিই তাদের পালক হবেন; [২৪] আর আমি প্রভু হব
তাদের আপন পরমেশ্বর, এবং আমার দাস দাউদ তাদের মধ্যে জনপ্রধান হবেন; আমিই, প্রভু,
একথা বললাম। [২৫] আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, হিংস্র যত জন্তুকে দেশ থেকে
দূর করে দেব; তখন তারা নিরাপদে প্রান্তরে বাস করবে ও বনে বনে বিশ্রাম করবে।

[২৬] আমি তাদের সকলকে ও আমার পর্বতের চারদিকের সমস্ত অঞ্চল আশীর্বাদের পাত্র করব:

যথাসময় জলধারা বর্ষণ করব, আর সেই জলধারা হবে আশিসধারা! ২৭ মাঠের গাছপালা ফলশালী
হয়ে উঠবে, ভূমি তার আপন ফসল দেবে, আর তারা তাদের নিজেদের দেশভূমিতে ভরসাভরে বাস
করবে; আর তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, যখন আমি তাদের জোয়ালের ডাণ্ডা ছিন্ন করব,
ও যারা তাদের উপর প্রভুত্ব চালাচ্ছে, তাদের হাত থেকে তাদের উদ্ধার করব। ২৮ তারা জাতিগুলির
লুটতরাজের বস্তু আর হবে না, বন্যজন্তুও তাদের আর গ্রাস করবে না; তারা বরং নিরাপদে বাস
করবে, তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।
২৯ আমি তাদের জন্য উর্বরতম উদ্যান প্রস্ফুটিত করব, তখন দেশের মধ্যে তারা আর ক্ষুধায়
ভুগবে না, এবং জাতিগুলির অপমানও তাদের আর ভোগ করতে হবে না। ৩০ তাতে তারা জানবে
যে, আমি—তাদের পরমেশ্বর প্রভু—তাদের সঙ্গে আছি, এবং তারা—ইস্রায়েলকুল—আমার
আপন জনগণ। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
৩১ আর তোমরা, হে আমার মেষগুলো, তোমরাই আমার আপন চারণভূমির মেষপাল, আর আমি
তোমাদের আপন পরমেশ্বর।'—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

এদোমের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে বাণী

৩৫ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, সেইর পর্বতের দিকে মুখ
ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও। ৩ তাকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে সেইর
পর্বত, দেখ, আমি তোমার বিপক্ষে! আমি তোমার বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়াব, এবং তোমাকে
উৎসন্নস্থান ও আতঙ্কের স্থান করব। ৪ আমি তোমার শহরগুলিকে ধ্বংসস্তূপ করব, আর তুমি
মরুপ্রান্তর হবে; তাতে তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু।
৫ যেহেতু তুমি অন্তরে অনাদিকালীন শত্রুভাব গেঁথে রেখেছ ও ইস্রায়েল সন্তানদের—তাদের সেই
দুর্বিপাকের দিনে যখন তাদের পাপ শেষ মাত্রায় পৌঁছেছিল—খড়্গে তুলে দিয়েছ, ৬ সেজন্য, আমার
জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আমি তোমাকে রক্তের হাতে তুলে দেব আর রক্ত
তোমার পিছনে ধাওয়া করবে; তুমি রক্ত ঘৃণা করনি বিধায় রক্ত তোমার পিছনে ধাওয়া করবে। ৭
আমি সেইর পর্বতকে আতঙ্কের বস্তু ও মরুপ্রান্তর করব, এবং তার উপরে যে কেউ যাতায়াত করবে,
আমি সেই পর্বত থেকে তাদের সকলকে উচ্ছেদ করব। ৮ আমি তোমার পর্বতমালা মৃতদেহে পূর্ণ
করব; তোমার যত উপপর্বতে, তোমার যত উপত্যকায় ও তোমার সমস্ত জলপ্রবাহে খড়্গে বিদ্ধ
মানুষ মারা পড়বে, ৯ আমি তোমাকে চিরন্তন উৎসন্নস্থান করব, এবং তোমার শহরগুলি নিবাসীবিহীন
হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু।
১০ যেহেতু তুমি বলেছ: এই দুই জাতি ও এই দুই দেশ আমারই হবে, আমরাই তাদের অধিকার
করে নেব, যদিও সেখানে প্রভু থাকেন, ১১ সেজন্য আমার জীবনেরই দিব্যি—প্রভু পরমেশ্বরের
উক্তি—তুমি যেমন তাদের প্রতি তোমার ঘৃণা অনুযায়ী ব্যবহার করেছ, তেমনি আমি তোমার সেই
ক্রোধ ও হিংসা অনুযায়ী ব্যবহার করব। আমি যখন তোমার বিচার করব, তখন তাদের খাতিরে
নিজেকে প্রকাশ করব: ১২ তখন তুমি জানবে যে, আমিই প্রভু। ইস্রায়েল-পর্বতমালার বিরুদ্ধে তুমি
যে টিটকারি দিয়েছ, আমি সেই সব শুনেছি; তুমি বলেছ: সেগুলি তো উৎসন্নস্থান, আমাদের
চারণভূমি হওয়ার জন্য সেগুলি আমাদেরই দেওয়া হয়েছে। ১৩ এইভাবে তোমরা আমার বিরুদ্ধে

আস্ফালন করে কথা বলেছ, আমার বিরুদ্ধে বহু কথা বলেছ: আমি সব শুনেছি!
১৪ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু সমগ্র দেশ আনন্দ করেছে, সেজন্য আমি তোমাকে
উৎসন্নস্থান করব; ১৫ হ্যাঁ, তুমি ইস্রায়েলকুলের উত্তরাধিকার উৎসন্ন হয়েছে দেখে যেমন আনন্দ
করেছ, আমি তোমার প্রতি সেইমত ব্যবহার করব; হে সেইর পর্বত, তুমি উৎসন্নস্থান হবে, তুমিও,
এদোম, তুমিও সম্পূর্ণরূপে তা-ই হবে। তাতে জানা হবে যে, আমিই প্রভু।'

ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের জন্য প্রতিশ্রুতি

৩৬ 'এখন, আদমসন্তান, ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বতের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; বল: হে ইস্রায়েলের
পাহাড়পর্বত, প্রভুর বাণী শোন। ২ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: শত্রু তোমাদের বিষয়ে বলেছে:
"কি মজা!" আর, "সেই সনাতন উচ্চস্থানগুলি এখন আমাদেরই অধিকার হল!" ৩ এজন্য তুমি
ভবিষ্যদ্বাণী দাও; বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমাদের প্রতিবেশী লোকেরা
তোমাদের জাতিগুলির বাকি অংশ অধিকার করার জন্য উৎসন্ন করেছে ও চারদিকে গ্রাস করেছে,
এবং তোমরা লোকদের নিন্দার ও টিটকারির পাত্র হয়েছ, ৪ সেজন্য, হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত,
তোমরা প্রভু পরমেশ্বরের বাণী শোন: সেই পর্বত, উপপর্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকাগুলি এবং সেই
উৎসন্ন ধ্বংসস্তূপ ও সেই পরিত্যক্ত শহরগুলি যা চারদিকের জাতিগুলির বাকি অংশের শিকারের বস্তু
ও তাদের হাসির পাত্র হয়েছ, তোমাদের সকলকে উদ্দেশ করে প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন; ৫
হ্যাঁ, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি নিশ্চয়ই সেই জাতিগুলির বাকি অংশের বিরুদ্ধে—
বিশেষভাবে গোটা এদোমের বিরুদ্ধে আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনেই কথা বলছি, কেননা তারা সমস্ত
হৃদয়ের আনন্দে ও প্রাণের অবজ্ঞায় লুটের আশায় চারণভূমি করার জন্য আমার দেশ নিজেদেরই
অধিকার করেছে। ৬ এজন্য তুমি ইস্রায়েল-দেশভূমির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী দাও, এবং সেই পর্বত,
উপপর্বত, জলপ্রবাহ ও উপত্যকাগুলিকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, আমি আমার
উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও আমার রোষে বলছি: যেহেতু তোমরা জাতিগুলির অপমানের বোঝা বহন
করেছ, ৭ সেজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি হাত তুলে শপথ করছি: তোমাদের
চারদিকে যত জাতি আছে, তারাই তাদের নিজেদের অপমানের বোঝা বহন করবে!
৮ কিন্তু তোমরা, হে ইস্রায়েলের পাহাড়পর্বত, তোমরা তোমাদের গাছের শাখা বাড়িয়ে আমার
জনগণ ইস্রায়েলের জন্য ফল উৎপন্ন কর, কেননা তাদের ফিরে আসার দিন সন্নিকট। ৯ কারণ দেখ,
আমি তোমাদের কাছে আসছি, আমি তোমাদের দিকে মুখ ফেরাচ্ছি, তখন তোমাদের উপর আবার
চাষ ও বীজবপন হবে। ১০ তোমাদের উপরে বাস করে যত মানুষ, সেই গোটা ইস্রায়েলকুল, তাদের
সকলকেই আমি বহুসংখ্যক করব; শহরগুলি আবার বাসস্থান হবে, এবং সমস্ত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত
হবে। ১১ তোমাদের উপরে বাস করে যত মানুষ ও যত পশু, তাদের আমি বহুসংখ্যক করব, আর
তারা বংশবৃদ্ধি করবে ও ফলবান হবে; আমি তোমাদের আগের মত বহুসংখ্যক করব, এবং
তোমাদের আদিম অবস্থার চেয়ে বেশিই মঙ্গলদান মঞ্জুর করব; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই
প্রভু। ১২ আমি তোমাদের উপর দিয়ে মানুষকে, আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলকেই যাতায়াত
করাব; তারাই তোমাদের অধিকার করবে, ও তোমরা হবে তাদের উত্তরাধিকার, তাদের তোমরা
আর কখনও সন্তানবিহীন করবে না।

[১৩] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেহেতু তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ একথা বলছে: তুমি
মানুষকে গ্রাস কর, তুমি তোমার জাতিকে সন্তানবিহীন করেছ, [১৪] সেজন্য তুমি মানুষকে আর গ্রাস
করবে না, এবং তোমার জাতিকে আর সন্তানবিহীন করবে না—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৫] আমি
এমনটি করব, যেন তোমাকে জাতিগুলির অপমানজনক কথা আর শুনতে না হয়, যেন তোমাকে
দেশগুলির টিটকারির পাত্র আর হতে না হয়; তুমি তোমার জাতিকে আর সন্তানবিহীন করবে না।'
প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

[১৬] প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: [১৭] 'হে আদমসন্তান, ইস্রায়েলকুল যখন
তার নিজের দেশভূমিতে বাস করত, তখন তার আচরণ ও কাজকর্ম দ্বারা তা কলুষিত করেছিল;
আমার কাছে তাদের আচরণ ছিল স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবের অশুচিতার মত। [১৮] তাই সেই দেশে তারা
যে রক্তপাত করেছিল, এবং তাদের পুতুলগুলো দ্বারা তারা দেশ যে কলুষিত করেছিল, এসব কিছুর
জন্য আমি তাদের উপরে আমার রোষ বর্ষণ করেছিলাম। [১৯] আমি জাতিসকলের মধ্যে তাদের
বিক্ষিপ্ত করেছিলাম, এবং তারা নানা দেশে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল; তাদের আচরণ ও কাজকর্ম
অনুসারেই আমি তাদের বিচার করেছিলাম। [২০] তারা যে দিকে চালিত হল, সেই জাতিসকলের
মাঝে গিয়ে পৌঁছে আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করল, ফলে লোকে তাদের বিষয়ে এখন বলে: এরা
প্রভুর আপন জনগণ, তা সত্ত্বেও দেশ থেকে তাদের বের করে দেওয়া হয়েছে। [২১] কিন্তু আমি আমার
সেই পবিত্র নামের খাতিরেই উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা ইস্রায়েলকুল জাতিসকলের মধ্যে যেখানে গিয়েছে,
সেখানে অপবিত্র করেছে। [২২] তাই তুমি ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে
ইস্রায়েলকুল, আমি তোমাদের খাতিরে নয়, আমার সেই পবিত্র নামের খাতিরেই কাজ করছি, যা
তোমরা যেখানে গিয়েছ, সেখানে জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্র করেছ! [২৩] আমি আমার সেই মহা
নামের পবিত্রতা দেখাতে যাচ্ছি, যা জাতিসকলের মধ্যে অপবিত্রতার বস্তু হয়েছে, যা তোমরা
নিজেরাই তাদের মধ্যে অপবিত্র করেছ। তখনই জাতিসকল জানবে যে, আমিই প্রভু,—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি—যখন আমি তাদের চোখের সামনে তোমাদের মধ্যে আমার পবিত্রতা দেখাব;
[২৪] কারণ আমি জাতিসকলের মধ্য থেকে তোমাদের নেব, সকল দেশ থেকে তোমাদের সংগ্রহ করব,
তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের নিয়ে আসব। [২৫] তোমাদের উপর ছিটিয়ে দেব শুদ্ধ জল
আর তোমরা শুদ্ধ হবে; তোমাদের সমস্ত মলিনতা থেকে, তোমাদের সকল পুতুল থেকে তোমাদের
শোধন করব। [২৬] তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়, তোমাদের অন্তরে রাখব এক নতুন আত্মা।
তোমাদের বুক থেকে সরিয়ে দেব সেই পাথরের হৃদয়, রক্তমাংসেরই এক হৃদয় তোমাদের দেব। [২৭]
তোমাদের অন্তরে রাখব আমার আত্মা, আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি
পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব। [২৮] আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দেশ দিয়েছিলাম,
তোমরা সেই দেশেই বাস করবে; তোমরা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তোমাদের
আপন পরমেশ্বর। [২৯] আমি তোমাদের সমস্ত কলুষ থেকে তোমাদের পরিত্রাণ করব; আমি গম
ডেকে এনে প্রচুর করে দেব, তোমাদের উপর দুর্ভিক্ষ আর ডেকে আনব না। [৩০] আমি গাছের ফল ও
মাঠের ফসল প্রচুর করে দেব, যেন দুর্ভিক্ষের কারণে জাতিসকলের মধ্যে তোমাদের আর অপমান
ভোগ করতে না হয়। [৩১] তখন তোমরা তোমাদের দুর্ব্যবহার ও অসৎ কর্মকাণ্ড স্মরণ করবে, এবং
তোমাদের শঠতা ও জঘন্য কাজকর্মের জন্য নিজেদেরই অধিক ঘৃণা করবে। [৩২] জেনে রাখ—প্রভু

পরমেশ্বরের উক্তি—তোমাদের খাতিরেই যে আমি এই কাজ করছি, এমন নয়। হে ইস্রায়েলকুল, তোমাদের আচরণের জন্য লজ্জিত ও বিষণ্ন হও!
৩৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: যেদিন আমি তোমাদের সমস্ত শঠতা থেকে তোমাদের পরিশুদ্ধ করব, সেদিন তোমাদের শহরগুলিতে তোমাদের পুনরায় বাস করতে দেব, তখন তোমাদের যত ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মিত হবে। ৩৪ আর সেই দেশ, যা পথিকদের চোখে ছিল ধ্বংসস্থান, সেই বিধ্বস্ত দেশে পুনরায় চাষের কাজ চলবে। ৩৫ তখন লোকে বলবে: এই যে দেশ ছিল বিধ্বস্ত এক দেশ, এখন হয়ে উঠেছে এদেন বাগানের মত; এই যে শহরগুলি ছিল উচ্ছিন্ন, ধ্বংসিত, উৎপাটিত, এখন হয়ে উঠেছে সুরক্ষিত নগর, হয়ে উঠেছে বাসস্থান। ৩৬ তাতে তোমাদের চারদিকে যে জাতিগুলি অবশিষ্ট হয়ে রয়েছে, তারা জানতে পারবে যে, আমি প্রভুই বিলুপ্ত যত স্থান পুনর্নির্মাণ করেছি, ও বিধ্বস্ত যত স্থান পুনরায় চাষের ভূমি করেছি। আমিই, প্রভু, একথা বলেছি, আর তাই করব।
৩৭ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: আমি ইস্রায়েলকুলের মিনতিতে আবার সাড়া দেব, ও তাদের জন্য এ মঞ্জুর করব: আমি তাদের মানুষকে মেষপালের মত বহুসংখ্যক করব, ৩৮ পবিত্রীকৃত মেষগুলির মতই বহুসংখ্যক করব—সেই মেষপালেরই মত যা পর্ব-মহাপর্ব উপলক্ষে যেরুসালেমে দেখা যায়। তখন ধ্বংসিত শহরগুলি মানুষপালেই পরিপূর্ণ হবে, তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু।'

শুষ্ক হাড়ের দর্শন

৩৭ প্রভুর হাত আমার উপর নেমে এল: তিনি প্রভুর আত্মায় আমাকে তুলে নিয়ে গিয়ে এমন উপত্যকার মাঝখানে নামিয়ে রাখলেন, যা হাড়ে পরিপূর্ণ ছিল। ২ তিনি সেই সব হাড়ের পাশ দিয়ে আমাকে হাঁটিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেই উপত্যকা জুড়ে সেই হাড়গুলো অসংখ্যই ছিল; আর সবগুলো ছিল শুষ্ক। ৩ তিনি আমাকে বললেন, 'হে আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় কি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে?' আমি উত্তরে বললাম, 'প্রভু পরমেশ্বর, আপনিই জানেন!' ৪ তিনি আমাকে বললেন, 'তুমি এই সমস্ত হাড়ের উপর ভবিষ্যদ্বাণী দাও; এগুলোকে বল: হে শুষ্ক হাড়, প্রভুর বাণী শোন। ৫ প্রভু পরমেশ্বর এই সমস্ত হাড়কে একথা বলছেন: আমি তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু প্রবেশ করাতে যাচ্ছি, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে। ৬ আমি তোমাদের উপরে শিরা দেব, তোমাদের উপরে মাংস বৃদ্ধি পেতে দেব, তোমাদের উপরে চামড়া বিস্তার করব, তোমাদের মধ্যে প্রাণবায়ু দেব, ফলে তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তাতে তোমরা জানবে যে, আমিই প্রভু!'
৭ আমি সেই আজ্ঞামত ভবিষ্যদ্বাণী দিলাম; আর আমি ভবিষ্যদ্বাণী দিতে দিতে একটা শব্দ হল, ঘরঘর শব্দই হল, আর দেখ, এক একটা হাড় যার যার বিশেষ হাড়ের কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। ৮ তখন আমি চেয়ে দেখলাম, আর দেখ, সেগুলোর উপরে শিরা হল, মাংসও বৃদ্ধি পেল, চামড়াও বিস্তারলাভ করল, কিন্তু তাদের মধ্যে প্রাণবায়ু ছিল না। ৯ তিনি আমাকে বললেন: 'প্রাণবায়ুর উদ্দেশে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; হে আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও, প্রাণবায়ুকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে প্রাণবায়ু, চারবায়ু থেকে এসো, এই মৃতদের উপরে ফুৎকার দাও, যেন তারা পুনরুজ্জীবিত হয়।' ১০ আমি তাঁর আজ্ঞামত ভবিষ্যদ্বাণী দিলাম; আর প্রাণবায়ু তাদের মধ্যে প্রবেশ করল এবং তারা পুনরুজ্জীবিত হল ও নিজেদের পায়ে ভর করে দাঁড়াল—তারা ছিল অতিশয়

বিশাল বাহিনী।
১১ তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, এই সমস্ত হাড় হল সমগ্র ইস্রায়েলকুল; দেখ,
তারা নাকি বলছে, "আমাদের হাড় শুষ্ক হয়ে গেছে, আমাদের আশা ভ্রষ্ট হয়েছে, আমরা একেবারে
বিলুপ্ত!" ১২ তাই তুমি ভবিষ্যদ্বাণী দাও, তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে আমার
আপন জনগণ, আমি এখন তোমাদের সমাধিগুহা খুলে দিতে যাচ্ছি, তোমাদের কবর থেকে
তোমাদের পুনরুত্থিত করব, ইস্রায়েল-দেশভূমির দিকে তোমাদের চালনা করব। ১৩ তোমরা তখনই
জানবে যে আমিই প্রভু, আমি যখন, হে আমার আপন জনগণ, তোমাদের কবর খুলে দেব ও
তোমাদের সমাধিগুহা থেকে তোমাদের পুনরুত্থিত করব। ১৪ আমি তোমাদের অন্তরে রাখব আমার
আত্মা, আর তোমরা পুনরুজ্জীবিত হবে; তোমাদের নিজেদের দেশভূমিতে তোমাদের পুনর্বাসন
করাব; তখন তোমরা জানবে যে, আমিই, প্রভু, আমি একথা বলেছি, আর তাই করব।' প্রভুর উক্তি।

যুদা ও ইস্রায়েল হবে এক রাজ্য

১৫ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ১৬ 'আদমসন্তান, এক টুকরো কাঠ তুলে
নিয়ে তার উপরে একথা লেখ: "যুদার জন্য, ও সেই ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য যারা তার প্রতি
বিশ্বস্ত।" পরে আর এক টুকরো কাঠ তুলে নিয়ে তার উপরে লেখ: "এফ্রাইমের কাঠ সেই
যোসেফের জন্য, ও তার প্রতি বিশ্বস্ত ইস্রায়েলকুলের জন্য।" ১৭ তুমি সেই কাঠ দু'টো একে অপরের
সঙ্গে জোড়া দাও যেন এক কাঠ হয়; কাঠ দু'টো তোমার হাতে এক হোক। ১৮ তোমার জাতির
সন্তানেরা যখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করবে, "তোমার কাছে এর অর্থ কী, তা কি আমাদের জানাবে?"
১৯ তখন তুমি উত্তরে তাদের বলবে: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এফ্রাইমের হাতে যোসেফের যে
কাঠ রয়েছে, আমি সেই কাঠ তুলে নিতে যাচ্ছি, সেইসঙ্গে তুলে নিতে যাচ্ছি ইস্রায়েলের সেই
গোষ্ঠীগুলিকে যা তার প্রতি বিশ্বস্ত, এবং সেই কাঠ যুদার কাঠের সঙ্গে জোড়া দেব যেন এক কাঠ
হয়; আমার হাতে তারা এক হবে।
২০ তুমি সেই যে দু'টো কাঠে সেই কথা লিখেছ, তা তাদের দৃষ্টিগোচরে তোমার হাতে রেখে ২১
তাদের বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: দেখ, ইস্রায়েল সন্তানেরা যেখানে যেখানে গিয়েছে,
আমি সেখানকার দেশগুলোর মধ্য থেকে তাদের নেব, চারদিক থেকে তাদের সংগ্রহ করব, ও
তাদের নিজেদের দেশভূমিতে তাদের নিয়ে আসব; ২২ আমি সেই দেশে, ইস্রায়েলের
পাহাড়পর্বতেই, তাদের একমাত্র জাতি করব, ও এক রাজাই তাদের সকলের উপরে রাজা হবে;
তারা আর দুই জাতি হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না। ২৩ তারা তাদের সেই
পুতুলগুলো ও ঘৃণ্য কর্ম দ্বারা এবং তাদের কোন শঠতা দ্বারা নিজেদের অশুচি করবে না; যে সকল
বিদ্রোহ কর্ম সাধনে তারা পাপ করেছে, তাদের সেই সমস্ত দুষ্কর্ম থেকে আমি তাদের ত্রাণ করব;
তাদের পরিশুদ্ধ করব: তারা হবে আমার আপন জনগণ আর আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর।
২৪ আমার দাস দাউদ তাদের উপরে রাজত্ব করবেন, সকলের জন্য থাকবেন একমাত্র পালক; তারা
আমার নিয়মনীতির পথে চলবে আর আমার বিধিগুলো পালনে নিষ্ঠাবান হবে। ২৫ আমি আমার
আপন দাস যাকোবকে যে দেশ দিয়েছি, সেই যে দেশে তাদের পিতৃপুরুষেরা বাস করছিল, সেই
দেশেই তারা বাস করবে; তারা, তাদের সন্তানেরা, ও তাদের সন্তানদের সন্তানসন্ততিরা সেখানে

বাস করবে চিরকালের মত; আর আমার আপন দাস দাউদ তাদের জনপ্রধান হবেন চিরকাল ধরে!
২৬ আমি তাদের সঙ্গে শান্তির এক সন্ধি স্থির করব, তাদের সঙ্গে এমন সন্ধি স্থির করব যা চিরন্তন।
আমি তাদের পুনর্বাসন করাব, তাদের বৃদ্ধি ঘটাব, ও তাদের মাঝে আমার পবিত্রধাম স্থাপন করব
চিরকালের মত। ২৭ তাদের মাঝে থাকবে আমার আবাস: আমি হব তাদের আপন পরমেশ্বর আর
তারা হবে আমার আপন জনগণ। ২৮ তখন দেশগুলো জানবে যে, আমিই প্রভু, যিনি ইস্রায়েলকে
পবিত্র করে তোলেন, যখন আমার পবিত্রধাম তাদের মাঝে থাকবে চিরকাল।'

গোগের বিরুদ্ধে বাণী

৩৮ প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: ২ 'আদমসন্তান, তুমি মাগোগের দেশে
মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা সেই গোগের দিকে মুখ ফেরাও ও তার বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও।
বল: ৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ, এই যে,
আমি তোমার বিপক্ষে! ৪ আমি তোমাকে এদিক ওদিক ঠেলা দেব, তোমার হনুতে বড়শি লাগাব,
এবং তোমাকে ও তোমার সমস্ত সৈন্য, ঘোড়াগুলো ও পূর্ণ অস্ত্রসজ্জিত সমস্ত অশ্বারোহী, বড় ও ছোট
ঢাল-ধারী বিপুল সৈন্যদল, খড়্গাধারী সমস্ত লোককে বাইরে আনাব। ৫ পারস্য, ইথিওপিয়া ও পুট
তাদের সঙ্গী; এরা সকলে ঢাল ও শিরস্ত্রাণ-ধারী; ৬ গোমের ও তার সকল সৈন্যদল, উত্তরদিকের
প্রান্তবাসী তোগার্মার কুল ও তার সকল সৈন্যদল: এই নানা মহাজাতি তোমার সঙ্গী। ৭ তৈরী হও!
নিজেকে প্রস্তুত কর—তুমি ও তোমার কাছে সমাগত তোমার সেই বহুসংখ্যক লোক আমার সেবায়
প্রস্তুত থাক! ৮ বহুদিন কেটে যাবে, পরে তোমাকে হুকুম দেওয়া হবে: শেষ বছরগুলিতে তুমি এমন
এক দেশের বিরুদ্ধে যাবে, যা খড়্গা থেকে রেহাই পেয়েছে ও বহুজাতির মধ্য থেকে ইস্রায়েলের
চিরোৎসন্ন পাহাড়পর্বতে সংগৃহীত হয়েছে। তারা জাতিগুলির মধ্য থেকে স্বদেশে ফিরে এসেছে, আর
এখন সকলে ভরসাভরে বাস করছে। ৯ তুমি এগিয়ে যাবে, ঝড়ঝঞ্ঝার মতই সেখানে গিয়ে পৌঁছবে;
তুমি, তোমার গোটা সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতি এমন একটা মেঘের মত হবে, যা সারা
পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করে।

১০ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সেইদিন নানা বিষয় তোমার মনে পড়বে, আর তুমি একটা
দুরভিসন্ধি আঁটবে। ১১ তুমি বলবে: আমি এই অরক্ষিত দেশের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাব, এই
শান্তশিষ্ট লোকদের আক্রমণ করব যারা নিরুদ্বিগ্নে বাস করছে, যারা সকলে প্রাচীরবিহীন জায়গায়
বাস করছে যেখানে অর্গল বা তোরণদ্বার নেই; ১২ তখন আমি লুট করব, সবকিছু কেড়ে নেব,
তাদের বসতিস্থানগুলি সেই ধ্বংসস্তূপের উপরে, ও দেশগুলোর মধ্য থেকে জড় করা এই জাতির
উপরে হাত বাড়াব যারা পশুপালনে ও ব্যবসা-বাণিজ্যে জীবন কাটায় এবং পৃথিবীর নাভিস্থলে বাস
করে। ১৩ শেবা, দেদান ও তার্সিসের বণিকেরা এবং সেখানকার সকল যুবসিংহ তোমাকে বলবে:
তুমি কি লুট করবার জন্যই এলে? সবকিছু কেড়ে নেবার জন্যই কি তোমার লোকদের জড় করলে?
সোনা-রুপো নিয়ে যাওয়া, পশুধন ও ধনসম্পদ ছিনিয়ে নেওয়া, বিরাট লুটের মাল জয় করা, এ কি
তোমার অভিপ্রায়?

১৪ সুতরাং, হে আদমসন্তান, ভবিষ্যদ্বাণী দাও; গোগকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন:
সেইদিন যখন আমার আপন জনগণ ইস্রায়েল নিরুদ্বিগ্নে বাস করবে, তখন তুমি উঠবে, ১৫ তুমি

তোমার বাসস্থান থেকে, উত্তরদিকের সেই প্রান্ত থেকে আসবে; তুমি ও তোমার সঙ্গী সেই
বহুজাতিও আসবে—সকলে ঘোড়ায় চড়ে আসবে, অসংখ্য এক জনতা, পরাক্রমী এক সৈন্যদল।
১৬ তুমি মেঘের মত দেশ আচ্ছন্ন করতে আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসবে।
অন্তিম দিনগুলিতে এমনটি ঘটবে যে, আমি তোমাকে আমার নিজের দেশ আক্রমণ করতে আনব,
যেন সর্বজাতি আমাকে জানতে পারে, যখন আমি তোমার মধ্য দিয়েই, হে গোগ, তাদের চোখের
সামনে আমার পবিত্রতা দেখাব।

১৭ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: তুমি কি সেই ব্যক্তি নও যার বিষয়ে আমি আমার দাসদের মধ্য
দিয়ে, ইস্রায়েলের সেই নবীদেরই মধ্য দিয়ে পুরাকালে কথা বলেছিলাম? তারা তো সেসময়ে ও
বহুবছর ধরে এই ভবিষ্যদ্বাণী দিল যে, আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাকে পাঠাব। ১৮ কিন্তু সেইদিন
যখন গোগ ইস্রায়েল-দেশভূমি আক্রমণ করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—তখন আমার ক্রোধ জ্বলে
উঠবে। ১৯ আমার উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় ও জ্বলন্ত কোপে আমি তোমাদের বলছি: সেইদিন
ইস্রায়েল-দেশভূমিতে মহা ভূমিকম্প হবে। ২০ সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, বনের জন্তু, মাটির
বুকে চরে সমস্ত সরিসৃপ ও পৃথিবীর বুকে বাস করে যত মানুষ আমার সামনে কম্পিত হবে,
পাহাড়পর্বত পড়ে যাবে, শৈলগিরি চূর্ণ হবে ও যত নগরপ্রাচীর খসে পড়বে। ২১ আর আমি
ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে তার বিরুদ্ধে খড়্গ ডেকে আনব—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি! তাদের
প্রত্যেকের খড়্গ নিজ নিজ ভাইয়ের বিরুদ্ধে ফিরবে; ২২ আর আমি মহামারী ও রক্ত দ্বারা তার যোগ্য
শাস্তি দেব: তার উপরে, তার সমস্ত সৈন্যদলের উপরে ও তার সঙ্গী সেই বহুজাতির উপরে
মুষলধারে বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি, আগুন ও গন্ধক বর্ষণ করব। ২৩ আমি আমার মহত্ত্ব ও পবিত্রতা দেখাব
ও বহুদেশের সামনে নিজেকে প্রকাশ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু!'

৩৯ 'আর তুমি, হে আদমসন্তান, তুমি এখন গোগের বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী দাও; বল: প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন: ওহে মেশেক ও তুবালের প্রধান নেতা যে গোগ, এই যে, আমি তোমার বিপক্ষে! ২
আমি এদিক ওদিক তোমাকে ঠেলা দেব, তোমাকে চালিয়ে বেড়াব, ও উত্তরদিকের প্রান্ত থেকে
তোমাকে এনে ইস্রায়েলের পর্বতমালায় তোমাকে নিয়ে আসব। ৩ আমি তোমার হাতের ধনু ছিন্ন
করব ও তোমার ডান হাত থেকে তোমার যত তীর নিয়ে ছড়িয়ে দেব। ৪ তুমি, তোমার গোটা
সৈন্যদল ও তোমার সঙ্গী সেই বহুজাতি—তোমরা সকলেই ইস্রায়েলের পর্বতে পর্বতে মারা পড়বে;
আমি তোমাকে সবরকম হিংস্র পাখি ও বন্যজন্তুর খাদ্য করব। ৫ খোলা মাঠে তোমাকে নিপাত করা
হবে, কারণ আমিই একথা বললাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি!

৬ আমি মাগোগের উপরে ও যারা নিরুদ্বিগ্ন হয়ে দ্বীপপুঞ্জে বাস করে, তাদের উপরেও আগুন
প্রেরণ করব; তাতে তারা জানবে যে, আমিই প্রভু। ৭ আমি আমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের মধ্যে
আমার পবিত্র নাম জ্ঞাত করব; আর এমনটি হতে দেব না যে, আমার পবিত্র নাম অপবিত্র করা
হবে; তাতে জাতি-বিজাতি জানবে যে, আমিই প্রভু, ইস্রায়েলের মধ্যে পবিত্র! ৮ দেখ, এসব কিছু
ঘটছে ও সিদ্ধিলাভ করছে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—: এ-ই সেই দিন, যে দিনের কথা আমি
বলেছি। ৯ ইস্রায়েলের শহরগুলির অধিবাসীরা বেরিয়ে পড়বে, এবং ঢাল ও ফলক, ধনু ও তীর,
লাঠি ও বর্শা, এসব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সবই পুড়িয়ে দেবে; সেইসব কিছু নিয়ে তারা
সাত বছর ধরে আগুন জ্বালাবে। ১০ তারা মাঠ থেকে কাঠ আনবে না, বনের গাছপালা কাটবে না,

কারণ সেই অস্ত্রশস্ত্র দিয়েই তারা আগুন জ্বালাবে; যারা তাদের ধন লুট করেছিল, এবার তারাই
তাদের ধন লুট করবে; আর যারা তাদের সম্পত্তি কেড়ে নিয়েছিল, এবার তারাই তাদের সম্পত্তি
কেড়ে নেবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

১১ সেইদিন আমি গোগের জন্য সমাধিগুহা-রূপে ইস্রায়েলের মধ্যে নাম করা এক জায়গা স্থির
করব; তা সমুদ্রের পুবদিকে অবস্থিত সেই আবারিম উপত্যকা যা পথিকদের যাত্রাপথ রোধ করে।
সেইখানে গোগকে ও তার সমস্ত লোকারণ্যকে কবর দেওয়া হবে, এবং জায়গাটার নাম
"হামোন-গোগ উপত্যকা" রাখা হবে। ১২ দেশ শুচি করার জন্য ইস্রায়েলকুল তাদের কবর দিতে
সাত মাস ব্যস্ত থাকবে। ১৩ দেশের গোটা জনগণই তাদের কবর দেবে, এবং যে দিন আমার নিজের
গৌরব প্রকাশ করব, তাদের কাছে সেই দিনটি গৌরবময় হবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। ১৪ এমন
লোকদের পৃথক করা হবে যারা, দেশ শুচি করার জন্য, পথিকদের সাহায্যে ভূমির উপরে ফেলে
রাখা মৃতজনদের কবর দেবার জন্য দেশজুড়ে অবিরত যাতায়াত করবে; তারা সপ্তম মাসের শেষে
অনুসন্ধান করতে লাগবে। ১৫ দেশজুড়ে যাতায়াত করতে করতে তারা যখন মানুষের হাড় দেখবে,
তখন তার পাশে একটা স্তম্ভ-চিহ্ন রাখবে; পরে যারা করব দেয়, হামোন-গোগ উপত্যকায় তারা
তাদের কবর দেবে। ১৬ নগরের নাম হামোনা হবে। এইভাবে তারা দেশ শুচি করবে।

১৭ আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: সব জাতের পাখিদের ও সমস্ত বন্যজন্তুকে বল:
জড় হয়ে এসো, সবদিক থেকে আমার যজ্ঞানুষ্ঠানে সমবেত হও, কেননা আমি ইস্রায়েলের
পাহাড়পর্বতের উপরে তোমাদের জন্য এক মহাযজ্ঞ করব, যেন তোমরা মাংস খেতে ও রক্ত পান
করতে পার। ১৮ তোমরা বীরপুরুষদের মাংস খাবে ও ভূপতিদের রক্ত পান করবে: তারা সকলে
বাশানদেশীয় ভেড়া, মেষশাবক, ছাগ ও মোটা–সোটা বৃষ! ১৯ তোমাদের জন্য আমি যে যজ্ঞানুষ্ঠান
প্রস্তুত করব, তাতে তোমরা তৃপ্ত হওয়া পর্যন্তই চর্বি খাবে ও মত্ত হওয়া পর্যন্তই রক্ত পান করবে। ২০
তোমরা আমার ভোজন-টেবিলে ঘোড়া ও পশুবাহন, বীরপুরুষ ও সবরকম যোদ্ধাকে খেয়ে তৃপ্ত
হবে। প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

২১ আমি জাতি-বিজাতির মধ্যে আমার গৌরব প্রকাশ করব, এবং আমি যে দণ্ডাদেশ দেব ও
তাদের উপরে যে হাত রাখব, তা জাতি-বিজাতি সকলেই দেখতে পাবে। ২২ সেদিন থেকে
ইস্রায়েলকুল সবসময়ের মতই জানবে যে, আমি প্রভুই তাদের পরমেশ্বর!'

এজেকিয়েলের ভবিষ্যদ্বাণীর সার কথা

২৩ 'বিজাতীয়েরাও জানবে যে, ইস্রায়েলকুল নিজের অপরাধের কারণেই নির্বাসিত হয়েছিল:
যেহেতু তারা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, সেজন্য আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ
লুকিয়েছিলাম, ও তাদের বিপক্ষদের হাতে তাদের তুলে দিয়েছিলাম যেন তারা সকলে খড়্গের
আঘাতে মারা পড়ে। ২৪ তাদের যেমন মলিনতা ও যেমন অধর্ম, আমি তাদের প্রতি তেমন ব্যবহার
করেছিলাম; আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ লুকিয়েছিলাম।

২৫ এজন্য প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: এখন আমি যাকোবের দশা ফেরাব, গোটা
ইস্রায়েলকুলের প্রতি আমার স্নেহ দেখাব, এবং আমার পবিত্র নামের পক্ষে উদ্যোগী হব। ২৬ তারা
যখন ভরসাভরে নিজেদের দেশভূমিতে বাস করবে, যখন আর কেউই তাদের ভয় দেখাবে না,

তখন তারা আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত বিদ্রোহ-কর্ম সাধন করেছিল, তা সবই ভুলে যাবে। ২৭ যখন
আমি জাতিগুলির মধ্য থেকে তাদের ফিরিয়ে আনব ও তাদের শত্রুদের যত দেশ থেকে তাদের
সংগ্রহ করব, এবং বহুদেশের চোখের সামনে তাদেরই মধ্যে আমার পবিত্রতা প্রকাশ করব, ২৮
তখন তারা জানবে যে, আমিই প্রভু, তাদের পরমেশ্বর, কেননা আমি দেশগুলোর মধ্যে তাদের
নির্বাসিত করার পর তাদেরই নিজেদের দেশভূমিতে একত্রিত করেছি, আর তাদের মধ্যে কাউকেই
সেখানে অবশিষ্ট রাখিনি। ২৯ আমি তাদের কাছ থেকে আমার শ্রীমুখ আর লুকোব না, কারণ আমি
ইস্রায়েলকুলের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

ভাবী নতুন গৃহ

৪০ আমাদের নির্বাসনকালের পঞ্চবিংশ বর্ষে, বর্ষের আরম্ভে, মাসের দশম দিনে, অর্থাৎ
নগরী-পতনের পরে চতুর্দশ বর্ষের সেই দিনে, প্রভুর হাত আমার উপরে নেমে এল: তিনি আমাকে
সেইখানে নিয়ে গেলেন। ২ তিনি ঐশ্বরিক দর্শনযোগে আমাকে ইস্রায়েল দেশে নিয়ে গিয়ে উচ্চতম
এক পর্বতে নামিয়ে রাখলেন যার উপরে, দক্ষিণদিকে, মনে হচ্ছিল, এক নগরী নির্মিত ছিল। ৩ তিনি
আমাকে সেখানে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, এক পুরুষ যাঁর চেহারা ব্রঞ্জের মত, যাঁর হাতে একটা
ক্ষোমের ফিতা ও মাপবার জন্য একটা নল, নগরদ্বারের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ৪ সেই পুরুষ
আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, আমি তোমাকে যা যা দেখাব, তুমি সেইসব কিছু সযত্নে লক্ষ কর,
কান পেতে শোন, সবকিছুতে মনোযোগ দাও, কারণ তোমাকে এজন্যই এখানে আনা হয়েছে, যেন
আমি তোমাকে এইসব কিছু দেখাই। তুমি যা কিছু দেখ, তা ইস্রায়েলকুলকে জানাবে।'
৫ আর দেখ, গৃহের চারদিকে এক প্রাচীর। সেই পুরুষের হাতে যে নল, তা ছিল ছ'হাত লম্বা, এর
প্রতিটি হাত এক হাত চার আঙুল। তিনি মেপে দেখলেন প্রাচীরটা কত পুরু: এক নল; তার
উচ্চতাও মাপলেন: এক নল। ৬ তিনি পুবদ্বারে গেলেন, তার সিঁড়ি দিয়ে উঠলেন, এবং
তোরণদ্বারের চৌকাটের নিম্ন অংশ মাপলেন: এক নল চওড়া। ৭ প্রতিটি কক্ষ এক নল লম্বা ও এক
নল চওড়া; এক এক কক্ষের মধ্যে পাঁচ পাঁচ হাত ব্যবধান ছিল; এবং তোরণদ্বারের বারান্দার পাশে
গৃহের দিকে তোরণদ্বারের চৌকাটের নিম্ন অংশ এক নল ছিল। ৮ তিনি গৃহের দিকে তোরণদ্বারের
বারান্দা মাপলেন: তা ছিল এক নল। ৯ পরে তিনি তোরণদ্বারের বারান্দা মাপলেন: তা ছিল আট
হাত; তার উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: দুই হাত; তোরণদ্বারের বারান্দা গৃহমুখী ছিল। ১০ পুবদ্বারের কক্ষ
এক পাশে তিনটে, অন্য পাশে তিনটে ছিল; তিনটের একই পরিমাপ ছিল; এবং এপাশে ওপাশে
অবস্থিত উপস্তম্ভগুলিরও একই পরিমাপ ছিল। ১১ তিনি তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানের প্রস্থ মাপলেন:
তা ছিল দশ হাত; আর তোরণদ্বারের দৈর্ঘ্য ছিল তেরো হাত। ১২ কক্ষগুলির সামনে এক হাত পুরু
এক নীচু পাঁচিল ছিল; এবং অন্য পাশেও এক হাত পুরু এক নীচু পাঁচিল ছিল; এবং প্রত্যেক কক্ষ
এক পাশে ছ'হাত, এবং অন্য পাশে ছ'হাত ছিল। ১৩ পরে তিনি এক কক্ষের ছাদ থেকে অপর
কক্ষের ছাদ পর্যন্ত তোরণদ্বারের বিস্তার মাপলেন: তা ছিল পঁচিশ হাত, এক প্রবেশদ্বার অপর
প্রবেশদ্বারের সামনে ছিল। ১৪ তিনি উপস্তম্ভগুলি ষাট হাত গণ্য করলেন; এক প্রাঙ্গণ উপস্তম্ভগুলি
পর্যন্ত বিস্তৃত হল, তার চারদিকে তোরণদ্বার ছিল। ১৫ প্রবেশস্থানের তোরণদ্বারের অগ্রদেশ থেকে
ভিতরের তোরণদ্বারের বারান্দার অগ্রদেশ পর্যন্ত পঞ্চাশ হাত ছিল। ১৬ তোরণদ্বারের ভিতরে সবদিকে

কক্ষগুলির ও তার উপস্তম্ভগুলির জালিবদ্ধ জানালা ছিল, তার মণ্ডপগুলিও সেইমত ছিল; জানালাগুলি ভিতরে চারদিকে ছিল; এবং উপস্তম্ভগুলিতে খেজুরগাছ আঁকা ছিল।

১৭ পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, সেখানে অনেক কক্ষ ও চারদিকে প্রাঙ্গণের জন্য নির্মিত এক মেঝে ছিল যা সম্পূর্ণরূপে পাথরে বাঁধা; পাথরবাঁধা সেই মেঝে ধরে ত্রিশটা কক্ষ। ১৮ পাথরবাঁধা সেই মেঝে তোরণদ্বারগুলির পাশে তোরণদ্বারের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী ছিল, এ নিচের পাথরবাঁধা মেঝে। ১৯ পরে তিনি তোরণদ্বারের নিচের অগ্রদেশ থেকে ভিতরের প্রাঙ্গণের অগ্রদেশ পর্যন্ত বাইরের বিস্তার মাপলেন, পুবদিকে ও উত্তরদিকে তা একশ' হাত। ২০ পরে তিনি বাইরের প্রাঙ্গণের উত্তরদ্বারের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার মাপলেন। ২১ তার কক্ষ এক পাশে তিনটে ও অন্য পাশে তিনটে, এবং তার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলির পরিমাপ প্রথম তোরণদ্বারের পরিমাপের মত: পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। ২২ তার জানালা, মণ্ডপ ও আঁকা খেজুরগাছগুলি পুবদ্বারের পরিমাপ অনুরূপ ছিল; লোকেরা সাতটা ধাপ দিয়ে তাতে উঠত; তার সামনে তার মণ্ডপ ছিল। ২৩ উত্তরদ্বারের ও পুবদ্বারের সামনে ভিতরের প্রাঙ্গণের তোরণদ্বার ছিল; তিনি এক তোরণদ্বার থেকে অন্য তোরণদ্বার পর্যন্ত একশ' হাত মাপলেন।

২৪ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদিকে নিয়ে গেলেন, আর দেখ, দক্ষিণদিকে এক তোরণদ্বার; তিনি তার উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি মাপলেন, সেগুলোর একই পরিমাপ ছিল। ২৫ আগের জানালার মত চারদিকে তার ও তার মণ্ডপগুলিরও জানালা ছিল; তোরণদ্বারটি ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। ২৬ সেখানে ওঠবার সাতটা ধাপ ছিল, ও সেগুলির সামনে তার মণ্ডপ ছিল; এবং তার উপস্তম্ভে এক দিকে এক, ও অন্য দিকে এক, এইভাবে আঁকা দুই খেজুরগাছ ছিল। ২৭ দক্ষিণদিকে ভিতরের প্রাঙ্গণের এক তোরণদ্বার ছিল; পরে তিনি দক্ষিণমুখী এক তোরণদ্বার থেকে অন্য তোরণদ্বার পর্যন্ত একশ' হাত মাপলেন।

২৮ পরে তিনি আমাকে দক্ষিণদ্বার দিয়ে ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে গেলেন; এবং আগের পরিমাপ অনুসারে দক্ষিণদ্বার মাপলেন। ২৯ তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি ওই পরিমাপের অনুরূপ ছিল; এবং চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের জানালা ছিল; তোরণদ্বার পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। ৩০ চারদিকে মণ্ডপ ছিল, তা পঁচিশ হাত লম্বা ও পাঁচ হাত চওড়া। ৩১ তার মণ্ডপগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে, এবং তার উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল; এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ। ৩২ পরে তিনি আমাকে পুবমুখী ভিতরের প্রাঙ্গণের মধ্যে নিয়ে গেলেন; এবং ওই পরিমাপ অনুসারে তোরণদ্বার মাপলেন। ৩৩ তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি ওই পরিমাপের অনুরূপ ছিল; এবং চারদিকে তার ও তার মণ্ডপের জানালা ছিল; তোরণদ্বারটি ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। ৩৪ তার মণ্ডপগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে ছিল, এবং এদিকে ওদিকে তার উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল, এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ। ৩৫ পরে তিনি আমাকে উত্তরদ্বারে নিয়ে গেলেন; এবং ওই পরিমাপ অনুসারে তা মাপলেন। ৩৬ তার কক্ষ, উপস্তম্ভ ও মণ্ডপগুলি এবং চারদিকে জানালা ছিল; উত্তরদ্বারটা ছিল পঞ্চাশ হাত লম্বা ও পঁচিশ হাত চওড়া। ৩৭ তার উপস্তম্ভগুলি বাইরের প্রাঙ্গণের পাশে, এবং এদিকে ওদিকে উপস্তম্ভে আঁকা খেজুরগাছ ছিল; এবং তার সিঁড়ির আটটা ধাপ।

৩৮ তোরণদ্বারগুলির উপস্তম্ভের কাছে দরজাসহ একটা করে কক্ষ ছিল; সেখানে লোকেরা

আহুতিবলি ধুয়ে দিত। ৩৯ আর তোরণদ্বারের বারান্দায় এধারে-ওধারে দু'টো করে টেবিল ছিল;
সেগুলোর উপরে আহুতিবলি, পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলি জবাই করা হত। ৪০ তোরণদ্বারের পাশে
বাইরে উত্তরদ্বারের প্রবেশস্থানে সিঁড়ির কাছে দু'টো টেবিল ছিল, আবার তোরণদ্বারের বারান্দার
পার্শ্ববর্তী অন্য পাশে দু'টো টেবিল ছিল। ৪১ তাই তোরণদ্বারের পাশে এধারে-ওধারে চারটে করে
টেবিল ছিল; সবসুদ্ধ আটটা টেবিল: সেগুলির উপরে বলি জবাই করা হত। ৪২ আহুতিবলির জন্য
চারটে টেবিল ছিল, তা খোদাই করা পাথরে নির্মিত, এবং দেড় হাত লম্বা, দেড় হাত চওড়া ও এক
হাত উঁচু ছিল; আহুতি ও অন্য যজ্ঞের বলি যা দিয়ে জবাই করা হত, সেই সকল অস্ত্র সেখানে রাখা
হত। ৪৩ আর চার চার আঙুল চওড়া আঁকড়া চারদিকে দেওয়ালে মারা ছিল, এবং টেবিলগুলির
উপরে অর্ঘ্যের মাংস রাখা হত। ৪৪ ভিতরের তোরণদ্বারের বাইরে ভিতরের প্রাঙ্গণে গায়কদলের
কক্ষগুলি ছিল, একটা ছিল উত্তরদ্বারের পাশে, সেটা দক্ষিণমুখী; আর একটা ছিল পুবদ্বারের পাশে,
সেটা উত্তরমুখী। ৪৫ তিনি আমাকে বললেন, 'এই দক্ষিণমুখী কক্ষ সেই যাজকদের হবে যারা গৃহের
তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত, ৪৬ আর এই উত্তরমুখী কক্ষ সেই যাজকদের হবে যারা যজ্ঞবেদির তত্ত্বাবধানে
নিযুক্ত। এরা সাদোক-সন্তান, লেবি-সন্তানদের মধ্যে এরাই প্রভুর উপাসনার জন্য তাঁর কাছে এগিয়ে
যায়।'

৪৭ পরে তিনি সেই প্রাঙ্গণ মাপলেন: তা একশ' হাত লম্বা ও একশ' হাত চওড়া, চারদিকে সমান
ছিল; গৃহের সামনে ছিল যজ্ঞবেদি। ৪৮ পরে তিনি আমাকে গৃহের বারান্দায় নিয়ে গিয়ে সেই
বারান্দার উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: প্রত্যেকটা এদিকে পাঁচ হাত, ওদিকে পাঁচ হাত; এবং
তোরণদ্বারের বিস্তার এদিকে তিন হাত, ওদিকে তিন হাত ছিল। ৪৯ বারান্দার দৈর্ঘ্য কুড়ি হাত ও প্রস্থ
বারো হাত ছিল; এবং দশ ধাপ দিয়ে লোকে তাতে উঠত; আর উপস্তম্ভের কাছে এদিকে এক স্তম্ভ,
ওদিকে এক স্তম্ভ ছিল।

৪১ পরে তিনি আমাকে বড়কক্ষের কাছে নিয়ে গিয়ে উপস্তম্ভগুলি মাপলেন: সেগুলি এদিকে ছ'হাত,
ওদিকে ছ'হাত চওড়া ছিল, এ-ই তাঁবুর বিস্তার। ২ প্রবেশস্থান দশ হাত লম্বা, ও সেই প্রবেশস্থানের
পাশে এদিকের দেওয়াল পাঁচ হাত, ওদিকের দেওয়াল পাঁচ হাত। পরে তিনি বড়কক্ষ মাপলেন:
চল্লিশ হাত লম্বা ও কুড়ি হাত চওড়া। ৩ ভিতরে প্রবেশ করে তিনি প্রবেশস্থানের প্রত্যেক স্তম্ভ
মাপলেন: দুই হাত; প্রবেশস্থান মাপলেন: ছ'হাত; প্রবেশস্থানের প্রস্থ মাপলেন: সাত হাত। ৪ তিনি
তার দৈর্ঘ্য মাপলেন: কুড়ি হাত; বড়কক্ষের অগ্রদেশে তার প্রস্থ মাপলেন: কুড়ি হাত; পরে তিনি
আমাকে বললেন, 'এ-ই পরম পবিত্রস্থান।'

৫ পরে তিনি গৃহের দেওয়াল মাপলেন: তা ছিল ছ'হাত; পরে চারদিকে গৃহের চার পাশে থাকা
অট্টালিকার প্রস্থ মাপলেন: তা ছিল চার হাত। ৬ এক শ্রেণির উপরে অন্য শ্রেণি, এইভাবে পার্শ্ববর্তী
তিন শ্রেণি কক্ষ, তার এক এক শ্রেণিতে ত্রিশ কক্ষ ছিল; এবং গৃহের গায়ে সংলগ্ন হবার জন্য
চারদিকের সেই পার্শ্ববর্তী সকল কক্ষের জন্য গৃহের গায়ে এক দেওয়াল ছিল; তার উপরে সেই
সমস্ত কিছু নির্ভর করত, কিন্তু গৃহের দেওয়ালে সংবদ্ধ ছিল না। ৭ আর উচ্চতা অনুক্রমে কক্ষগুলি
উত্তরোত্তর চওড়া হয়ে গৃহ ঘিরল, কারণ তা চারদিকে ক্রমে ক্রমে উঁচু হয়ে গৃহ ঘিরল, এজন্য
উচ্চতা অনুক্রমে গৃহের গায়ে উত্তরোত্তর চওড়া হল; এবং সবচেয়ে নিচের শ্রেণি থেকে মধ্যশ্রেণী
দিয়ে সবচেয়ে উঁচু শ্রেণিতে যাবার পথ ছিল। ৮ আরও দেখলাম: ঘরের মেঝে চারদিকে উঁচু, তা

ছিল পাশের কক্ষগুলির ভিত: এই ভিত ছয় ছয় হাত সম্পূর্ণ এক এক নল। [৯] পাশের কক্ষ-শ্রেণির বাইরের যে দেওয়াল, তা পাঁচ হাত চওড়া ছিল, এবং বাকি জায়গা গৃহের পাশের সেই সকল কক্ষের জায়গা ছিল। [১০] কক্ষগুলির মধ্যে গৃহের চারদিকে প্রত্যেক পাশে কুড়ি হাত চওড়া জায়গা ছিল। [১১] আর পাশের কক্ষ-শ্রেণির দুই দরজা সেই খোলা জায়গার দিকে ছিল, একটা দরজা উত্তরমুখী, অন্য দরজা দক্ষিণমুখী ছিল; এবং চারদিকে সেই খোলা জায়গা ছিল পাঁচ হাত চওড়া। [১২] খোলা জায়গার সামনে পশ্চিমদিকে যে দালান ছিল, তার প্রস্থ সত্তর হাত ছিল, এবং চারদিকে সেই দালানের দেওয়াল ছিল পাঁচ হাত পুরু; দেওয়ালটি নব্বই হাত লম্বা ছিল। [১৩] পরে তিনি গৃহের দৈর্ঘ্য মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত; পরে খোলা জায়গার, অট্টালিকার ও তার দেওয়ালের দৈর্ঘ্য মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত। [১৪] পুবদিকে গৃহের ও খোলা জায়গার অগ্রদেশ একশ' হাত চওড়া ছিল। [১৫] তিনি খোলা জায়গার অগ্রদেশে অবস্থিত দালানের দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ তার পিছনে যা ছিল, তা এবং এদিকে ওদিকে তার অপ্রশস্ত বারান্দা মাপলেন: তা ছিল একশ' হাত।

বড়কক্ষের ভিতরটা, প্রাঙ্গণের বারান্দাগুলি, [১৬] চৌকাটগুলি, জালিবদ্ধ জানালাগুলি এবং অপ্রশস্ত বারান্দাগুলি, এক এক প্রবেশস্থানের সামনে চারদিকে কাঠে মোড়া ছিল, মেঝে থেকে জানালা পর্যন্ত, জানালাগুলিতে পরদা ছিল। [১৭] প্রবেশস্থানের উপরের দেশ, অন্তর্গৃহ, বাইরের জায়গা ও সমস্ত দেওয়াল, চারদিকে ভিতরে ও বাইরে যা যা ছিল, সবকিছুর উপরে ছিল [১৮] খেরুবের ও খেজুরগাছের শিল্পকর্ম; দুই দুই খেরুবের মধ্যে এক এক খেজুরগাছ, এবং এক এক খেরুবের দুই দুই মুখ ছিল: [১৯] এক পাশের খেজুরগাছের দিকে মানুষের মুখ, এবং অন্য পাশের খেজুরগাছের দিকে সিংহের মুখ চারদিকে গোটা গৃহে চিত্রিত ছিল। [২০] ভূমি থেকে প্রবেশদ্বারের উপরিভাগ পর্যন্ত বড়কক্ষের দেওয়ালে খেরুব ও খেজুরগাছ চিত্রিত ছিল। [২১] মন্দিরের দ্বারকাঠগুলি চতুষ্কোণ, এবং পবিত্রধামের অগ্রদেশের আকৃতি সেই আকৃতির মত ছিল। [২২] বেদি কাঠের তৈরী, তিন হাত উঁচু ও দুই হাত লম্বা; এবং তার কোণ, পায়া ও গা কাঠের ছিল; পরে তিনি আমাকে বললেন, 'এ প্রভুর সামনে অবস্থিত ভোজন-টেবিল।' [২৩] বড়কক্ষের ও পবিত্রধামের দুই দরজা ছিল, এবং এক এক দরজার দুই দুই পাল্লা ছিল; [২৪] দুই দুই ঘূর্ণি পাল্লা ছিল, অর্থাৎ এক দরজার দুই পাল্লা ও অন্য দরজার দুই পাল্লা ছিল। [২৫] সেইসব কিছু, বড়কক্ষের সেই সমস্ত পাল্লায়, দেওয়ালে শিল্পকর্মের মত খেরুব ও খেজুরগাছ চিত্রিত ছিল। আর বাইরের বারান্দার অগ্রদেশে কাঠের ছাউনি ছিল। [২৬] বারান্দার দুই পাশে, তার এদিকে ওদিকে জালিবদ্ধ জানালা ও আঁকা খেজুরগাছ ছিল। গৃহের পাশের কক্ষগুলি ও বারান্দার ছাউনি এরূপ ছিল।

৪২ পরে তিনি আমাকে উত্তরদিকের পথে বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে গেলেন; এবং খোলা জায়গার সামনে ও দালানের সামনে উত্তরদিকে অবস্থিত কক্ষে নিয়ে গেলেন। [২] অগ্রদেশে উত্তরদিকে তার দৈর্ঘ্য ছিল একশ' হাত, আবার তা ছিল পঞ্চাশ হাত চওড়া। [৩] ভিতরের প্রাঙ্গণের কুড়ি হাতের সামনে এবং বাইরের প্রাঙ্গণের পাথরবাঁধা মেঝের সামনে এক অপ্রশস্ত বারান্দার অনুরূপ অন্য অপ্রশস্ত বারান্দা তৃতীয় তালা পর্যন্ত ছিল। [৪] কক্ষগুলির আগে ভিতরের দিকে দশ হাত চওড়া একশ' হাতের এক পথ ছিল, এবং সবগুলির দরজাগুলো উত্তরমুখী ছিল। [৫] উপরের কক্ষগুলি ছোট ছিল, কেননা দালানের অধঃস্থিত ও মধ্যস্থিত কক্ষ থেকে এগুলির জায়গা অপ্রশস্ত বারান্দা দিয়ে সঙ্কুচিত ছিল। [৬] কেননা সেগুলোর তিন শ্রেণি ছিল, কিন্তু প্রাঙ্গণ-স্তম্ভের সদৃশ স্তম্ভ ছিল না, এজন্য অধঃস্থিত

ও মধ্যস্থিত কক্ষগুলির চেয়ে উপরের কক্ষগুলি সঙ্কুচিত ছিল। ৭ বাইরে কক্ষগুলির অনুবর্তী অথচ
বাইরের প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলির আগে এক প্রাচীর ছিল, তা পঞ্চাশ হাত লম্বা। ৮ কারণ
বাইরের প্রাঙ্গণের পার্শ্ববর্তী কক্ষগুলির দৈর্ঘ্য পঞ্চাশ হাত ছিল, কিন্তু দেখ, বড়কক্ষের আগে তা
একশ' হাতই ছিল। ৯ বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে সেখানে গেলে প্রবেশস্থান এই কক্ষের নিচে পুবদিকে
পড়ত।

১০ প্রাঙ্গণের প্রাচীরের চওড়া পাশে পুবদিকে খোলা জায়গার আগে এবং দালানের আগে
কক্ষ-শ্রেণি ছিল। ১১ সেগুলির আগে যে পথ ছিল, তার আকার উত্তরদিকে থাকা কক্ষগুলির মত
ছিল; দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সেগুলো অনুযায়ী ছিল; আর সেগুলির সমস্ত নির্গম-স্থান ও গঠনও সেই অনুসারে
ছিল। সেগুলোর দরজাগুলো যেমন, ১২ দক্ষিণদিকের কক্ষগুলির দরজাও তেমনি ছিল; এক দরজা
পথের মুখে ছিল; সেই পথ সেখানকার প্রাচীরের আগে, যে আসত, তার পুবদিকে পড়ত। ১৩ পরে
তিনি আমাকে বললেন, 'খোলা জায়গার আগে উত্তর ও দক্ষিণদিকের যে সকল কক্ষ আছে, সেগুলি
পবিত্র কক্ষ। যে যাজকেরা প্রভুর সামনে এগিয়ে আসে, তারা সেখানে পরম পবিত্র দ্রব্যগুলি খাবে;
সেখানে তারা পরম পবিত্র দ্রব্যগুলি, এবং শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলি ও সংস্কার-বলি রাখবে,
কেননা স্থানটি পবিত্র। ১৪ যে সময় যাজকেরা প্রবেশ করে, সেইসময়ে তারা পবিত্র সেই স্থান থেকে
বাইরের প্রাঙ্গণে বাইরে যাবে না; তারা যে যে পোশাক পরে উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করে, সেই
সকল পোশাক সেখানে রাখবে, কেননা সেই সমস্ত কিছু পবিত্র; তারা অন্য পোশাক পরিধান করবে,
পরে জনগণের জায়গায় যাবে।'

১৫ ভিতরের গৃহের পরিমাপ শেষ করার পর তিনি আমাকে বাইরে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন,
এবং তার চারদিক মাপলেন। ১৬ তিনি নল দিয়ে পুব পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা সবসুদ্ধ
পাঁচশ' নল ছিল। ১৭ তিনি উত্তর পাশ মাপলেন, মাপবার নলে তা পাঁচশ' নল। ১৮ তিনি দক্ষিণ পাশ
মাপলেন, মাপবার নলে তা পাঁচশ' নল। ১৯ তিনি পশ্চিম পাশের দিকে ফিরে মাপবার নল দিয়ে
পাঁচশ' নল মাপলেন। ২০ এভাবে তিনি তার চার পাশ মাপলেন; যা পবিত্র ও যা সাধারণ, তার
মধ্যে পার্থক্য রাখবার জন্য তার চারদিকে প্রাচীর ছিল; তা পাঁচশ' নল লম্বা ও পাঁচশ' নল চওড়া
ছিল।

প্রভুর গৌরবের প্রত্যাগমন

৪৩ তখন তিনি আমাকে পুবদ্বারের দিকে নিয়ে গেলেন; ২ আর দেখ, পুবদিক থেকে ইস্রায়েলের
পরমেশ্বরের গৌরব এগিয়ে আসছে; সেই আগমনের শব্দ ছিল মহাজলরাশির শব্দের মত, ও তাঁর
গৌরবে পৃথিবী আলোময় ছিল। ৩ আমি দর্শনে যা দেখতে পেলাম, তা ছিল সেই দর্শনেরই মত যা
আমি সেসময় পেয়েছিলাম যখন নগরী বিনাশের জন্য এসেছিলাম; আবার, এ ঠিক সেই দর্শনেরই
মত যা আমি কেবার নদীর ধারে পেয়েছিলাম। তখন আমি মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়লাম। ৪
প্রভুর গৌরব পুবদ্বারের পথ দিয়ে গৃহে প্রবেশ করল। ৫ আত্মা আমাকে তুলে ভিতরের প্রাঙ্গণে নিয়ে
গেল; আর দেখ, গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল। ৬ সেই পুরুষ তখন আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন,
এমন সময় আমি শুনতে পেলাম, গৃহের মধ্য থেকে কে একজন যেন আমার কাছে কথা বলছেন; ৭
তিনি আমাকে বললেন: 'আদমসন্তান, এ আমার সিংহাসনের স্থান, এ আমার পদতল রাখার স্থান।

এইখানে আমি ইস্রায়েল সন্তানদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে; এবং ইস্রায়েলকুল—
লোকেরা ও তাদের রাজারা—তারা তাদের ব্যভিচার কর্ম দ্বারা, তাদের রাজাদের লাশ দ্বারা,
তাদের স্মৃতিস্তম্ভ দ্বারা আমার পবিত্র নাম আর কলুষিত করবে না। ৮ তারা আমার চৌকাটের নিম্ন
অংশের কাছে তাদের চৌকাটের নিম্ন অংশ, ও আমার চৌকাটের পাশে তাদের চৌকাট দিত, ফলে
আমার ও তাদের মধ্যে কেবল দেওয়ালটা ছিল; তারা তাদের সাধিত যত জঘন্য কর্ম দ্বারা আমার
পবিত্র নাম কলুষিত করত, আর এজন্য আমি জ্বলন্ত ক্রোধে তাদের নিঃশেষ করলাম। ৯ কিন্তু এখন
থেকে তারা তাদের সেই ব্যভিচার ও তাদের রাজাদের লাশ আমা থেকে দূর করে দেবে, আর আমি
তাদের মাঝে বসবাস করব চিরকাল ধরে।

১০ হে আদমসন্তান, তুমি ইস্রায়েলকুলের কাছে এই গৃহের বর্ণনা দাও, যেন তারা তাদের শঠতার
বিষয়ে লজ্জাবোধ করে; তারা এর সমস্ত স্থান মেপে নিক; ১১ আর যদি তারা তাদের সাধিত যত
দুষ্কর্মের বিষয়ে লজ্জাবোধ করে, তবে তুমি তাদের কাছে গৃহের আকার, গঠন, নির্গম-স্থানগুলো ও
প্রবেশস্থানগুলো, তার সমস্ত দিক ও সমস্ত বিধি, তার সমস্ত আকৃতি ও তার সমস্ত নিয়ম ব্যক্ত কর:
সবকিছু তাদের চোখের সামনে লিখিত আকারে রাখ, যেন তারা এই সমস্ত নিয়ম ও বিধি পালন
করে কাজ করে। ১২ গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা এ: পর্বতশিখরে চারদিকেই তার সমস্ত পরিসীমা
পরমপবিত্র। দেখ, এটিই গৃহ সংক্রান্ত ব্যবস্থা।'

যজ্ঞবেদি

১৩ হাত অনুসারে যজ্ঞবেদির পরিমাপগুলো এই; প্রত্যেক হাত এক হাত চার আঙুল। তার মূল
এক হাত উঁচু ও এক হাত চওড়া, এবং চারদিকে তার প্রান্তের বেড় এক বিঘত; এ যজ্ঞবেদির তল।
১৪ আর ভূমিতে অবস্থিত মূল থেকে অধঃস্থিত সোপানাকৃতি পর্যন্ত উচ্চতা ছিল দুই হাত ও প্রস্থ এক
হাত; আবার সেই ছোট সোপানাকৃতি থেকে বড় সোপানাকৃতি পর্যন্ত উচ্চতা ছিল চার হাত ও প্রস্থ
এক হাত। ১৫ বেদির পুণ্যচুল্লি চার হাত; এবং পুণ্যচুল্লি থেকে ঊর্ধ্বমুখী চার শৃঙ্গ ছিল। ১৬ সেই
পুণ্যচুল্লি বারো হাত লম্বা ও বারো হাত চওড়া, চারদিকে সমান। ১৭ সোপানটা চার পাশে চৌদ্দ হাত
লম্বা ও চৌদ্দ হাত চওড়া, তার চারদিকের বেড় আধ হাত, এবং তার মূল চারদিকে এক হাত; তার
ধাপগুলি ছিল পুবমুখী।

১৮ তিনি আমাকে বললেন, 'আদমসন্তান, প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: বলির রক্ত নিবেদন
করার জন্য যে দিন যজ্ঞবেদি তৈরি করা হবে, সেই দিনের জন্য তার সংক্রান্ত বিধি এই। ১৯
সাদোক-গোত্রজাত যে লেবীয় যাজকেরা আমার উপাসনা-কর্ম সম্পাদন করতে আমার কাছে এগিয়ে
আসে, তাদের তুমি—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—পাপার্থে বলিদানের জন্য একটা বাছুর দেবে। ২০
পরে তার রক্তের কিছুটা অংশ নিয়ে বেদির চার শৃঙ্গে, সোপানের চার প্রান্তে ও চারদিকে তার
নিকালে ঢেলে বেদি পাপমুক্ত করবে, ও তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। ২১ পরে তুমি ওই
পাপার্থে বাছুর নিয়ে যাবে, আর পবিত্রধামের বাইরে গৃহের নির্ধারিত জায়গায় তা পুড়িয়ে দেবে। ২২
তুমি দ্বিতীয় দিনে পাপার্থে বলিরূপে খুঁতবিহীন একটা ছাগ উৎসর্গ করবে, বাছুর দিয়ে যেমন
করেছিল, তেমনি এবারও যজ্ঞবেদি পাপমুক্ত করবে। ২৩ তার পাপমুক্তিকরণ শেষ হওয়ার পর তুমি
খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও পালের খুঁতবিহীন একটা ভেড়া উৎসর্গ করবে। ২৪ তুমি সেগুলিকে প্রভুর

সামনে উপস্থিত করবে, এবং যাজকেরা সেগুলির উপরে লবণ ছিটিয়ে প্রভুর উদ্দেশে আহুতিরূপে
সেগুলিকে উৎসর্গ করবে। ২৫ সাত দিন ধরে প্রতিদিন তুমি পাপার্থে বলিরূপে একটা করে ছাগ
উৎসর্গ করবে; আর খুঁতবিহীন একটা বাছুর ও পালের একটা ভেড়া উৎসর্গ করা হবে। ২৬ সাত দিন
ধরে যজ্ঞবেদির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করা হবে, তা শুচীকৃত করা হবে ও প্রতিষ্ঠা করা হবে।
২৭ সেই সকল দিন শেষ হওয়ার পর অষ্টম দিন থেকে যাজকেরা সেই যজ্ঞবেদিতে তোমাদের
আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবে। তখন আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্নতা দেখাব।' প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি।

পবিত্রধামে প্রবেশাধিকার

৪৪ পরে তিনি পবিত্রধামের পুবমুখী বহির্দ্বারে আমাকে ফিরিয়ে আনলেন; তা বন্ধ ছিল। ২ প্রভু
আমাকে বললেন, 'এই তোরণদ্বার বন্ধ থাকবে, খোলা যাবে না; এ দিয়ে কেউ প্রবেশ করবে না;
কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুই এ দিয়ে প্রবেশ করেছেন, আর সেজন্যই তা বন্ধ থাকবে। ৩
জনপ্রধান বলে কেবল সেই জনপ্রধানই প্রভুর সামনে খাবার জন্য এর মধ্যে বসবেন; তিনি এই
তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে ভিতরে আসবেন ও সেই পথ দিয়ে বাইরে যাবেন।'

৪ পরে তিনি উত্তরদ্বারের পথে আমাকে গৃহের সামনে নিয়ে গেলেন; আমি চেয়ে দেখলাম, আর
দেখ, প্রভুর গৃহ প্রভুর গৌরবে পরিপূর্ণ হল; তখন আমি উপুড় হয়ে পড়লাম; ৫ প্রভু আমাকে
বললেন, 'আদমসন্তান, প্রভুর গৃহ সংক্রান্ত সমস্ত বিধি ও সমস্ত নিয়ম বিষয়ে যা কিছু আমি তোমাকে
বলব, তুমি তাতে মনোযোগ দাও, তা ভাল করে লক্ষ কর ও ভাল করে শোন; এবং এই গৃহে
প্রবেশ করার ও পবিত্রধাম থেকে বাইরে যাবার সমস্ত পথের বিষয়ে মনোযোগ দাও। ৬ তুমি সেই
বিদ্রোহী দলকে, সেই ইস্রায়েলকুলকে বল: প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলকুল,
তোমাদের সকল জঘন্য কর্ম যথেষ্ট হয়েছে! ৭ যারা হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত
নয়, সেই বিজাতীয়দেরই তোমরা আমার পবিত্রধামে থাকতে ও আমার গৃহকে অপবিত্র করতে
প্রবেশ করিয়েছ, আর সেইসঙ্গে তোমরা আমার খাদ্য, চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করছিলে ও তোমাদের
জঘন্য কর্ম সাধনে আমার সন্ধি ভঙ্গ করছিলে। ৮ আমার পবিত্র দ্রব্য-সামগ্রী নিজেরা যত্ন না করে
তোমরা বরং অন্য কাউকেই আমার পবিত্রধামের রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়েছ। ৯ প্রভু পরমেশ্বর
একথা বলছেন: হৃদয়েও পরিচ্ছেদিত নয় ও দেহেও পরিচ্ছেদিত নয় এমন বিজাতীয় কোন মানুষই
আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে না—ইস্রায়েল সন্তানদের মধ্যে যে সকল বিজাতীয় মানুষ আছে,
তাদের কেউই প্রবেশ করবেই না!'

লেবীয়দের কথা

১০ আর সেই লেবীয়েরা, ইস্রায়েলের ভ্রান্তির সময়ে যারা আমা থেকে দূরে গেছিল ও তাদের
পুতুলগুলোর অনুগামী হয়েছিল, তারাও নিজেদের অপরাধের দন্ড বহন করবে; ১১ তারা আমার
পবিত্রধামে পরিসেবক হবে, গৃহের সকল তোরণদ্বারে পরিদর্শক ও গৃহের পরিসেবক হবে; তারা
জনগণের জন্য আহুতিবলি ও অন্য বলি জবাই করবে, এবং জনগণের সেবা করার জন্য তাদের
সামনে প্রস্তুত থাকবে। ১২ জনগণের পুতুলগুলোর সামনে তারা জনগণের সেবা করেছিল এবং
ইস্রায়েলকুলের পক্ষে অপরাধের কারণ হয়েছিল বিধায় আমি তাদের বিরুদ্ধে আমার হাত

বাড়ালাম—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি—আর তারা তাদের শঠতার দণ্ড বহন করবে। [১৩] আমার
উদ্দেশে যজনকর্ম করতে তারা আমার কাছে আর এগিয়ে আসবে না, এবং আমার পবিত্র
দ্রব্যগুলির, বিশেষভাবে আমার পরম পবিত্র দ্রব্যগুলির কাছেও আসবে না; কিন্তু তাদের নিজেদের
সাধিত জঘন্য কর্মের লজ্জার বোঝা বহন করবে। [১৪] আমি গৃহের সমস্ত সেবাকর্মে ও তার মধ্যে
করণীয় সমস্ত কর্মে গৃহের তত্ত্বাবধান তাদের হাতে দিচ্ছি।

[১৫] সাদোক-সন্তান সেই লেবীয় যাজকেরা, ইস্রায়েল সন্তানেরা আমাকে ত্যাগ করে বিপথে যাওয়ার
সময় যারা আমার পবিত্রধামের বিধিসকল পালন করেছিল, তারাই আমার সেবা করার জন্য আমার
কাছে এগিয়ে আসবে, এবং আমার উদ্দেশে চর্বি ও রক্ত উৎসর্গ করার জন্য আমার সাক্ষাতে
দাঁড়াবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬] তারাই আমার পবিত্রধামে প্রবেশ করবে, তারাই আমার সেবা
করার জন্য আমার ভোজন-টেবিলের কাছে আসবে ও আমার সমস্ত বিধি রক্ষা করবে। [১৭] ভিতরের
প্রাঙ্গণের তোরণদ্বারে প্রবেশ করার সময়ে তারা ক্ষোম পোশাক পরবে; ভিতরের প্রাঙ্গণের সকল
তোরণদ্বারে ও গৃহের মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদনের সময়ে তাদের গায়ে পশম-জাতীয় কাপড় থাকবে
না। [১৮] তাদের মাথায় ক্ষোম শিরোভূষণ ও কোমরে ক্ষোম জাঙে থাকবে; যা কিছু ঘাম জন্মায়, এমন
কাপড় কোমরে বাঁধবে না। [১৯] যখন তারা বাইরের প্রাঙ্গণে, অর্থাৎ জনগণের কাছে বাইরের প্রাঙ্গণে
বের হবে, তখন তাদের সেবাকর্মের পোশাকগুলি খুলে পবিত্রস্থানের কক্ষে রেখে দেবে, এবং অন্য
পোশাক পরবে, যেন তাদের ওই পোশাক দিয়ে জনগণকে পবিত্রীকরণের অংশী না করে। [২০] তারা
মাথার চুল খেউরি করবে না, লম্বা চুলও রাখবে না, মাথার চুল সাধারণ মাত্রায় কেটে রাখবে। [২১]
ভিতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার দিনে যাজকদের মধ্যে কেউই আঙুররস পান করবে না। [২২] তারা
বিধবাকে কিংবা পরিত্যক্তা কোন স্ত্রীলোককে বধূরূপে নেবে না, কিন্তু ইস্রায়েল-কুলজাত কুমারী
কোন মেয়েকে, কিংবা যাজকের কোন বিধবাকে বধূরূপে নিতে পারবে। [২৩] তারা আমার জনগণকে
পবিত্র ও সাধারণ বস্তুর প্রভেদ শেখাবে, এবং শুচি ও অশুচির প্রভেদ জানাবে। [২৪] বিবাদ হলে তারা
বিচারের জন্য উপস্থিত থাকবে; আমার সকল নিয়মনীতি অনুসারেই বিচার সম্পাদন করবে;
আমার সমস্ত পর্বে আমার নির্দেশগুলি ও আমার সমস্ত বিধি পালন করবে, এবং আমার
সাব্বাৎগুলোর পবিত্রতা বজায় রাখবে। [২৫] তারা কোন মৃতলোকের লাশের কাছে গিয়ে নিজেদের
অশুচি করবে না, কেবল পিতা কি মাতা, ছেলে কি মেয়ে, ভাই কি অবিবাহিতা বোনের জন্যই তারা
অশুচি হতে পারবে। [২৬] যাজক শুচীকৃত হওয়ার পর তার জন্য সাত দিন গুনতে হবে; [২৭] পরে
যেদিন সে পবিত্রধামের মধ্যে সেবাকর্ম সম্পাদন করার জন্য পবিত্রধামে অর্থাৎ ভিতরের প্রাঙ্গণে
প্রবেশ করবে, সেদিন নিজের জন্য পাপার্থে বলি উৎসর্গ করবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [২৮] তাদের
একটা উত্তরাধিকার থাকবে: আমিই তাদের সেই উত্তরাধিকার! ইস্রায়েলের মধ্যে তাদের কোন
স্বত্বাংশ দেওয়া হবে না, আমিই তাদের স্বত্বাংশ। [২৯] শস্য-নৈবেদ্য, পাপার্থে বলি ও সংস্কার বলি হবে
তাদের খাদ্য, এবং ইস্রায়েলের মধ্যে বিনাশ-মানতের সমস্ত বস্তু তাদেরই হবে। [৩০] সমস্ত
প্রথমফসলের মধ্যে সেরা অংশ, এবং তোমাদের সমস্ত অর্ঘ্যের মধ্যে প্রত্যেকটা অর্ঘ্য সবই
যাজকদের হবে; একই প্রকারে তোমরা তোমাদের ছানা ময়দার প্রথমাংশ যাজককে দেবে, যেন
তোমাদের ঘরের উপরে আশীর্বাদ আনতে পার। [৩১] পাখি হোক কি পশু হোক, এবং এমনি মরেছে
বা পশুর কবলে পড়ে বিদীর্ণ হয়েছে এমন পশুর কিছুই যাজকেরা খাবে না।’

দেশ বিভাগ

প্রভুর অংশ

৪৫ 'যখন তোমরা গুলিবাঁটক্রমে দেশকে উত্তরাধিকাররূপে বিভাগ করবে, তখন দেশের একখণ্ড
ভূমি প্রভুর উদ্দেশে পবিত্র ভূমি বলে পৃথক রাখবে: তার দৈর্ঘ্য হবে পঁচিশ হাজার হাত ও প্রস্থ কুড়ি
হাজার হাত: অঞ্চলটা গোটাই পবিত্র হবে। [২] তার মধ্যে পাঁচশ' হাত লম্বা ও পাঁচশ' হাত চওড়া,
চারদিকে চতুষ্কোণ ভূমি পবিত্রধামের জন্য থাকবে; আবার তার বহির্ভাগে চারদিকে পঞ্চাশ হাত
খালি জায়গা থাকবে। [৩] ওই পরিমিত অংশের মধ্যে তুমি পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত
চওড়া ভূমি মাপবে: তারই মধ্যে পবিত্রধাম—পরম পবিত্রস্থান—হবে। [৪] এ-ই হবে দেশের
পবিত্রীকৃত অংশ: অংশটা হবে পবিত্রধামের পরিসেবক যাজকদের জন্য যারা প্রভুর সেবা করার
জন্য এগিয়ে আসে; এ হবে তাদের ঘর-বাড়ির জন্য স্থান ও পবিত্রধামের জন্য পবিত্র স্থান। [৫]
আবার পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি হবে গৃহের পরিসেবক লেবীয়দের
জন্য: এ হবে বাস করার জন্য তাদের নগর। [৬] আর নগরের নিজের অধিকাররূপে তোমরা পবিত্র
অঞ্চলের পাশে পাশে পাঁচ হাজার হাত চওড়া ও পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ভূমি দেবে: এ হবে গোটা
ইস্রায়েলকুলের জন্য।

জনপ্রধানের অংশ এবং তাঁর অধিকার ও কর্তব্য

[৭] আবার পবিত্র অঞ্চলের ও নগরীর অধিকারের দুই পাশে, সেই পবিত্র অঞ্চলের আগে ও নগরীর
অধিকারের আগে, অর্থাৎ পশ্চিম প্রান্তের পশ্চিমে ও পুব প্রান্তের পুবে এবং পশ্চিম সীমানা থেকে পুব
সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত অংশগুলির মধ্যে কোন অংশের সমতুল্য ভূমি জনপ্রধানকেই দেবে। [৮] দেশে এ
ইস্রায়েলের মধ্যে হবে তাঁর স্বত্বাধিকার; তাই আমার নিযুক্ত জনপ্রধানেরা আমার জনগণকে আর
অত্যাচার করবে না, কিন্তু ইস্রায়েলকুলের জন্য যে যার গোষ্ঠী অনুসারে দেশ রাখবে।

[৯] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: হে ইস্রায়েলের জনপ্রধানেরা, আর অত্যাচার নয়! আর অপহরণ
নয়! ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুসারেই ব্যবহার কর; আমার জনগণকে শোষণ করায় ক্ষান্ত হও!—প্রভু
পরমেশ্বরের উক্তি। [১০] ন্যায্য পাল্লা, ন্যায্য এফা ও ন্যায্য বাৎ তোমাদের হোক! [১১] এফা ও বাতের
একই পরিমাণ হবে, যেন বাৎ হোমরের দশ ভাগের এক ভাগ, এফাও হোমরের দশভাগের এক
ভাগ হয়; দু'টোর পরিমাণ হোমরের অনুরূপ হবে। [১২] আর শেকেল কুড়ি গেরা পরিমিত হবে: কুড়ি
শেকেলে, পঁচিশ শেকেলে, ও পনেরো শেকেলে তোমাদের মিনা হবে।

[১৩] তোমরা যে বিশেষ অর্ঘ্য নিবেদন করবে, তা এ: গমের হোমর থেকে এফার ছ'ভাগের এক
ভাগ, ও যবের হোমর থেকে এফার ছ'ভাগের এক ভাগ। [১৪] তেলের বিষয়ে, বাৎ পরিমিত তেলের
নির্দিষ্ট অংশ এক কোর থেকে বাতের দশ ভাগের এক ভাগ; কোর দশ বাৎ পরিমিত অথচ
হোমরের সমান, কেননা দশ বাতে এক হোমর হয়। [১৫] আর ইস্রায়েলের উর্বর ভূমিতে চরে এমন
মেষপাল থেকে দু'শোটা মেষের মধ্যে একটা মেষ; লোকদের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করার উদ্দেশ্যে তা-ই
শস্য-নৈবেদ্যের, আহুতিবলির ও মিলন-যজ্ঞবলির উদ্দেশ্যে হবে—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি। [১৬]
দেশের গোটা জনগণ ইস্রায়েলের জনপ্রধানকে এই অর্ঘ্য দিতে বাধ্য হবে।

[১৭] পর্বে, অমাবস্যায় ও সাব্বাৎ দিনে, ইস্রায়েলকুলের সমস্ত উৎসবে, আহুতিবলি এবং শস্য ও

পানীয়-নৈবেদ্য ব্যবস্থা করার দায়িত্ব জনপ্রধানেরই হবে: তিনি ইস্রায়েলকুলের পক্ষে প্রায়শ্চিত্ত-রীতি
পালন করার জন্য পাপার্থে বলি ও শস্য-নৈবেদ্যের এবং আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গের
ব্যবস্থা করবেন। ১৮ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: প্রথম মাসের প্রথম দিনে তুমি খুঁতবিহীন একটা
বাছুর নিয়ে পবিত্রধাম পাপমুক্ত করবে। ১৯ যাজক সেই পাপার্থে বলির রক্তের কিছুটা নিয়ে গৃহের
চৌকাটে, যজ্ঞবেদির সোপানের চার প্রান্তে, এবং ভিতরের প্রাঙ্গণের তোরণদ্বারের চৌকাটে দেবে।
২০ যে কেউ ভুলবশত বা অজ্ঞতাবশত পাপ করেছে, তার জন্য যাজক সপ্তম মাসের সপ্তম দিনে
সেইমত করবে, এইভাবে তোমরা গৃহের জন্য প্রায়শ্চিত্ত-রীতি পালন করবে। ২১ প্রথম মাসের চতুর্থ
দিনে তোমাদের পাস্কা হবে, তা সাত দিনের উৎসব, খামিরবিহীন রুটি খেতে হবে। ২২ সেই দিনে
জনপ্রধান নিজের জন্য ও দেশের গোটা জনগণের জন্য পাপার্থে বলিরূপে একটা বৃষ উৎসর্গ
করবেন। ২৩ উৎসবের সেই সাত দিনব্যাপী তিনি প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলি হিসাবে সপ্তাহব্যাপী
প্রতিদিন খুঁতবিহীন সাতটা বৃষ ও সাতটা ভেড়া উৎসর্গ করবেন, এবং পাপার্থে বলি হিসাবে
প্রতিদিন একটা ছাগ উৎসর্গ করবেন। ২৪ শস্য-নৈবেদ্যসংক্রান্ত প্রতিটি বৃষের জন্য এক এক এফা ও
ভেড়ার জন্য এক এক এফা ময়দা, ও প্রতিটি এফার জন্য এক এক হিন তেল দেবেন। ২৫ সপ্তম
মাসে, মাসের পঞ্চদশ দিনে, পর্বের সময়ে তিনি পাপার্থে বলি ও আহুতিবলি এবং শস্য-নৈবেদ্য ও
তেল সম্বন্ধে সেই সাত দিনের মত করবেন।'

বিবিধ বিধিনিয়ম

৪৬ 'প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ভিতরের প্রাঙ্গণের পুবদ্বার কাজের ছ' দিন ধরে বন্ধ থাকবে,
কিন্তু সাব্বাৎ দিনে খোলা হবে, এবং অমাবস্যার দিনেও খোলা হবে। ২ জনপ্রধান বাইরে থেকে
তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে প্রবেশ করে তোরণদ্বারের চৌকাটের কাছে দাঁড়াবেন, এবং
যাজকেরা তাঁর আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলিগুলি উৎসর্গ করবে। তিনি তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানে
প্রণিপাত করবেন, পরে বেরিয়ে আসবেন, কিন্তু সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত তোরণদ্বার বন্ধ করা হবে না।
৩ দেশের জনগণ সাব্বাৎ দিনে ও অমাবস্যায় সেই তোরণদ্বারের প্রবেশস্থানে প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত
করবে।

৪ সাব্বাৎ দিনে জনপ্রধানকে প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলিরূপে খুঁতবিহীন ছ'টা মেষশাবক ও
খুঁতবিহীন একটা ভেড়া উৎসর্গ করতে হবে; ৫ শস্য-নৈবেদ্য হিসাবে প্রতিটি ভেড়ার জন্য এক এফা
ময়দা, এবং মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক হিন
তেল। ৬ অমাবস্যার দিনে খুঁতবিহীন একটা বাছুর, এবং ছ'টা মেষশাবক ও একটা ভেড়া—এগুলিও
খুঁতবিহীন হবে। ৭ শস্য-নৈবেদ্য হিসাবে তিনি প্রতিটি বাছুরের জন্য এক এফা, ভেড়ার জন্য এক
এফা ময়দা, ও মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক এক
হিন তেল দেবেন। ৮ জনপ্রধান যখন আসবেন, তখন তোরণদ্বারের বারান্দার পথ দিয়ে প্রবেশ
করবেন, আবার সেই পথ দিয়ে বাইরে যাবেন। ৯ দেশের জনগণ সকল পর্বের সময় যখন প্রভুর
উপস্থিতিতে আসবে, তখন প্রণিপাত করার জন্য যে লোক উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে
দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়ে বাইরে যাবে; এবং যে লোক দক্ষিণদ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে
উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে বাইরে যাবে; যে লোক যে দ্বারের পথ দিয়ে প্রবেশ করবে, সে সেখান দিয়ে

ফিরে যাবে না, কিন্তু তার বিপরীত পথ দিয়েই বাইরে যাবে। [১০] জনপ্রধান তাদের মধ্যে থেকে প্রবেশের সময়ে তাদের মত প্রবেশ করবেন, ও বাইরে যাবার সময়ে তাদের মত বাইরে যাবেন। [১১] উৎসবে ও পর্বে শস্য-নৈবেদ্য হবে প্রতিটি বাছুরের জন্য এক এফা, প্রতিটি ভেড়ার জন্য এক এফা, ও মেষশাবকদের জন্য তাঁর হাতে যতটা উঠবে, এবং প্রতিটি এফার জন্য এক হিন তেল।

[১২] জনপ্রধান যখন প্রভুর উদ্দেশে স্বেচ্ছাকৃত আহুতিবলি বা মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবেন, তখন তাঁর জন্য পুবদ্বার খুলে দিতে হবে। তিনি সাব্বাৎ দিনে যেমন করেন, তেমনি তাঁর নিজের আহুতিবলি ও মিলন-যজ্ঞবলি উৎসর্গ করবেন, পরে বাইরে যাবেন, এবং তিনি বাইরে যাবার পর সেই তোরণদ্বার বন্ধ করা হবে। [১৩] তুমি প্রত্যেক দিন প্রভুর উদ্দেশে আহুতিবলির জন্য এক বছরের একটা খুঁতবিহীন মেষশাবক উৎসর্গ করবে; প্রত্যেক দিন সকালেই তা উৎসর্গ করবে। [১৪] আর প্রত্যেক দিন সকালে তার সঙ্গে শস্য-নৈবেদ্যরূপে এফার ছ'ভাগের এক ভাগ ময়দা, ও সেই সেরা ময়দা আর্দ্র করার জন্য হিনের তিন ভাগের এক ভাগ তেল: এ প্রভুর উদ্দেশে শস্য-নৈবেদ্য, এ নিত্য-নৈমিত্তিক বিধি। [১৫] এইভাবে প্রত্যেক দিন সকালে সেই মেষশাবক, নৈবেদ্য ও তেল উৎসর্গ করা হবে: এ নিত্য-নৈমিত্তিক আহুতি।

[১৬] প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: জনপ্রধান যদি নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কোন একজনকে তাঁর উত্তরাধিকারের কিছু দান করেন, তা উত্তরাধিকার বলে তাদের স্বত্ব হবে। [১৭] কিন্তু তিনি যদি নিজের কোন দাসকে তাঁর উত্তরাধিকারের কিছু দান করেন, তা মুক্তিবর্ষ পর্যন্ত সেই দাসেরই থাকবে, পরে আবার জনপ্রধানের হবে; তাঁর উত্তরাধিকার কেবল তাঁর ছেলেমেয়েদেরই হবে; সেই উত্তরাধিকার তাদেরই। [১৮] জনপ্রধান অত্যাচার করে জনগণকে অধিকারচ্যুত করার জন্য তাদের স্বত্বাধিকার থেকে কিছু নেবেন না; তিনি নিজেরই উত্তরাধিকারের মধ্য থেকে নিজের ছেলেমেয়েদের স্বত্বাধিকার দেবেন, যেন আমার জনগণের কেউই তার নিজের স্বত্বাধিকার থেকে বিচ্যুত না হয়।'

[১৯] পরে তিনি তোরণদ্বারের পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ দিয়ে আমাকে যাজকদের উত্তরমুখী পবিত্র কক্ষ-শ্রেণিতে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, পশ্চিমদিকে পিছনে একটা জায়গা ছিল। [২০] তখন তিনি আমাকে বললেন, 'এই জায়গায় যাজকেরা সংস্কার-বলি ও পাপার্থে বলি রান্না করবে ও নৈবেদ্য ভাজবে; জনগণকে পবিত্রীকরণের অংশী করার অবকাশে প'ড়ে তারা যেন তা বাইরের প্রাঙ্গণে নিয়ে না যায়।' [২১] পরে তিনি আমাকে বাইরের প্রাঙ্গণে এনে সেই প্রাঙ্গণের চার কোণ দিয়ে নিয়ে গেলেন; আর দেখ, ওই প্রাঙ্গণের প্রত্যেকটা কোণে এক এক প্রাঙ্গণ ছিল। [২২] প্রাঙ্গণের চার কোণে চল্লিশ হাত লম্বা ও ত্রিশ হাত চওড়া প্রাচীরে ঘেরা নানা প্রাঙ্গণ ছিল; সেই চার কোণের প্রাঙ্গণগুলির একই পরিমাপ ছিল; [২৩] চারটের মধ্যে প্রত্যেকটার চারদিকের গাঁথনি-শ্রেণির তলায় নানা উনান পাতা ছিল। [২৪] তিনি আমাকে বললেন, 'এগুলো উনান-ঘর, এখানে গৃহের রাধকেরা জনগণের বলি সিদ্ধ করবে।'

গৃহের ঝরনা

৪৭ পরে তিনি আমাকে আবার গৃহের প্রবেশস্থানে ফিরিয়ে আনলেন, আর দেখ, গৃহের চৌকাটের নিম্ন অংশের তলা থেকে জল বেরিয়ে এসে পুবদিকে বয়ে চলছে, কারণ গৃহের সামনের দিকটা পুবমুখী ছিল। সেই জল গৃহের ডান দিকের তলা থেকে নেমে এসে যজ্ঞবেদির ডান পাশ দিয়ে বয়ে

যাচ্ছিল। ২ তিনি উত্তরদ্বারের পথ দিয়ে আমাকে বাইরে নিয়ে গেলেন, এবং বাইরের পথ দিয়ে ঘুরে
ঘুরে পুবদ্বার পর্যন্ত নিয়ে গেলেন; আর আমি দেখতে পেলাম, জল ডান দিক দিয়েই বেরিয়ে
আসছে। ৩ সেই পুরুষ হাতে একটা ফিতা করে পুব দিকে গিয়ে এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই
জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার গোড়ালি পর্যন্ত উঁচু ছিল। ৪ আবার তিনি এক
হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে জল আমার হাঁটু পর্যন্ত উঁচু
ছিল। আবার তিনি এক হাজার হাত মেপে আমাকে সেই জলধারা হেঁটে পার করালেন: সেখানে
জল কোমর পর্যন্ত উঁচু ছিল। ৫ আবার তিনি এক হাজার হাত মাপলেন: সেখানে জলধারা এমন নদী
ছিল যা পার হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না; কারণ সেই জল বেড়ে উঠেছিল, গভীরতম জলাশয়
হয়ে উঠেছিল—এমন নদী যা পায়ে হেঁটে পার হওয়া অসাধ্য। ৬ তখন তিনি আমাকে বললেন, ‘হে
আদমসন্তান, তুমি দেখতে পেয়েছ কি?’

পরে তিনি আমাকে আবার সেই নদীর কূলে নিয়ে গেলেন; ৭ ফিরে তাকিয়ে আমি দেখতে
পেলাম, নদীর কূলে এপারে ওপারে বহু বহু গাছপালা। ৮ তিনি আমাকে বললেন, ‘এই জলধারা
পুবদিকে বয়ে আরাবা সমতল ভূমিতে নেমে সমুদ্রের দিকে যায়, এবং সমুদ্রে প্রবেশ করলে তার
জল নিরাময় হয়। ৯ এই জলস্রোত যেইখানে বয়ে যায়, সেখানকার যত জীবজন্তু বাঁচবে; মাছও
সেখানে অধিক প্রচুর হবে, কারণ এই জলধারা যেইখানে বয়ে যায়, সেখানে নিরাময় করে, এবং
জলস্রোতটা যেখানে গিয়ে পৌঁছবে, সেখানে সবকিছু সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে। ১০ তার তীরে জেলেরা
থাকবে, এন্-গেদি থেকে এন্-এগ্লাইম পর্যন্ত বহু বহু জাল নেড়ে দেওয়া থাকবে। মাছগুলো—নিজ
নিজ জাত অনুযায়ী—মহাসমুদ্রের মাছের মতই প্রচুর হবে। ১১ কিন্তু তার বিল ও জলাভূমির
নিরাময় হবে না: লবণাক্ত থাকা-ই সেগুলোর দশা। ১২ নদীর ধারে এপারে ওপারে সবরকম ফলদায়ী
গাছ গজে উঠবে, যেগুলোর পাতা কখনও ম্লান হবে না; সেগুলো ফলদানেও কখনও ক্ষান্ত হবে না,
মাসে মাসে তাদের ফল পাকবে, কারণ তাদের জল পবিত্রধাম থেকেই বেরিয়ে আসে; তাদের ফল
খেতে রুচিকর হবে, ও তাদের পাতা হবে আরোগ্যদায়ী।’

দেশের সীমানা

১৩ প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন: ‘তোমরা যোসেফকে দু’টো অংশ দিয়ে ইস্রায়েলের বারোটা
গোষ্ঠীর মধ্যে উত্তরাধিকাররূপে যে দেশ ভাগ ভাগ করে দেবে, তার এলাকা এই: ১৪ তোমরা সকলে
সমান সমান অংশ পাবে; কারণ আমি তোমাদের পিতৃপুরুষদের এই দেশ দেব বলে হাত উচ্চ করে
শপথ করেছিলাম; সুতরাং এদেশ উত্তরাধিকাররূপে তোমাদেরই হবে। ১৫ দেশের সীমানা এই:
উত্তরদিকে মহাসমুদ্র থেকে জেদাদের প্রবেশস্থান পর্যন্ত হেৎলোনের পথ; ১৬ হামাৎ, বেরোথা,
সিব্রাইম, যা দামাস্কাসের এলাকা ও হামাতের এলাকার মধ্যে অবস্থিত; হাউরানের সীমানার কাছে
অবস্থিত হাৎসের-তিকোন। ১৭ আর সমুদ্র থেকে সীমানা দামাস্কাসের এলাকায় অবস্থিত
হাৎসের-এনন পর্যন্ত যাবে, আর উত্তরদিকে হামাতের এলাকা: এ উত্তরপ্রান্ত। ১৮ পুবদিকে হাউরান,
দামাস্কাস ও গিলেয়াদের এবং ইস্রায়েল-দেশের মধ্যবর্তী যর্দনই সীমানা; এবং এই সীমানা পুব
সমুদ্র ও তামার পর্যন্ত মাপবে: এ পুবপ্রান্ত। ১৯ দক্ষিণপ্রান্ত দক্ষিণে তামার থেকে মেরিবা-কাদেশ
জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত: নেগেবের দিকে এ দক্ষিণপ্রান্ত। ২০ পশ্চিমপ্রান্ত

মহাসমুদ্র; দক্ষিণ সীমানা থেকে হামাতের প্রবেশস্থান পর্যন্ত এ পশ্চিমপ্রান্ত।
[২১] এইভাবে তোমরা ইস্রায়েলের গোষ্ঠীগুলি অনুসারে নিজেদের মধ্যে এই দেশ বিভাগ করবে। [২২]
তোমরা নিজেদের জন্য, এবং যে বিদেশী লোকেরা তোমাদের মধ্যে প্রবাসী হয়ে তোমাদের মধ্যে
সন্তানদের জন্ম দিয়েছে, তাদেরও মধ্যে তা উত্তরাধিকাররূপে বিভাগ করবে, যেহেতু এরা ইস্রায়েল
সন্তানদের মধ্যে স্বজাতীয় মানুষের মত পরিগণিত হবে। ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির মধ্যে তারা
তোমাদের সঙ্গে নিজেদের উত্তরাধিকারের জন্য গুলিবাঁট করবে। [২৩] তোমাদের যে গোষ্ঠীর মধ্যে
সেই বিদেশী মানুষ স্থায়ী বসতি করেছে, তোমরা তাকে সেই গোষ্ঠীর মধ্যে তার উত্তরাধিকার
দেবে।' প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।

পবিত্র ভূমি বণ্টন

৪৮ 'গোষ্ঠীগুলির নাম এই এই: উত্তরপ্রান্ত থেকে হেৎলোনের পথ দিয়ে হামাতের প্রবেশস্থানের কাছ
দিয়ে হাৎসের-এনন পর্যন্ত, দামাস্কাসের এলাকায়, উত্তরদিকে হামাতের পাশে পাশে পুবপ্রান্ত থেকে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দানের এক অংশ হবে। [২] দানের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত
আসেরের এক অংশ। [৩] আসেরের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত নেফ্তালির এক
অংশ। [৪] নেফ্তালির সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত মানাসের এক অংশ। [৫] মানাসের
সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত এফ্রাইমের এক অংশ। [৬] এফ্রাইমের সীমানার গায়ে
পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত রূবেনের এক অংশ। [৭] রূবেনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে
পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত যুদার এক অংশ।
[৮] যুদার সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সেই অংশ থাকবে যা তোমরা পৃথক
রাখবে: তা পঁচিশ হাজার হাত চওড়া পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত দৈর্ঘ্যে অন্যান্য অংশের
মত; তার মধ্যস্থানে পবিত্রধাম থাকবে। [৯] প্রভুর উদ্দেশে তোমরা যে অংশটা পৃথক রাখবে, তা
পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া হবে। [১০] দেশের সেই পবিত্রীকৃত অংশ
যাজকদের জন্য হবে; তা উত্তরদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা, পশ্চিমদিকে দশ হাজার হাত চওড়া,
পুবদিকে দশ হাজার হাত চওড়া ও দক্ষিণদিকে পঁচিশ হাজার হাত লম্বা। তার মধ্যস্থানে প্রভুর
পবিত্রস্থান থাকবে। [১১] তা সাদোক-সন্তানদের মধ্যে পবিত্রীকৃত যাজকদের জন্য হবে: তারা আমার
আদেশবাণী রক্ষা করেছিল, ইস্রায়েল সন্তানদের ভ্রান্তির সময়ে লেবীয়েরা যেমন ভ্রান্ত হয়েছিল, ওরা
তেমন ভ্রান্ত হয়নি। [১২] লেবীয়দের এলাকার কাছে দেশের পবিত্র অঞ্চল থেকে নেওয়া সেই অংশ—
যা পরম পবিত্রই অংশ—তাদের কাছে দেওয়া বিশেষ উপহাররূপে পরিগণিত হবে। [১৩] যাজকদের
এলাকার পাশে পাশে লেবীয়েরা পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও দশ হাজার হাত চওড়া ভূমি পাবে; তার
পুরো দৈর্ঘ্য পঁচিশ হাজার হাত ও পুরো প্রস্থ দশ হাজার হাত হবে। [১৪] তারা তার কিছু বিক্রি বা
বিনিময় করবে না; দেশের সেই প্রথমাংশ বাজেয়াপ্ত করা যাবে না, কেননা তা প্রভুর উদ্দেশে
পবিত্রীকৃত। [১৫] আর পঁচিশ হাজার হাত লম্বা সেই ভূমির সামনে বিস্তার পরিমাপে যে পাঁচ হাজার
হাত বাকি থাকে, তা সাধারণ স্থান বলে নগরীর, বসতির ও চারণভূমির জন্য হবে: নগরীটি তার
মধ্যস্থানে থাকবে।
[১৬] তার পরিমাপ এরকম হবে: উত্তরপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ' হাত, দক্ষিণপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ'

হাত, পুবপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ’ হাত, ও পশ্চিমপ্রান্ত চার হাজার পাঁচশ’ হাত। ১৭ নগরীর
উত্তরদিকে দু’শো পঞ্চাশ হাত, দক্ষিণদিকে দু’শো পঞ্চাশ হাত, পুবদিকে দু’শো পঞ্চাশ হাত ও
পশ্চিমদিকে দু’শো পঞ্চাশ হাত চওড়া জমি খালি থাকবে। ১৮ পবিত্রীকৃত অংশের সামনে বাকি
জায়গাটা হবে পুবদিকে দশ হাজার হাত ও পশ্চিমে দশ হাজার হাত লম্বা, আর তা পবিত্রীকৃত
অংশের সামনে থাকবে: সেখানে উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রী নগরীর কর্মচারীদের খাদ্যের জন্য হবে। ১৯
ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই নগরীর এই কর্মচারীদের নেওয়া হবে। ২০ সেই অংশটা
সবসুদ্ধ পঁচিশ হাজার হাত লম্বা ও পঁচিশ হাজার হাত চওড়া হবে; তোমরা নগরীর অধিকাররূপে
পবিত্রীকৃত অংশের চার ভাগের এক ভাগ পৃথক রাখবে। ২১ পবিত্রীকৃত অংশের ও নগরীর
অধিকারের দুই পাশে যে সমস্ত ভূমি বাকি পড়েছে, তা জনপ্রধানের হবে; অর্থাৎ—পুবদিকে পঁচিশ
হাজার হাত লম্বা ওই পবিত্রীকৃত অংশ থেকে পুবসীমানা পর্যন্ত, ও পশ্চিমদিকে পঁচিশ হাজার হাত
লম্বা ওই পবিত্রীকৃত অংশ থেকে পশ্চিমসীমানা পর্যন্ত অন্য সকল অংশের সামনে জনপ্রধানের অংশ
হবে, এবং পবিত্রীকৃত অংশ ও গৃহের পবিত্রধাম তার মধ্যে অবস্থিত থাকবে। ২২ জনপ্রধানের প্রাপ্য
অংশের মধ্যে অবস্থিত লেবীয়দের অধিকার ও নগরীর অধিকার ছাড়া যা কিছু যুদার সীমানা ও
বেঞ্জামিনের সীমানার মধ্যে আছে, তা জনপ্রধানের হবে।

২৩ বাকি গোষ্ঠীগুলি এই সকল অংশ পাবে: পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত বেঞ্জামিনের এক
অংশ। ২৪ বেঞ্জামিনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত সিমেয়োনের এক অংশ। ২৫
সিমেয়োনের সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ইসাখারের এক অংশ। ২৬ ইসাখারের
সীমানার গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত জাবুলোনের এক অংশ। ২৭ জাবুলোনের সীমানার
গায়ে পুবপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত গাদের এক অংশ। ২৮ গাদের সীমানার গায়ে দক্ষিণপ্রান্তের
দিকে তামার থেকে মেরিবা-কাদেশ জলাশয় মিশরের স্রোতোমার্গ ও মহাসমুদ্র পর্যন্ত দক্ষিণ সীমানা
হবে। ২৯ তোমরা ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির উত্তরাধিকার রূপে যে দেশ গুলিবাঁটক্রমে বিভাগ করবে, তা
এই, এবং তাদের ওই সকল অংশ এই—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।’

নগরীর তোরণদ্বার ও তার নতুন নাম

৩০ ‘নগরীর নির্গম-পথগুলি এই এই: উত্তর পাশে চার হাজার পাঁচশ’ হাত। ৩১ নগরীর
তোরণদ্বারগুলো ইস্রায়েল-গোষ্ঠীগুলির নাম অনুসারে হবে: তিন তোরণদ্বার উত্তরদিকে থাকবে:
রূবেনের এক তোরণদ্বার, যুদার এক তোরণদ্বার ও লেবির এক তোরণদ্বার। ৩২ পুব পাশে চার
হাজার পাঁচশ’ হাত, আর তিন তোরণদ্বার থাকবে: যোসেফের এক তোরণদ্বার, বেঞ্জামিনের এক
তোরণদ্বার, দানের এক তোরণদ্বার। ৩৩ দক্ষিণ পাশে চার হাজার পাঁচশ’ হাত, আর তিন তোরণদ্বার
থাকবে: সিমেয়োনের এক তোরণদ্বার, ইসাখারের এক তোরণদ্বার ও জাবুলোনের এক তোরণদ্বার।
৩৪ পশ্চিম পাশে চার হাজার পাঁচশ’ হাত ও তার তিন তোরণদ্বার থাকবে: গাদের এক তোরণদ্বার,
আসেরের এক তোরণদ্বার ও নেপ্তালির এক তোরণদ্বার। ৩৫ মোট পরিধি আঠার হাজার হাত।

সেদিন থেকে নগরীর নাম হবে: “আদোনাই সাম্মাহ্”।’